বিরাজমোহন

সামাজিক উপন্যাস

'শরচ্চন্দ্র', 'সন্ন্যাসী', 'ভিখারী', 'সোপান' ও 'যোগজীবন'
প্রণেতা

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী প্রণীত।

"Had they added religion to their attainments and their Conquests, what empires of welfare would they not hold in fee, and give us to enjoy! without it, the greatest man is a failure; with it, the smallest is a triumph."

"I think nothing but religion can give any man this strength to do and to suffer."

"We are all here to be men; to do the most of human duty possible for us, and so to have the most of human right and enjoy the most of human welfare."

"You and I shall have enough to suffer, most of us, enough to do. We shall have our travail, our temptation, perhaps our agony, but our triumph too."

Theodore Parker.

দ্বিতীয় সংস্করণ।

২১০/১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে শ্রীভুবনমোহন ঘোষ দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯০

মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা মাত্র।

উৎসর্গ।

প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু বাণীকান্ত ভট্টাচার্য্য

প্রিয়তম বাণী বাবু !

আমার জীবনের যে অংশকে ভীষণ অন্ধকারযুক্ত, দুর্গম, এবং কঠোরতম কল্পনা করিয়া এই সংসারের আত্মীয়, বন্ধু বান্ধব সকলে আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই দিন,—সেই ভয়ানক সময়েও, আজ স্মরণ করিয়া শরীর আহ্লাদে পরিপ্লুত হইতেছে, আপনার ঐ স্নেহদীপ মৃদু মৃদু ভাবে এই জীবনকে আলোকিত করিয়াছিল। এ সংসারে আর সেদিন নাই,—সেদিন চিরস্থায়ী আসন লইয়া আমাকে মলিন রাখিতে অবতীর্ণ হয় নাই; যাঁহারা তাহাই ভাবিয়াছিলেন, আজ তাঁহাদের প্রতি চাহিয়া দেখুন।—আর আমার? আমাকে ত আপনি চিরদিনই সমান ভাবে দেখিয়া থাকেন। ধন্য আপনার জীবন, কারণ স্বার্থের আশা ছাড়িয়াও এই সংসারে আপনি প্রেম বিস্তার করিতে শিখিয়াছেন। আর আমি? আমি কি করিব? এ জীবনে আপনি কোন উপকারের প্রত্যাশা করেন নাই, আমার মনও এত নীচগামী নহে যে, আদান প্রদানের সার মর্ম্ম আজও বুঝিতে পারি নাই। আপনাকে কিছু অর্পণ করিলেই যে আমি সুখী হই, তাহা নহে; তবে আপনি যাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন, তাহাতেই আমার সুখ বৃদ্ধি হয়। আমার চির-বাসনা—দেখি আপনাকে সুখী—দেখি আপনাকে শোভান্বিত। আজ একটী কুসুম তুলিয়া আনিয়াছি। আপনার সুখ বর্দ্ধনের জন্য

এ সংসারে একদিনও চেষ্টা করি নাই, ভবিষ্যতে সে প্রবৃত্তি কখনও আমাকে চালিত করিবে কি না, তাহাই বা কে জানে? আজ আপনার শোভা বৃদ্ধি করিতে আমি অভিলাষী হইয়াছি। এই কুসুম আপনাকে শোভিত করিবে কি না, তাহা জানে জগৎ, আর জানে আপনার নয়ন। আমি জগৎও চাহি না, নয়নের শোভায়ই বা আমার প্রয়োজন কি? আমি চাহি মনের শোভা। আমি জানি আপনার মন কোন্ বস্তুকে শোভাবিশিষ্ট বলে। তাই ত আজ আসিয়াছি। কিন্তু লোকের মনও যে পরিবর্ত্তনশীল। আপনার মনের গতি আজ কি প্রকার, ঈশ্বরই জানেন। আজ যদি এই সংসারের সৌন্দর্য্য-বিহীন, স্থানভ্রষ্ট, সামান্য বনজাত কুসুম আপনার মনকে রমণ করিতে পারে, তবেই বুঝিব বিরাজমোহনের জীবন সার্থক, আর আমার পরিশ্রম ফলবতী। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এক-বার কর প্রসারণ করিয়া ইহাকে গ্রহণ করুন ত দেখি, আপনার মন বুঝিয়া সুখী হইতে পারি কি না?

আপনার স্নেহাভিলাষী—দেবীপ্রসন্ন

বিরাজমোহন।

সামাজিক উপন্যাস।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যাহা দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী,—জোয়ার আসিয়াছে,—মৃদু মৃদু বহিয়া যাইতেছে। জল কোথা হইতে আসিল, কোথায় যাইবে, তাহা ঘাটে দণ্ডায়মান মনুষ্যত্রয় জানে না; তাহারা তিন জনেই জানে, ভাঁটা লাগিলে আবার জলের স্রোত ফিরিবে। মনুষ্যত্রয়ের দুইটী স্ত্রীলোক, একটী পুরুষ। রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে, বৈশাখ মাস, জোয়ারের জল তীর স্পর্শ করে নাই; লোকত্রয় যেখানে দণ্ডায়মান, সে নদীর গর্ভ; এক সময়ে সে পর্য্যন্ত জলে প্লাবিত হইত। আর কোথাও লোক নাই, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, কেবল বায়ু একটু একটু দ্রুতবেগে চলিয়া নদীবক্ষ বিলোড়িত করত ক্রীড়া করিতেছে। লোকত্রয়ের একজন ব্যস্ততা সহকারে কার্য্য করিতেছে, একজন সহায়তা করিতেছে, আর একজন নীরবে গোপনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন।

কার্য্য সমাধা হইল,—একটী নূতন হাঁড়ি, মুখ নূতন বস্ত্রে আবরিত, জলে ভাসিল! আকাশে নক্ষত্রমণ্ডলী ক্রমে ক্রমে বিলীন হইতে লাগিল, একটী একটী নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল পদার্থ স্থান ভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে পড়িল, পূর্ব্বদিকে একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র দীপ্তি পাইতেছিল, এমন সময়ে হাঁড়ি জলে ভাসিল,—হাঁড়ির ভিতরে একটী স্ত্রীলোকের প্রাণ, সেই প্রাণ জলে ভাসিল। বায়ু বহিল, হাঁড়ি স্রোতাভিমুখে অল্প অল্প চলিতে লাগিল। যখন হাঁড়ি স্রোতে ভাসিয়া চলিল, তখন পুরুষটী বলিল—

'চল, আর চিন্তা নাই, এখন ঘরে চল।'

কার্য্যের সময় যে স্ত্রীলোকটী সহায়তা করিতেছিল, সে অন্য স্ত্রীলোকটীর হাত ধরিয়া বলিল,—

'আর ভাবিস্ কি? যেমন কাজ তেম্নি ফল, এখন চ।

"কোথায় যাইব? জীবন বিসর্জ্জন দিয়া শূন্য দেহ লইয়া কোথায় যাইব? আমি আজ এ কলঙ্কিত মুখ লুকাইব।"

'আজ কেন? যখন অমৃতের ন্যায় বিষপান করেছিলি, তখন এ মুখ ঢাকিস্ নাই কেন? আজ আর কেন, এখন চ।'

"তখন বুঝি নাই, বিষপান করিয়াছি। তখন বুঝি নাই—এ যৌবন ফুল মলিন হইবার জন্য ফুটিয়াছিল; বুঝিলে ফুল চেষ্টা করিয়া নষ্ট করিতাম, ফল ধরিতে দিতাম না। এখন বুঝিয়াছি, এখন মরিব; যাহাকে দশ মাস উদরে ধরিয়াছি, তাহাকে কোন্ প্রাণে বিসর্জ্জন দিয়া যাইব? আমি আজ মরিব। তোমরা ঘরে যাও; আমি যাইব না।"

স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে গোলমাল শুনিয়া পুরুষটী বলিল,—'সৈ! আর এক দিনের কথা মনে পড়ে? তুমি এই ঘাট হইতে প্রত্যহ জল লইতে আসিতে, আমি সময় বুঝিয়া পথে দাঁড়াইয়া থাকিতাম; তুমি অভিমানে আমার সহিত কথাও কহিতে না, আমি বুঝিতাম তোমার মন অটল, অল্প বাতাসে তরঙ্গ খেলে না। দিন যাইত, আবার তুমি জল লইতে আসিতে, আমিও আশা ছাড়িতাম না, পথে দাঁড়াইতাম; এ সকল মনে পড়ে কি? আর এক দিন,—আমি জলে অবগাহন করিয়া স্নান করিতেছিলাম, তুমি একবার জল লইয়া উপরে উঠিলে, আবার ঘাটে আসিয়া কি বকিতে বকিতে জল ঢালিয়া ফেলিয়া আবার জল ভরিয়া তুলিলে। সৈ! সেখানে আর লোক ছিল না, আমি জলে থাকিয়া তোমার মনের ভাব বুঝিলাম, বুঝিয়া হাসিলাম; তুমিও কি ভাবিয়া একটু হাসিলে। আমি অমনি জলে ডুব দিলাম, তুমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেলে। তখন তোমার বয়স কত ছিল? তুমি তখন ত কিছুই বুঝিতে না;—তবুও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলে। সেই সুখ হইতে তোমাকে পুরুষের মন বঞ্চিত করিল না, আমি তোমার হইলাম। আজ এখন চল, আরো কত সুখ পাইবে।'

"তুমি এ সকল কথা বলিতেছ কেন? এক দিন তোমার হাসি দেখিয়া ভুলিয়াছিলাম, তাই বিষ পান করিয়াছিলাম; এখন আর তোমার কথা ভাল লাগে না; আমি জীবন ছাড়িয়া তোমার কথায় ভুলিব না। কেবল ফুটিয়া

যে সুখ, সেই সুখ পাইবার জন্য আমি ভুলিয়াছিলাম, এখন বুঝিয়াছি—ফলের আশা ছাড়িয়া ফুল ফুটে না। আমি জীবনের ধন পরিত্যাগ করিয়া আর তোমার রিপুর দাসী হইতে ঘরে যাইব না। যদি তখন জানিতাম, এই প্রকার করিলে এই প্রকার জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইবে, তাহা হইলে আমি তোমাকে তখনই বিষ বলিয়া বুঝিতাম, সমাজের নিয়ম পালন করিবার জন্য শত সহস্র কষ্টকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিতাম। তুমি সমাজের ভয় কর, তুমি ঘরে যাও। তোমার রিপু চরিতার্থই সুখ, তোমার আবার মমতা কি? আমি আর যাইব না। আমি আজ হয় এই জলে ডুবিয়া মরিব, না হয় এই হাঁড়ির সহিত ভাসিতে ভাসিতে যাইব। আমি আর তোমার সহিত যাইব না।”

পুরুষটী আবার বলিল—‘সৈ! রাত্রি পোহাইয়া আসিল, লোকে কি বলিবে।’

“লোকের ভয় করিয়া কি প্রাণ ছাড়িয়া যাইব? লোকের ভয় করিতে হয়,—এ জীবন জলে ডুবাইব! আর ঘরে যাইব না।”

পুরুষটী আবার বলিল—‘সৈ! কার দ্বারা সন্তান? কার দ্বারা তোমার পুত্রের মমতা? আমিই সকল! আর কেন? এখন চল।’

এই সময়ে হাঁড়ির মধ্য হইতে অস্ফুট স্বর বাহির হইতে লাগিল। অবোধ শিশু, মাতৃক্রোড় শূন্য, অস্ফুটস্বরে কাঁদিতে লাগিল। আর মাতা কি করিলেন? সেই সময়ে হঠাৎ জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন!

পুরুষটী অনিমেষ নয়নে চাহিয়া দেখিল,—পরে রজনী প্রভাত হইতে দেখিয়া কলঙ্কের ভয়ে সেই পাপিয়সীর আশা পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—‘কলঙ্কিনি! তুই ডুবিলি? কলঙ্ক রাশির মধ্যে ঝাঁপ দিলি? আমি সমাজের ভয় করি; আমি যাই।’ এই বলিয়া পুরুষটী নিমেষ মধ্যে সেই স্থান হইতে পলায়ন করিল। অন্য স্ত্রীলোকটী ‘সৌদামিনি! কি কর্‌লি, কি কর্‌লি?’ বলিয়া গ্রামের লোক ডাকিতে চলিল।

সৌদামিনী অগাধ সলিলে ডুবিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিধবার পুত্র।

বিধবার সন্তান জলে বিসর্জ্জিত হইল, তোমরা হাসিতে চাও, হাসিও। বিধবার সন্তানের কথা শুনিলেই তোমাদের মনে ঘৃণা ও বিদ্বেষ উপস্থিত হয়; তোমরা আর সকলের কথা শুনিতে ভালবাস, কিন্তু বিধবার সন্তানের কথা শুনিলে তোমাদের শোণিত উষ্ণ হয়, কি করিব বল? আমরা জানি প্রত্যেক মানবেরই রিপু আছে,—সেই রিপুর উপযুক্ত সময়ে পরিচালনা আবশ্যক। যাঁহারা রিপু পরিচালনা না করিয়াও কোন বৃত্তি বিশেষের পরিচালনা দ্বারা ইন্দ্রিয় সকলকে সংযত করিতে পারেন, তাঁহারা সম্মানের উপযুক্ত পাত্র সন্দেহ নাই; আমরা তাঁহাদিগকে ধার্ম্মিকশ্রেণীভুক্ত করিয়া সংসারে উচ্চ আসন প্রদান করি। কিন্তু যাহারা তাহা না পারেন, অর্থাৎ যাহারা রিপু পরিচালনা ব্যতীত জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন না, তাহাদিগকে আমরা ঘৃণা করি না। আমরা জানি শরীরের প্রত্যেক অংশের প্রত্যেক কার্য্যই সম্পন্ন হয়। আমরা জানি যকৃৎ অনবরত পিত্ত উৎপাদন করিয়া পিত্তাধারে সঞ্চয় করে, অন্ন প্রভৃতিও সময় মতে সঞ্চালিত হয়। আমরা জানি, হৃদয়ের কার্য্য হৃদয় সম্পন্ন করে, প্লীহার কার্য্যও অসম্পূর্ণ থাকে না; ঘর্ম্ম ঘর্ম্মাধার হইতে অনবরত উত্তাপে শরীর ভেদ করিয়া নির্গত হয়। এই প্রকারে শরীরের প্রত্যেক অংশের কার্য্যই সম্পন্ন হয়, অসম্পন্ন থাকে না। আমরা জানি, যে শক্তি বালকের নাই, তাহা যুবকের আছে, আবার যাহা যুবকের আছে তাহা বৃদ্ধের নাই। আমরা জানি, রিপুর আধিপত্য বালকের অতি অল্প, যৌবনে তাহা বিকসিত হয়। কেন বিকসিত হয়, সে প্রশ্নের উত্তর আমরা করিতে পারি না,—পরমাণুসমষ্টির সৃষ্টিকর্ত্তা "যিনি," তিনিই জানেন এ প্রকার কেন হয়। আমরা যাহা দেখিতে পাই, তাহাই লিখিতেছি। যাহারা পাশব রিপু চরিতার্থ করিবার মানসে সময়ে, অসময়ে পুষ্প হইতে পরমাণু বাহির করেন, তাহাদিগের সহিত আমাদের সহানুভূতি নাই। কিন্তু

মাসের মধ্যে একবার যখন পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া পরমাণু সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যাকুল হয়, তখন সে পুষ্প ফুটে কেন? আমরা নিঃসন্দেহ চিত্তে বলিব, তখন ফুটে পরমাণু সংগ্রহের জন্য। উপযুক্ত সময়ে এই ফুল সকল যুবতীর শরীরেই ফুটিয়া থাকে। সধবা যুবতী এই সময়ে অস্থির হইয়া পতি সহবাসে বাসনা চরিতার্থ করে, কিন্তু যাঁহারা বিধবা? তোমরা বিধবা বিবাহের বিরোধী, তোমরা হাসিতে চাও হাসিও। দেশ কলঙ্কে ডুবিয়া গেল, তবুও তোমরা বিধবাদের বিবাহ দিবে না। আমরা যখন অল্প বয়স্কা বিধবা-দিগের কষ্ট অনুভব করি, তখন ভাবি, ইঁহাদের মত হতভাগিনী জীব আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নাই। ধর্ম্মের কথা কতদিন বলিবে বল? যে বিধবা, সেই ধার্ম্মিকা হইবে, আর সমস্ত সংসার ক্রীড়া কৌতুক, আমোদ প্রমোদে মাতিবে? একমাত্র বিধবাদের জন্যই ধর্ম্ম? কত দিন আর এই কথা বলিবে? কত জন বিধবা ধার্ম্মিকা বল দেখি? আর একটী কথা এই, আজ একটী সুখ সম্ভোগরত যুবতী বিধবা হইল, কল্যই সে ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া রিপুর হাত এড়াইবে; কি স্বার্থের কথা! আর সয় না,—আর কত দিন সহিবে? বিধবারা কত দিন রিপুর জ্বালায় জ্বলিবে? ঐ দেখ, আজ বিধবা নারী ঘরের বাহির হইয়া কি করিতেছে? কত দিন আবদ্ধ করিয়া রাখিবে? আর কত দিন অবলাদিগের অত্যাচার সহ্য হইবে? বিধবাদের সন্তান হয়, তাহা কি তোমরা জাননা? তবে তোমরা তাহাদের বিবাহ দেওনা কেন? তাহাদিগকে এত কঠোর ব্রত পালন করিতে দেখিয়া, তোমরা কি প্রকারে সুখে সময়াতিপাত কর? স্বীয় রিপুর বেগ এক মুহূর্ত্তও থামাইয়া রাখিতে সমর্থ হও না, আর অবলা বিধবাদিগের মস্তকে চিরজীবনের তরে রিপু নির্ব্বাসন-ব্রত? কি অবিচার! তোমরা বিধবার বিবাহ দিবে না, অথচ তাহাদের সন্তান হইলে পৃথিবী হইতে বিদায় করিয়া দিবে। কি অত্যাচার! তোমাদের রিপু আছে, তাহাদেরও আছে। তোমাদের ফুল হইতে যে ফলটী উৎপন্ন হইল, সেটীকে যত্নসহকারে সংসারে পালন করিবে, আর অবলা বিধবাদের সন্তান হইলে মারিয়া ফেলিবে? কি অবিচার! এই মহাপাতকের হাত হইতে এক দিন এদেশ মুক্ত হইবেই হইবে। আমরা আজ বিধবার সন্তানের বিসর্জ্জন দেখিয়া অশ্রুপাত করিতেছি, তোমরা হাসিতে চাও, হাসিও।

সধবার সন্তানও যে উপকরণে গঠিত, বিধবার সন্তানের মধ্যে তাহার ব্যতিক্রম নাই যে যে পরমাণুর মিলনে সধবার সন্তান, সেই সেই পরমাণুর মিলনেই বিধবার সন্তান; আবার অন্যদিকে সধবার সন্তানেরও যাহা আছে, বিধবার সন্তানেরও তাহাই আছে। সেই কান, সেই হাত, সেই মুখ, সেই চক্ষু, সেই সকল, তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেও সধবা ও বিধবা সন্তানের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখিতে পাইবে না। তবে একজন আদরের, আর একজন অনাদরের কেন? বিবাহ না করার জন্য যদিও পিতা মাতার দোষে, তাহাদিগের উপর ঘৃণা বা অসন্তোষ উৎপন্ন হয়, কিন্তু পিতা মাতার এই প্রকার দোষের ফলভোগী কি অবোধ সন্তান! সংসার তাহাদিগের সম্পূর্ণ অপরিচিত, পিতা মাতার দোষের ফলভোগ করিবার জন্য তাহাদিগের অসাময়িক মৃত্যুক্রীড়া সম্পন্ন করিয়া তোমরা সুখী হও! আমরা কি করিব, আমরা আজ বিধবার সন্তানের কথাই বলিব, তোমরা হাসিও, হাসিয়া আমাদিগকে গালি দিও।

সৌদামিনী যখন দশ বৎসরের বালিকা, তখনই সংসার হইতে জীবনের সুখ-চিহ্ন তিরোহিত হইয়াছে;—এই অনন্ত দুঃখের বোঝা তাহার মস্তকে পড়িয়াছে। কেহ কেহ বলেন,—যে করস্পর্শে মানব কাননের যে ফুলটী প্রস্ফুটিত হয়, সেই করের অবর্ত্তমানে সে ফুলের মলিন হওয়া উচিত। উপযুক্ত বয়সে বিধবা হইলে, তাহারা যদি অন্যপথগামিনী হইয়া সংসারের বিলাসের সেবায় নিযুক্তা হয়, তখন তাহাদিগের প্রতি তোমরা ঘৃণা প্রদর্শন করিতে চাও, করিও; কিন্তু যে ফুল ফুটে নাই, অথচ অদৃষ্টনেমির ঘূর্ণনের অংশে একটী করসঞ্চালিত হইয়াছিল,—যে ফুল মুকুলেই কর-সঞ্চালন ক্রিয়া হইতে চিরবঞ্চিত, সে ফুলের প্রতি তোমরা নিষ্ঠুর ভাবে ব্যবহার কর কেন? একমাত্র বাল-বিধবা বিবাহের অভাবেই দেশে ক্রমে পাপের স্রোত বাড়িতেছে। যাহা বলিতেছিলাম,—সৌদামিনী দশ বৎসর বয়সের সময় বিধবা হইয়াছে; তখন সৌদামিনী কিছুই জানিত না। যৌবনের সুখ, অসুখ এ দুই তখন তাহার নিকট অপরিচিত ছিল। ক্রমে ক্রমে যখন যৌবন, সৌন্দর্য্যের ষোলকলা পূর্ণ করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন সৌদামিনী বুঝিত সে বিধবা, কিন্তু বিধবার কি করিতে হয়, তাহা জানিত না,—বুঝিত না। এই সময়ে সৌদামিনীর পুনঃ বিবাহ হইলে আর কোন গোলই ছিল না। স্ত্রীলোকের যৌবন,—স্বার্থপর

পুরুষজাতি চতুর্দ্দিক হইতে সৌন্দর্য্যযুক্ত প্রলোভন লইয়া সৌদামিনীকে ভুলাইতে লাগিল; অবোধ বালিকা ফাঁদ কি, বিষ কি, জানিত না;—মন ভুলিল, ফাঁদে পা পড়িল, দুই হাতে ধরিয়া বিষ পাত্র চুম্বন করিল, সংসারে সৌদামিনীর আর মুখ দেখাইবার যো রহিল না। সমাজে পুরুষদিগের একাধিপত্য, কোন স্থানেই নিন্দা নাই, অবলা স্ত্রীজাতি স্ত্রী মহলে অবজ্ঞার পাত্রী, পুরুষ মহলে ধর্ম্মভ্রষ্টা বলিয়া ঘৃণিতা। সৌদামিনীর দুই কুলেই কালি পড়িল।

যৌবনের মত্ততায়ই বল, আর প্রলোভনের আকর্ষণেই বল, এই প্রকারে পুরুষের চক্রান্তে পড়িয়া অবলা সৌদামিনী ধর্ম্ম বিক্রয় করিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার গর্ভে প্রকৃতির নিয়মানুসারে পরমাণু সঞ্চিত হইল,—এক মাস, দু মাস, পাঁচ মাস, ৭ মাস, ৯ মাস দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল, ১০মাসে নিকৃষ্ট সাধনার ফল ফলিল—সৌদামিনী একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। সৌদামিনীর সময় মন্দ, নচেৎ প্রসূতির প্রথম পুত্র প্রসবের কষ্ট প্রায়ই সহিতে হয় না, কারণ চতুর্দ্দিক হইতে আনন্দধ্বনি উত্থিত হইয়া সকল কষ্ট ভুলাইয়া দেয়, কিন্তু বিধবা সৌদামিনীর আদরের বস্তুকে কেহই দেখিল না, যাহারা দেখিল তাহারাও অবজ্ঞা করিয়া চলিয়া গেল। এইপ্রকার করিয়া ৩০ দিন চলিয়া গেল, ৩১ দিনের দিন যাহা হইল, তাহা আমরা দেখিয়াছি। পৃথিবী হাসিতে পারে,—তোমরা আনন্দে নৃত্য করিতে পার, কিন্তু সন্তানের মাতা কি প্রকারে স্নেহ শূন্য, ভালবাসা শূন্য হইয়া সন্তানের বিসর্জ্জন সহ্য করিবে? সৌদামিনী সন্তানের সহিত স্রোতস্বতী সলিলে আত্ম-বিসর্জ্জন করিলেন।

এখন সৌদামিনী বুঝিয়াছেন যে, তিনি সংসারের গরল পান করিয়াছিলেন, এখন তাঁহার অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে। তোমারা বলিবে, বিপদে পড়িলে সকলেরই চেতনা হয়। সে ভাল না মন্দ? সংসারের বিপদ মনুষ্যের শিক্ষার সহায়;—এক পথে অনবরত অগ্রসর হইতে হইতে মধ্যে মধ্যে যে কণ্টকের আঘাত লাগে, উহাই জীবনের সতর্কতা, পথিকের সাবধান হইবার উপায়। আবার অন্যদিকে, যাঁহারা চিরদিন সৎপথে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা অসৎ পথের সুখ, দুঃখ অনুভব করিতে পারেন না, সুতরাং তাঁহাদিগের জীবন যেন ভাসিয়া ভাসিয়া অবলীলাক্রমে সময় স্রোত ভেদ করিয়া যায়, কোন কষ্ট নাই। কিন্তু যাঁহারা দৈববিপাকে অগম্যপথে

যাইয়া আবার উজাইয়া আসিতে সক্ষম, আমরা তাঁহাদিগের সবল মনের চিরকাল প্রশংসা করি। সংসার বিপদ-শিক্ষার স্থান; বিপদে পড়িয়া যিনি পাপের অগাধ সলিলের ভিতর হইতে স্বীয় বলে উত্থিত হইয়া আবার সৎ-পথে আসিতে পারেন, তাহার মন যে সবল, তাহা কেন স্বীকার করিবে না? আবার অন্যদিকে যে একবার পতিত হইয়াছে, তাহাকে উদ্ধার করিয়া সঙ্গে লওয়া জ্ঞানী লোকের কর্ত্তব্য কার্য্য। সৌভাগ্যক্রমে যদি সেই পতিত লোক স্বীয়বলে উত্থিত হইয়া তোমাদের নিকটে কৃপা ভিক্ষা করিতে আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে তাহাকে ক্ষমা করিবে না কেন?—তবে আর ধর্ম্ম কি? তবে আর ধর্ম্মভাব কি? মঙ্গলময় ঈশ্বরের সহিত তুলনা করিলে, সংসারময় অপবিত্রতা; কপট ধার্ম্মিক, তুমি পতিত ব্যক্তিকে যদি ক্ষমা করিয়া তোমার সঙ্গের সঙ্গী করিতে না পার, তবে আর তোমার আশা কি, ভরসা কি? তবে আর তোমার ধর্ম্ম কি, ধর্ম্মভাব কি? স্বার্থপরতা অবলম্বন করিয়াছ, তাহারই সাধনা করিতেছ, ধর্ম্মের ভান করিয়া বৃথা সংসারকে কষ্ট দিতেছ কেন? বিধবার সন্তানের কথা শুনিয়া তোমরা হাসিবে—আর ঠাট্টা করিবে, কিন্তু তাহাকে উদ্ধার করিবে না,—পরন্তু সে স্বীয় বলে অনুতাপে দগ্ধ হইয়া উত্থিত হইলেও, তোমরা তাঁহাকে আশ্রয় দিবে না? তোমাদের অপার লীলা খেলা? আমরা বিধবার সন্তানের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিব, তাহার গর্ভধারিণীকে উদ্ধার করিয়া সমাজে আশ্রয় দেওয়া উচিত বলিব, তোমরা, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া নিঃসন্দেহচিত্তে জগৎস্রষ্টার পবিত্র প্রেমময় মূর্ত্তির পানে তাকাইতে তাকাইতে আনন্দে নৃত্য কর, আর হাসির বন্যা খুলিয়া হাসিয়া হাসিয়া সংসারকে পুণ্যের আবাসস্থান কর। আমরা দেখিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করি, আর বঙ্গের দেশব্যাপী স্বার্থপরতা এবং স্বেচ্ছাচারিতার কথা ভাবিতে ভাবিতে, নিম্নগামী হইয়া, সেই শত সহস্র অবলা বিধবা-বালাদিগের সহিত বিস্মৃতির অতল জলে আত্ম শরীর বিসর্জ্জন দিয়া জীবনকে সার্থক করি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দংশন করিল।

যে সকল কথা বলা হইয়াছে, তাহার অনেক বৎসর পর একটী সপ্তদশ বর্ষীয় বালক, একটী দ্বাবিংশবর্ষীয় যুবকের সহিত কথা বলিতেছিলেন। আমরা একেবারে ১৬।১৭ বৎসরের কথা আপাততঃ গোপনে রাখিয়া অন্যান্য ঘটনা বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, উপযুক্ত স্থলে মধ্যবর্ত্তী ঘটনা সকল ব্যক্ত হইবে। বালকটীর নাম বিরাজমোহন এবং যুবকের নাম পূর্ণচন্দ্র।

অনেক কথার পর পূর্ণচন্দ্র বলিলেন—বিরাজ! আর একটী কথা বলিব?

বিরাজ-মোহন। আপনার ইচ্ছা।

পূর্ণচন্দ্র। আমার ইচ্ছায় বলিব সত্য, কিন্তু তুমি যদি উত্তর না দেও, তবে মনে দুঃখ পাইব।

বিরাজ। আমি যদি আপনার কথায় উত্তর দিতে পারি বুঝেন, তবে নিশ্চয় উত্তর দিব। তবে আর আপনার বলিবার বাধা কি?

এই কথা বলা হইলেও পূর্ণচন্দ্র সহসা কোন প্রশ্ন করিলেন না। অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত ভাবিয়া বলিলেন, বিরাজ! প্রশ্ন করিতে একটু সঙ্কুচিত হই; সে যা হউক, তোমার আপন অবস্থা তুমি জ্ঞাত আছ?

বিরাজ। অবস্থা আপনি কাহাকে বলেন?

পূর্ণচন্দ্র। জন্ম হইতে এপর্য্যন্ত তোমার জীবনে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা তুমি জান?

বিরাজমোহন সহসা উত্তর করিলেন না, মুখ ব্যাপিয়া এক আশ্চর্য্য ভাব প্রকাশ পাইয়া আবার নিবিল; পূর্ণবাবু এই সময়ে একটু অন্যমনস্ক ছিলেন, নচেৎ এই ভাব দেখিলেই তাহার প্রশ্নের উত্তর হৃদয়ঙ্গম হইত। বিরাজমোহন মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন—আপনি আজ এপ্রশ্ন করিতেছেন কেন? আপনার জিজ্ঞাস্য বিষয় আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলুন।

পূর্ণচন্দ্র। এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি কেন, কি বলিব? আমার স্বার্থ ভিন্ন আর ত কিছুই দেখি না। আমার স্বার্থের কথা স্মরণ করিয়া উত্তর

দেও। স্পষ্ট করিয়া বলিতে না পারি তাহা নহে, কিন্তু এই যদি প্রথম হয়, তবে তোমার মনে আঘাত লাগিতে পারে, তোমার মনে আঘাত দিতে সঙ্কুচিত হই।

বিরাজ। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আমার মনে আঘাত লাগিবে না। আপনি যাহা জানিবার জন্য এই প্রশ্ন তুলিয়াছেন, আমি তাহা বুঝিয়াছি, আপনি নিঃসন্দেহ চিত্তে বলুন।

পূর্ণচন্দ্র। বিরাজ, তুমি কি বুঝিয়াছ বল দেখি?

বিরাজমোহন পথ ছাড়িয়া আবার অন্য পথে চলিলেন; হাসিয়া বলিলেন—'না' আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই, আপনি যাহা বলিতে ইচ্ছা করেন, বলুন।

পূর্ণচন্দ্র মহাবিপদে পড়িলেন। বিরাজমোহন বুদ্ধিমান বালক, স্বীয় অবস্থা বুঝিতে পারা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত সহজ কথা, কিন্তু কি ভাবিয়া যেন বলিলেন 'আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই।' বিরাজের এই কথাই যদি সত্য হয়, তবে পূর্ণচন্দ্র নিশ্চয় বিরাজমোহনের হৃদয়ে আঘাত করিবার জন্য অস্ত্র শাণিত করিতেছেন। কি অপবাদের কথা! পূর্ণচন্দ্র বিরাজমোহনের একজন বিশেষ হিতৈষী; বিরাজমোহন এক্ষণ তাহা বুঝিতে পারেন কি না, তাহা আমরা বলিব না, কিন্তু এক দিন বুঝিয়াছিলেন, এই বিশ্ব সংসারের মধ্যে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তাঁহার দ্বিতীয় আত্মীয় নাই। সেই পূর্ণচন্দ্র কি সহসা বিরাজমোহনের কোমল হৃদয়ে আঘাত করিয়া সৌন্দর্য্য হ্রাস করিতে পারেন? যে পবিত্র সলিলে এ পর্য্যন্ত বীচিমালা উত্থিত হইয়া সংসার অস্থৈর্য্যের পরিচয় দেয় নাই, সেই সলিলে কে ইষ্টক নিক্ষেপ করিয়া সুখী হইতে পারে? যে পুষ্পে কখনও কীট প্রবেশ করে নাই, কে ইচ্ছা করিয়া সেই পবিত্র পুষ্পের মধ্যে সংসারের কীট প্রবেশ করাইয়া সুখী হইবে? যিনি হইতে পারেন, তিনি এই বিরাজমোহনের একমাত্র হৃদয়ের অভিন্ন বন্ধু পূর্ণচন্দ্র নহেন,—তিনি এই বিরাজমোহনের একমাত্র হিতৈষী পূর্ণচন্দ্র নহেন। পূর্ণচন্দ্র মহাবিপদে পড়িলেন; অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথা না বলাতে বিরাজমোহন পুনরায় মৃদুস্বরে বলিলেন—'বলুন না কেন? চুপ করিয়া রহিলেন কেন

পূর্ণচন্দ্র বলিলেন,—বিরাজ! 'মাতা কি বস্তু?' মাতৃভক্তি কি পদার্থ?

বিরাজ। মাতা কি বস্তু তা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। ভক্তি যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি, সেই প্রকারই কার্য্য করিয়া থাকি।

পূর্ণচন্দ্র। মাতার প্রতি সন্তানের কি কর্ত্তব্য, তাহা জান?

বিরাজমোহন মুহূর্ত্তকাল ভাবিয়াই বলিলেন 'কি বলিব? মাতার প্রতি কি ব্যবহার করা উচিত, তা আমার কার্য্য দেখিয়া কি আপনি বুঝিতে পারেন না?

পূর্ণচন্দ্রের চেষ্টা বিফল হইল, বলিলেন বিরাজ! মনের কথা বলিতে তোমার বাধা কি?

বিরাজ। আমার কিছুই বাধা নাই। আমার মনের কোন কথাই আপনার নিকট অপ্রকাশ্য নহে। এত দিন বলি নাই কেন, তাহাই ভাবি।

পূর্ণচন্দ্র। গত কথায় কাজ কি? এখন বল না কেন?

বিরাজ। কি বলিব? জিজ্ঞাসা করুন, উত্তর করিতেছি।

পূর্ণচন্দ্র। তোমার অবস্থা তুমি জান?

বিরাজ। আবার সেই কথা? আপনি আজ আমাকে ক্ষমা করুন; এখন রাত্রি অনেক হইয়াছে, এখন শুইতে যাই, পারি ত কল্য আপনার কথার উত্তর দিব।

এই কথা বলিয়া বিরাজমোহন শয়নকক্ষের দ্বারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু কক্ষ মধ্য পালঙ্গের উপরে তাহার ষোড়শ বর্ষীয়া, সমবয়স্কা জীবনতোষিণীকে দেখিতে না পাইয়া নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণীর ধারে গমন করিলেন। রজনী গাঢ়তর, আকাশে চাঁদ একাধিপত্য বিস্তার করিয়া নীরবে কোমল জ্যোতি বিস্তার করিতেছে, বিরাজমোহন একাকী দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—'পূর্ণ বাবুর কথার উত্তর না দিয়া কি ভাল কাজ করিয়াছি? পূর্ণ বাবু কি মনে করিতেছেন? পৃথিবীতে আমার সমদুঃখী আর কে? একমাত্র পূর্ণবাবু ভিন্ন সকলেই আমার শত্রুকুল, আমি পূর্ণবাবুর কথার উত্তর না দিয়া ভাল করি নাই। কাল পূর্ণবাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন ভালই, না করিলেও আমি সরল ভাবে তাঁহাকে আমার মনের কথা বলিব। এই প্রকার ভাবিতেছেন, একটী যুবতী আসিয়া এমন কালে উপস্থিত হইলেন। বিরাজমোহন একটু বিস্মিত হইয়া পশ্চাৎ দিক হইতে তাহার জীবনতোষিণীকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন,—'স্বর্ণ? তুমি এত রাত্রে কোথায় গিয়াছিলে?

কোথায় গিয়াছিলাম, তার যথার্থ উত্তর পাইবে;—মনের মতন বর অনুসন্ধান করিতে ভদ্রলোকের আবাসস্থানে গিয়াছিলাম। এই দেখ আমার হাতে পুরুষের কাপড় রহিয়াছে; আমি এই কাপড় পরিয়া গিয়াছিলাম।

বিরাজমোহন বলিলেন, 'বর? কার জন্য বর?

স্বর্ণলতা। আমার নিজের জন্য, আমি যে আবার বিয়ে করব, তা কি তুমি জান না?

বিরাজ। আবার বিয়ে? সে কি স্বর্ণ? আমার নিকট প্রবঞ্চনা কেন?

স্বর্ণলতা। আবার বিয়ে করব না তবে কি তোমার সহিত চিরকাল দুঃখে কাটাব? আমার এই সুখের সময় তুমি একদিনও আমার মনতুষ্টার্থ চেষ্টা করিলে না; একদিনও দুটো ভাল মধুর কথা বলিয়া তাপিত হৃদয়কে শীতল করিলে না, একদিনও তোমার মুখে হাসি দেখিলাম না; এখনি এই প্রকার, এরপর না জানি আবার কিপ্রকার হইবে। আমি কি চিরকালের তরে আমার এই সৌন্দর্য্যরাশি নীরস জীবনে উৎসর্গ করিয়া দুঃখে দিন কাটাব? আমি আবার বিয়ে করব।

বিরাজ। তুমি এসকল কথা আজ বলিতেছ কেন? আমিত পূর্ব্বেও যেমন ছিলাম, এখনও সেই প্রকার আছি, এতদিন বিবাহের জন্য তৃষিত হও নাই কেন?

স্বর্ণলতা। এতদিন একটী আশা ছিল;—আশা ছিল তোমার বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইলে সুখী হইব। কিন্তু এখন দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইয়াছি,—যদি এই অপার ঐশ্বর্য্যের অধিকারিত্ব হইতে তুমি বঞ্চিত হও, তবে আমার উপায় কি হইবে? আরো ভাবিয়া দেখিয়াছি, টাকাতে সুখ নাই সুখ মনে. যদি মনেই সুখ না পাইলাম, তবে আর টাকার পানে চাহিয়া এজীবন মলিন করিয়া রাখিব কেন?

বিরাজ। স্বর্ণ! আমি যে এই বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইব, তাহাতেও কি তোমার সন্দেহ আছে?

স্বর্ণলতা। আছে বই কি, নচেৎ বলিতেছি কেন? নচেৎ আবার বর অনুসন্ধান করিতেছি কেন?

স্বর্ণলতা এসকল কথা বলিতেছেন কেন, তাহা এতক্ষণ পর্য্যন্ত বিরাজমোহন বুঝিতে পারেন নাই, বলিলেন স্বর্ণ, সত্যই কি তুমি আবার বিয়ে করিবে? তুমি আমার ভার্য্যা, অন্যের স্ত্রীকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হয়, এমন লোক কি এপ্রদেশে আছে?

স্বর্ণলতা। আছে কি নাই, তোমার সে চিন্তা করিতে হইবে না। বিবাহের

অর্থ মনে মন-মিলন; তুমি কি বিশ্বাস করিয়া থাক যে, সকল ভার্য্যাই পতির অনুগামিনী?—সকল ভার্য্যাই শাস্ত্র-সম্মত বিবাহের অন্যথাচরণ করে না?

বিরাজ। তুমি কি কুলটার কথা বলিতেছ? তুমি কুলটা হইবে?

স্বর্ণলতা। কে বলিল আমি কুলটা হব? কুলটা হইলে তোমার নিকট এই কথা বলিতাম না। যদি এই সৌন্দর্য্যরাশির বিনিময়ে বিবাহিতা স্ত্রীকে আবার বিবাহ করিবার জন্য পুরুষের মত লওয়াইতে না পারি, তবে আর সৌন্দর্য্য কি, তবে আর পরশপাথরের গুণ কি? তুমি দেখিও, আমি কখনই কুলটা হইব না; আমি অগ্রে অন্য পুরুষকে বিবাহ করিব, তার পরে তার সহিত বাস করিব।

বিরাজ। এপ্রকার বর পাইয়াছ কি?

স্বর্ণলতা। পাই নাই, কিন্তু এপ্রকার বরের অভাব কি? আমার ইচ্ছা হয় নাই বলিয়া, নচেৎ তোমার মামা অনেক দিন পর্য্যন্ত আমার মন পাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

বিরাজ। তুমি আজও কি মামার বাড়ী গিয়াছিলে?

স্বর্ণলতা। কেবল আজ নহে, এইপ্রকার অনেক দিন যাইয়া থাকি। তুমি অনুসন্ধান কর না, তাই বুঝিতে পার না, আমি প্রত্যহ তোমার মামার নিকট যাই।

বিরাজ-মোহন মনে মনে ভাবিলেন,—সমবয়স্কা স্ত্রীলোককে বিবাহ করা ন্যায় সঙ্গত নহে। স্বর্ণলতাকে সহসা কোন কথা বলিলে, পাছে সে তৎক্ষণাৎ স্বীয় বাসনা চরিতার্থ করিতে চলিয়া যায়, এই আশঙ্কায় বিরাজমোহন কোন কথা বলিতে সাহসী হইলেন না। তিরস্কার কিম্বা ভর্ৎসনা করা বৃথা ঠিক করিয়া বিরাজমোহন গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—'তবে আজ হইতে তোমার সহিত স্ত্রীর সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেল।'

স্বর্ণলতা সে প্রকার স্বর বিরাজমোহনের মুখে আর কখনও শুনেন নাই, বলিলেন—না, আজও নহে। এরপর কি হইবে জানি না; ভবিষ্যতের কথা কে বলিতে পারে? আমি আজও তোমার স্ত্রী;—অন্যথা হইলে তোমার নিকট মনের কথা খুলিয়া বলিতাম না,—খুলিয়া বলিতে নির্ভয় চিত্তে এই দ্বিপ্রহর রজনীতে তোমার নিকট আসিতাম না। আমি ত বলিয়াছি, আমার মন হইলে, তোমার মামাও আমাকে বিবাহ করিতে পারেন। এপর্য্যন্ত তিনিই আমাকে অনেক প্রলোভন দেখাইয়া ভুলাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন কিন্তু

আমি তাহার কথায় ভুলি নাই, ভবিষ্যতে ভুলিব কিনা, তাহা জানি না। আমি তোমার স্ত্রী, যে পর্য্যন্ত তোমার স্ত্রী থাকিব, সে পর্য্যন্ত তোমার অনিষ্টের কথা বলিয়া কেহই আমার মন কাড়িয়া লইতে পারিবে না। যদি এমন লোক পাই,—যে তোমার হিত কামনা ভিন্ন আর কিছুই জানে না, তবে তাহাকে বিবাহ করিতে হয় করিব। তোমার স্ত্রীর দ্বারা কখনই তোমার অনিষ্টের সূত্রপাত হইবে না।

বিরাজমোহন বলিলেন,—মামা কি আমার অনিষ্টের কথা বলেন?

স্বর্ণলতা। তোমার স্ত্রী তোমাকে যথার্থ কথাই বলিবে,—তোমার মামা বলেন, তোমার বিপুল ঐশ্বর্য্য এক দিন তাহার হাতে যাইবে। আমি তাহার নিকটেই শুনিয়াছি, ঐশ্বর্য্যের অধিকারী তুমি হইতে পারিবে না। তাহার কথা বিশ্বাস করিতাম না, কিন্তু যে ভাবের কথা শুনিলাম এবং যে প্রণালীর একখানি উইল দেখিলাম, তাহাতে নিশ্চয় বুঝিয়াছি, তুমি বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে না। আমিও সেই জন্য তোমাকে ছাড়িব। তোমার সহবাসে সুখ পাই না; তোমার ঐশ্বর্য্যের আশা ছাড়িয়া তোমার সেবিকা হইয়া দুঃখে জীবন কাটাইব কেন? কিন্তু তোমার মামার প্রলোভনে ভুলিব না, কারণ তিনি তোমার অনিষ্টের চেষ্টায় আছেন, আমি তোমার স্ত্রী, আমি পারিত সেই অনিষ্ট নিবারণের চেষ্টা দেখিব, তোমার অনিষ্ট করিয়া স্ত্রীকুলে কালিমা লেপন করিব না। তোমার মামার নিকট হইতে সেই উইলখানি লইয়া আসিযাছি, এই দেখ।

বিরাজমোহন নিস্তব্ধভাবে জ্যোৎস্নার রশ্মিতে উইলখানি আদ্যান্ত পাঠ করিলে যেন অজ্ঞাত সর্প তাঁহাকে দংশন করিল, তিনি নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। স্বর্ণলতা হাত ধরিয়া বলিলেন—'স্বামি!' চল যাই, আজ শুই গিয়া।

দুই জনে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সেই বিষ প্রশমিত হইল।

রজনী প্রভাত হইলে, পূর্ণবাবু অতি প্রত্যুষে প্রাতঃক্রিয়া সমাপন করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বিরাজমোহনের নিদ্রাভঙ্গ হইলে, একেবারে পূর্ণবাবুর কক্ষে প্রবেশ করিয়া দরজা আবদ্ধ করিলেন।

বিরাজমোহন উপবিষ্ট হইলে পর, পূর্ণবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন ;—বিরাজ ! আজ বলবে ত ?

বিরাজমোহন।—বলিব, আপনার যে প্রশ্ন থাকে, জিজ্ঞাসা করুন।

পূর্ণচন্দ্র। তোমার কল্যকার কথার ভাবে বুঝেছি যে, তোমার আপন অবস্থা তুমি বুঝিতে পারিয়াছ, কত দিন হইতে বুঝিয়াছ ?

বিরাজ। অতি বাল্যকালেই একটু একটু বুঝিতাম, কিন্তু ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা কহিলে কেহই উত্তর করিত না। মায়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিতেন, 'সকল কথাই মিথ্যা।' এক সময়ে মাতার এপ্রবঞ্চনা বাক্যে শান্তনা পাইতাম, কিন্তু যখন শৈশব অতিবাহিত হইল, তখনই অনেকের মুখে অনেক কথা শুনিতাম, কিন্তু ভাল বুঝিতাম না। আমার মন অস্থির হইলে জনৈক বালকের নিকট আমার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কতক পরিমাণে অবগত হইয়াছিলাম, এক্ষণও সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতে পারি নাই, অনেক বিষয়ে অভাব রহিয়াছে।

পূর্ণচন্দ্র। বালকের নিকট কি শুনিয়াছ ?

বিরাজ। শুনিয়াছি—আমার যখন একবৎসর বয়স, তখন আমাকে ক্রয় করিয়া আনা হয়। আমার পিতা, মাতা কোথায় কি ভাবে আছেন, তাহা জানিবার জন্য মন বড়ই উৎসুক, কিন্তু আজও জানিতে পারি নাই। জনক, জননী দারিদ্র্য নিবন্ধন আমার প্রতি যে প্রকার নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছেন, তাঁহা ভাবিলে অন্তর দগ্ধ হইয়া যায়। মনে করিয়াছি, যদি কখনও স্বীয় গর্ভ-ধারিণীর দর্শন পাই, তবে তাঁহার পাদপ্রান্তে এই জীবন ত্যাগ করিব।

অর্থের দাস হইয়া, অর্থের জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়া মাতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত থাকিতে আর এক মুহূর্ত্তও অভিলাষ নাই। আপনাকে অধিক কি বলিব, আমার প্রকাশ্য স্থানে মুখ দেখাইতে ইচ্ছা করে না; তাই নির্জ্জনে মনোকষ্টে দিন কাটাই।

পূর্ণচন্দ্র। বিরাজ! তুমি এসকল বুঝিতে সক্ষম হইয়াছ, ইহাতে যে কি পর্য্যন্ত সুখী হইলাম, তাহা আর তোমাকে কি বলিব; কিন্তু তোমার এতাদৃশ বালসুলভ চিত্তচঞ্চলতার পরিচয়ে যারপর নাই ব্যথিত হইয়াছি। পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া রাখিও, জনক জননীকে বিস্মৃত হইও না, কিন্তু যে ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইতে বসিয়াছ; ইহাতে স্বীয় জীবনকে কৃতার্থ মনে করিয়া স্বীয় সত্ব রক্ষা করিতে যত্নশীল হও। কে ইচ্ছা করিয়া প্রাপ্ত অর্থ পরিত্যাগ করে? অর্থ থাকিলে তোমার জননীর কি না করিতে পারিবে? তোমার বর্ত্তমান মাতুল নিতান্ত সামান্য লোক নহেন, ইনি বিশেষ চেষ্টায় আছেন, যাহাতে এই বিপুল ঐশ্বর্য্য তাহার হাতে যায়। তোমার আবার মামার জন্য মমতা কি? প্রতিপালয়িত্রী জননীর প্রতি উপযুক্ত সম্মান রাখিও, কারণ ইতি মধ্যে তাঁহার মন চটিয়া গেলে, হয় ত তিনি সমস্ত বিষয় তোমার মামাকে দান করিয়া যাইবেন। তোমার মনের কথা যাহাতে অন্যে না বুঝিতে পারে, তৎপক্ষে চেষ্টা করিও। প্রতিপালয়িত্রীর প্রতি তোমার প্রগাঢ় ভক্তিই উন্নতির সোপান;—এমন ভাবে থাকিবে, যাহাতে তোমার মাতা তোমার মামাকে ভাল না বাসিয়া তোমাকেই অধিক ভালবাসেন, তাহা হইলে তোমার ভয় নাই। তারপর ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে পারিলে, যাহা ইচ্ছা করিও। তখন ইচ্ছা হইলে অনুসন্ধান করিয়া স্বীয় জননীকে তোমার নিকটে আনিয়া রাখিতে পারিবে। বিরাজ! তোমার স্বীয় অবস্থার বিষয় যখন ভাব, তখন কি তোমার জননীর প্রতি ঘৃণা হয়?

বিরাজমোহনের মুখ গম্ভীর হইল, বলিলেন, ঘৃণা হয় না, কিন্তু মনে ভাবি আমাকে লইয়া জননী ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলেও জননীর কার্য্য প্রতিপালিত হইত। তাহা না করিয়া অর্থের জন্য আমাকে বিক্রয় করিলেন, ইহাতে মনে বড় কষ্ট পাই।

পূর্ণবাবু বলিলেন, বিরাজ! তাহা হইলে এই ঐশ্বর্য্যের অধিকারী কে হইত? এই অর্থ দ্বারা তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিবে। আবার দেখ গর্ভধারিণীর কি দোষ? স্বীয় অঙ্গের একাংশকে ইচ্ছা করিয়া কে

অন্যকে অর্পণ করিতে পারে? জননীর কোন অপরাধ নাই, অবলা বালা সংসারের কি বুঝে? তুমি বলিবে, জননীর স্বীয় দোষেই হউক, কিম্বা অন্যের দোষেই হউক, এই কার্য্যের ফলভোগী জননী,—জননী ভিন্ন এ সংসারে সন্তানের মমতা কাহার? একথা বলিলে বলিতে পার। তাঁহার যদি অপরাধ হইয়া থাকে, সে অপরাধের দণ্ড বিধান করিতে তোমার কি অধিকার? ঈশ্বর আছেন, তিনিই ন্যায় অন্যায়ের বিচার করিবেন। তোমার মনে কষ্ট হয় কেন? জননীর দোষের দণ্ড বিধানের ক্ষমতা কি সন্তানের হাতে? মাতৃভক্তির নিকট এ সংসারের সকল অপরাধ, সকল দোষ মার্জ্জনীয়, তুমি কি এই ভক্তির ভাব মনে আঁকিয়া স্বীয় গর্ভধারিণীর দোষ ভুলিবে না?—বিরাজ, তোমার বর্ত্তমান মাতার প্রতি তোমার কতদূর ভক্তি আছে?

বিরাজ। যতদূর হওয়া উচিত। তিনি আমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি আমার যথেষ্ট ভক্তি আছে। স্বীয় জননীকে একবার দেখিতে পাইলে মনের বাসনা পূর্ণ করিতাম।

পূর্ণচন্দ্র। তোমার মনের বাসনা কি?

বিরাজ। এ জীবন পরিত্যাগ। আর বাঁচিতে সাধ নাই। আমি বাঁচিয়া আছি বলিয়া কত জন কত প্রকার চক্রান্ত করিতেছে। আমি এত লোকের মনে কষ্ট দিব কি জন্য? ছার অর্থের জন্য? বাবা যখন কাশীতে গমন করেন, তখন আপনি এখানে ছিলেন না, সেই সময়ে তিনি একখানি উইল করেন, সেই সময় শ্বশুর মহাশয়ের উপদেশ বাক্যে একবার উইলের প্রতিবাদ করিয়া মামার বিরাগভাজন হইয়াছি, এক্ষণ তিনি প্রাণপণ করিয়া আমার ঐশ্বর্য্য অপহরণের চেষ্টায় আছেন। বাবা উইলে লিখিয়াছেন, 'আমি যাহাকে যাহা দিলাম ইহার অন্যথা হইবে না, ইচ্ছা হইলে আমার অবর্ত্তমানে আমার স্ত্রী আবার উইল দ্বারা আমার বিত্ত অন্যকে দান করিতে পারিবে।' মামা বলেন, ভগ্নীপতি যাহা দিয়াছেন, তাহা ত দিয়াছেনই, আমার ভগ্নীর মৃত্যু সময়ে তিনিও আমাকে বঞ্চিত করিবেন না। তাঁহার ধন ত পোষ্য পুত্রে খাইবে, আমাকে তাহার অংশ দিলে দোষ কি? পোষ্যপুত্র অপেক্ষা ভ্রাতা কি পর?' আমি এতদিন এই পর্য্যন্ত জানিতাম, কল্য রাত্রে শুনিলাম, মামা একখানি উইল করিয়াছেন, বোধ হয় মাতার মৃত্যু সময়ে সেই উইলে স্বাক্ষর করাইয়া লইবেন, এই ইচ্ছা। সে উইল খানার মর্ম্ম এই, আমি তাহার হাতের ক্রীড়ার সামগ্রী হইয়া থাকিব, তিনি সর্ব্বকর্ত্তা, ইচ্ছা হইলে

দমন করিবার ছলনায় আমাকে ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবেন; আর আমার চরিত্রে যদি দোষ স্পর্শে তবে ত কথাই নাই। আমি এত জঞ্জাল সহ্য করিতে এ জীবন রাখিব কি জন্য?

পূর্ণচন্দ্র। এ সকল কথা তুমি কাহার নিকট শুনিয়াছ?

বিরাজমোহন সমস্ত ঘটনা বলিলেন। পূর্ণচন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—তোমার পিতা যখন উইল করেন, তখন তাহা খণ্ডন কর নাই কেন? এখন যে প্রকার গতি দাঁড়াইয়াছে, উপায় নিতান্ত অল্প, তোমার মাতার মন কাহার প্রতি অনুরক্ত?

বিরাজ। কি বলিব, পূর্ব্বে মাতা আমাকে গর্ভধারিণীর ন্যায় স্নেহ করিতেন, কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর হইতেই মামা মাতার নিকট আমার নিন্দা রটনা করিয়া তাহার মন চটাইয়া দিয়াছেন। মামা বলেছেন যে, "পোষ্যপুত্রের হাতের বিষয়ে কোন্ মাতা কবে সুখী হয়েছে? যে দিন এই বিষয় বিরাজমোহনের হাতে যাইবে, সেই দিন তুমি পথের ভিকারিণী হইবে। ভাই হইয়া ভগ্নির এই প্রকার কষ্ট কি প্রকারে সহ্য করিব? তজ্জন্যই তোমাকে বলি, কখনই এই বিষয় পুত্রের হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিও না; বিশেষতঃ বিরাজমোহনের স্বভাব ভাল হইলেও কথা ছিল না; তাহার যে প্রকার স্বভাব, ইহাতে ছয় মাসে এই বিত্ত নিলামে উঠিবে; তুমি কখনই এমন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না।" মা অনেক দিন ভাবিয়া শেষে বলিয়াছিলেন, 'তোমার কথাই যদি সত্য হয়, তবে কি করিলে ভাল হইবে, তাহার একটা উপায় কর।' তার পর ত কল্য রাত্রে এই উইলখানি পাইয়াছি। এক্ষণে কি করিব, বলুন। উপায় বিধান করিতে আর অভিলাষ নাই, কারণ যে ধনে আমার অধিকার নাই, আমি সেই পরধনে লোভ করিব কেন? আমি দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এই পরধনে মুগ্ধ হইয়া বিবাদ বিসম্বাদ করিতে আমার সাধ নাই, বাসনা করিয়াছি, একবার জননীর দর্শন পাইলেই এ জীবন পরিত্যাগ করিব।

পূর্ণচন্দ্র। সত্য বটে তোমার জন্মের পূর্ব্বে এই বিত্তের সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ ছিল না; কিন্তু যখন পাইয়াছ, তখন ইহা পরিত্যাগ করিলে পুরুষত্ব কি? দেখ তুমি যদি এই ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হও, তবে তোমার যে প্রকার সৎ ইচ্ছা, তুমি সংসারের অনেক উপকার করিয়া যাইতে পারিবে। আর যদি তাহা না কর, তবে এই ধনে অন্যে স্বেচ্ছাচারী হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে স্বীয় বাসনা চরিতার্থ করিবে। ধর্ম্মের কথা কোন্ সময়ে? যাঁহারা বৈরাগ্যব্রত

অবলম্বন করিয়া এই সংসারের সুখ-সমৃদ্ধির আশা পরিত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে এতাদৃশ ত্যাগ স্বীকার সামান্য কথা। তুমি কি বৈরাগী? যদি তাই হও, তবে জীবন পরিত্যাগ করিবার বাসনা কেন? আত্মহত্যা মহাপাপ তাহা কি তুমি জাননা? যদি না জান, তবে তোমার বৈরাগ্যধর্ম্ম গ্রহণের কি অধিকার? বাস্তবিক, তুমি বালক, সংসারের কুটিলভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে সম্পূর্ণ রূপে অক্ষম, তাই অল্পেতেই ভাবিতেছ, এ জীবন রাখিয়া ফল কি? একটু ভাবিয়া দেখ ত, তোমার জননীর প্রতি তুমি কতদূর নিষ্ঠুরের ন্যায় কার্য্য করিতে অগ্রসর হইতেছ। স্বীকার করি তোমার জননীর অনেক দোষ, কিন্তু সেই দোষের বিনিময় কি তোমার জীবন নাশ? যে মুহূর্ত্তে তুমি প্রাণত্যাগ করিবে, সেই মুহূর্ত্তে তোমার জন্ম দুঃখিনী জননী জীবন ছাড়িবেন, এক জনের জন্য দুই জীবন নাশ, কি বালকত্ব! বিরাজ! একটু ধৈর্য্য ধর। যদিও তোমার মামার চক্রান্তের আর কোন উপায় দেখিতেছি না, কিন্তু সহসা নৈরাশ হওয়া কি জ্ঞানী লোকের কর্ত্তব্য কার্য্য? মনে কর উপায় নাই বা হইল, এই ঐশ্বর্য্য তুমি নাই বা পাইলে, তথাপি কি জীবন পরিত্যাগ করা উচিত? আমার কথা শুন ত বলি, এই সকল বাসনা পরিত্যাগ কর। তোমার মন যে প্রকার উন্নত, এবং এত অল্প বয়সে তুমি যে প্রকারে প্রতিভার অধিকারী হইয়াছ, এই অল্প বয়সে ঈশ্বর তোমাকে যে প্রকার বুদ্ধি দিয়াছেন, ইহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলে, নিশ্চয় বলিতে পারি, তোমার জীবন দুঃখের হইবে না। কিন্তু তাই বলিয়া ভবিষ্যতের গর্ভস্থিত ঘটনা অঙ্কিত করিয়া দেখাইতে পারি, এমন ক্ষমতা আমার নাই। মনুষ্যের মন দুর্ব্বল,—নীচগামী, তোমার মামা যে প্রকার চক্রান্ত করিয়া তোমার ঐশ্বর্য্য কাড়িয়া লইবার জন্য চেষ্টা পাইতেছেন, তাহার কখনও মঙ্গল হইবে না। তুমি একটু সাবধানে থাকিও, দেখ ভবিষ্যতে কি হয়। তোমার স্বর্ণলতাকে সামান্যভার্য্যা মনে করিও না।

বিরাজমোহন আর কোন কথা বলিলেন না; তাঁহার মনোমধ্যে যে অকৃত্রিম ভক্তির উদয় হইতেছিল, তাহাই দণ্ডে দণ্ডে প্রকাশ পাইতে লাগিল ক্ষণকাল পরে মস্তক অবনত করিয়া পূর্ণবাবুর চরণে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন,—'আপনার কথা এ দীনের শিরোধার্য্য, ভবিষ্যতে আপনার আদেশানুসারেই কার্য্য করিব।

পূর্ণবাবু নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অনাথা বালিকা।

সুরম্যগ্রাম বাঙ্গালার মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। গ্রামের দুই দিকে দুইটী প্রবাহিত নদী, তৃতীয় এবং চতুর্থদিকে শ্রমজীবীর কর্ষিত ময়দান। গ্রামের মধ্যে আম, নারিকেল, কাঁঠাল, সুপারি, পেপিয়া, শ্রীফল প্রভৃতি অনেক সুমিষ্ট উৎকৃষ্ট ফলের বৃক্ষ শোভা পাইতেছিল। এতদ্ভিন্ন সুগন্ধযুক্ত পুষ্পবৃক্ষ এবং অন্যান্য বনজাত বৃক্ষ সুরম্য গ্রামের শোভা বৃদ্ধি করিতেছিল,—সুরম্যগ্রামের ন্যায় শ্রেণীগাঁথা বৃক্ষসারি আর বাঙ্গালার কোন স্থানে আমরা দেখি নাই। সুরম্যগ্রামের বিখ্যাত জমিদারদিগের বাড়ীতে প্রবেশ করিলে দেখিবে বহির্দ্বারে একটী উৎকৃষ্ট পুষ্করিণী, তাহার চতুষ্পার্শ্বে অপূর্ব্ব নারিকেল এবং সুপারি গাছের সারি; পুকুরের ঘাট হইতে একটী প্রশস্ত রাস্তা বাড়ীর দিকে চলিয়া গিয়াছে, রাস্তার দুই পার্শ্বে বৃক্ষসারি, বৃক্ষসারির অপরদিকে পুষ্পোদ্যান;—দেখিলে নয়ন জুড়ায়, সুগন্ধে নাসারন্ধ্র আনন্দে আপ্লুত হয়। সেই রাস্তা যেখানে শেষ হইয়াছে, সেইখানে আর একটী রাস্তা মিশিয়া পূর্ব্বোক্ত রাস্তাটীকে লম্বভাবে রাখিয়াছে। সেই রাস্তা অতিক্রম করিলেই মধ্যখানে একখানি সুন্দর আটচালা, চতুর্দ্দিকে চৌচালা গৃহ তাহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। উত্তরদিগের চৌচালা ঘর খানি একটু বিশেষ পরিচয়ের উপযুক্ত; এই গৃহ চণ্ডীমণ্ডপ নামে খ্যাত, তাহার চতুষ্পার্শ্বেই বকুল ফুলের বৃক্ষ,—গ্রাম্য লোকের মতে, ভূতের আশ্রয় স্থান। এই সকল ছাড়িয়া এক পা অগ্রসর হইলে দ্বিতল অট্টালিকা নয়ন মনকে ক্ষণকালের জন্য আকৃষ্ট করিবে। সিংহ দরজার উপরে দুইটী সিংহ ভয়ানক আকৃতিতে বাড়ীর সিংহ সদৃশ বিক্রমের পরিচয় দিতেছে। সিংহ দরজা হইতে প্রাচীর অন্তঃপুরের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া আবার দরজায় পর্য্যবসিত হইয়াছে; প্রাচীরের অপর

পার্শ্বে নিম বৃক্ষ এবং চাপা ফুলের সারি; তাহার অপর পার্শ্বে সুপারি বৃক্ষ সারি। ঝাউ বৃক্ষ অথবা দেবদারু বৃক্ষের চিহ্ন এ গ্রামের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় না সুরম্য গ্রামের মধ্যে এপ্রকার প্রকাণ্ড পুরী আর নাই; কেবল প্রকাণ্ড বলিয়া নহে, ধন ঐশ্বর্য্যে এই বাড়ী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সুরম্যগ্রামের মধ্যে আরো অনেক ভদ্র লোকের বাড়ী আছে, কিন্তু সে সকল এতাদৃশ গৌরবে স্পর্দ্ধান্বিত নহে। কৃষকের গৃহ সমুদয় পরিপাটী,—খড়ের ছাউনি, উঠানগুলি পরিষ্কার, উঠানের একদিকে ধান্যের রাশি, অন্যদিকে বৃক্ষ, আর একদিকে গোয়াল, ব্রাহ্মণের বাড়ী সকলের মধ্যে অন্যান্য বাড়ীর প্রভেদ এই,—ব্রাহ্মণের প্রত্যেক বাড়ীর সম্মুখেই একটী তুলসি গাছ, আর তাহার নিকটে দেব মন্দির। সুরম্য গ্রামের জমিদারদিগের বাড়ী ভিন্ন, বিশেষ পরিচয়ের উপযুক্ত আর কিছুই নাই, তবে কিঞ্চিৎদূরে একটী ভগ্ন অট্টালিকাময় পুরী আজও সংসারের চঞ্চলতার পরিচয়স্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেই পুরীরদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে বোধ হয়, সেই বাড়ীই এক সময়ে সুরম্যগ্রামের মধ্যে গৌরবান্বিত ছিল, কিন্তু সময়ের কুটিল পথে সে ঐশ্বর্য্য, সে গৌরব, সে সকল একেবারে লয় পাইয়াছে, কেবল মাত্র চিহ্ন আছে, এই ভগ্ন অট্টালিকা, আর একটী যুবক। যুবকের পৃথিবীর মধ্যে আপন বলিবার কেবল মাত্র এই বাড়ী ও কয়েক ঘর প্রজা। এই যুবকের নাম পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। পূর্ণচন্দ্র যখন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক ছিলেন, তখনই সংসার চক্রান্তে ইঁহার সমুদয় ঐশ্বর্য্যের সহিত পিতা মাতা বিস্মৃতির অতল জলে নিমগ্ন হয়েন। সেই সকল ঘটনার সহিত সুরম্যগ্রামের নব-উত্থিত জমিদার কৃষ্ণকান্ত সরকারের বিশেষ সম্বন্ধ। আমরা পূর্ব্বে যে অট্টালিকাময় পুরীর উল্লেখ করিয়াছি, সেই বাড়ীই কৃষ্ণকান্ত সরকারের, কৃষ্ণকান্ত সরকারের জন্মস্থান অবনীপুর; কৃষ্ণকান্ত বাল্যকালে পিতার দুরবস্থা স্মরণে কাতর হইয়া দেশ ছাড়িয়া সুরম্যগ্রামে আসিয়া বাস করেন; তাঁহারই কুটিল বুদ্ধির প্রভাবে পূর্ণচন্দ্রের বিপুল ঐশ্বর্য্য লইয়া এক্ষণে কৃষ্ণকান্তের মধ্যম ভ্রাতার পোষ্যপুত্র ও শ্যালকের মধ্যে বিবাদ চলিতেছে, এবং কৃষ্ণকান্তের ছোট ভ্রাতার নিঃসন্তান দ্বিতীয় ভার্য্যা এবং প্রথম পক্ষীয়া কন্যাদ্বয়ের সহিত মনো-বিবাদ চলিতেছে। কৃষ্ণকান্ত অনেক দিন হইল একাকী নিঃসন্তান, ভার্য্যা শূন্য হইয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন; কৃষ্ণকান্তের মধ্যম ভ্রাতার পোষ্যপুত্র বিরাজমোহন; এবং শ্যালক গোবিন্দচন্দ্র বসু। ছোট ভ্রাতার দুই বিবাহ পূর্ব্ববিবাহের দুইটী কন্যা, তাহার মধ্যে একটি বিধবা; একটি সধবা; দ্বিতীয়

বিবাহে আর চারিটি কন্যা। কৃষ্ণকান্তের বিষয় পাইবার সময় যে সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিতে হইয়াছিল, সে সকল পরে বিবৃত হইবে।

পূর্ব্বে যে চণ্ডীমণ্ডপের কথা উল্লিখিত হইল, সেই মণ্ডপ সন্নিহিত একটি বকুল বৃক্ষের তলায় বসিয়া অল্প বেলা থাকিতে একটি পঞ্চদশ বর্ষীয়া বালিকা বকুল ফুলের মালা গাঁথিতেছিলেন; বৃক্ষোপরি একটি নির্দ্দয় কোকিল পঞ্চমে ডাকিয়া ডাকিয়া বালিকাটির শরীর রোমাঞ্চিত করিতেছিল। দূরে একটি হংস আর একটি হংসকে তাড়না করিয়া প্যাঁক্, প্যাঁক্, প্যাঁক করিতে করিতে পুকুরের দিকে ধাবিত হইতেছিল, তাহার পশ্চাতে একটি ভুজঙ্গ ফণা বিস্তার করিয়া, নিজরবে গর্জ্জিয়া, হংসদ্বয়ের নিকটবর্ত্তী হইবার জন্য ব্যাকুল মনে বিদ্যুতের ন্যায় ছুটিয়া গেল। বালিকাটী ইহা দেখিয়া ভীতমনে গ্রন্থিত মালা সকল একত্রিত করিবেন, এমন সময় পশ্চাৎ দিক হইতে পূর্ণচন্দ্র তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, কি—বিনোদ!

বিনোদিনীর একটু সাহস হইল, বলিলেন, আপনি? এই কতক্ষণ হইল একটী সর্প আমাকে দংশন করিবার জন্য আসিয়াছিল; আপনি আসিয়াছেন,—তাই আমার একটু সাহস হইল।

পূর্ণচন্দ্র বলিলেন—বিনোদ! ভয় পাইয়াছ? ভয় কি? আমি এই কতক্ষণ তোমাদের বাড়ীতে গিয়াছিলাম, কিন্তু তোমার দাদাকে কিম্বা তোমাকে না দেখিয়া ফিরিয়া যাইতেছিলাম; সৌভাগ্যক্রমে তোমার সহিত দেখা হইল; তোমার দাদা কোথায় গিয়াছেন, বলিতে পার?

বিনোদিনী। দাদা কোথা গিয়াছেন, জানি না কিন্তু এই কতক্ষণ মামার বাড়ী হইতে দুইজন পেয়াদা দাদাকে ধরিতে আসিয়াছিল; আমরা ভয় পাইয়া বাড়ীর ভিতরে ছিলাম; কতক্ষণ থাকিয়া তাহারা চলিয়া গিয়াছে।

পূর্ণচন্দ্র। বিনোদ! তোমার দিদি কেমন আছেন? আজ কাল তোমার বিমাতা তোমাদিগের প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করেন?

বিনোদিনী। বিমাতার কথা জিজ্ঞাসা করেন কি জন্য? দাদা না থাকিলে আমরা দুইটী ভগ্নি এতদিন অকূল সাগরে ভাসিতাম। বাবা বাড়ী আসিলে মা সময় পাইয়া আমাদিগের বিরুদ্ধে আরো কত কি বলিতে থাকেন; বাবাও মায়ের কথা বিশ্বাস করিয়া অযথা আমাদিগকে তিরস্কার করেন। আপনাকে অধিক কি বলিব, বাবা মায়ের মনতুষ্টার্থ সময়ে আমাদিগকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিতে বলেন, কিন্তু দাদার জন্য

এপর্য্যন্ত তঁাহা পাবেন নাই; দাদা বলেন আমি উহাদিগকে ভরণ পোষণ করিব'। বাবা তবুও কত কি বকিতে থাকেন, আমরা নীরবে দুইটী ভগি গলা ধরাধরি করিয়া কাঁদি, আর ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, আমাদের ন্যায় অনাথা বালিকা যেন বিমাতার অধীনে এক দিনের তরেও না থাকে। আমি তবুও পুস্তক পড়িবার সময়ে এক প্রকার নিশ্চিন্ত থাকি,—কিন্তু দিদির বড়ই কষ্ট, আপনাকে অধিক কি বলিব,—সময় সময় দিদি বলেন, 'তুই না থাকিলে আমি গলায় ছুরি দিয়া মরিতাম, কিন্তু তোর উপায় কি হইবে, এই ভাবিয়াই এত কষ্ট সহ্য করিতেছি। দিদির এই কথা শুনিলে আমার মন পুড়িয়া ছারখার হয়, ভাবি, আমি না থাকিলে দিদির এত কষ্ট সহ্য করিতে হইত না। এক দিন আমি আর দিদি ভাত খেতে বসেছি, এমন সময়ে বিমাতা আসিয়া বলিলেন, 'তোরা দুটী মেয়ে খেয়ে খেয়ে এই পুরী ছারখার করলি, এত খেয়েও তোদের সাধ মিট্‌ল না; ক্ষান্ত হ—আর পোড়া ছাই খাস্‌নে।' দিদির চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল, আমি বলিলাম,—মা! আমরা খাব না, তবে কোথায় যাইয়া অনাহারে মরিব? এই কথা শুনিয়া বিমাতা ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া বলিলেন,—মেয়ের রকম দেখ, অহঙ্কারে আর বাঁচে না; যত বড় মুখ না তত বড় কথা, আজ ঘরে আস্‌লে তোদের এ বাড়ী হ'তে দূর করে দিব।' আমি মায়ের পা ধরিয়া কাঁদিয়া বলিলাম, মা! আমার অপরাধ হইয়াছে, ক্ষমা কর। বিমাতা পুনরায় বলিলেন 'বিধবা মেয়ে তাতেই এই এর স্বামী থাক্‌লে না জানি কি হত! এই কথা শুনিয়া দিদি বলিলেন, মা! তুমি ওকথা ব'লনা; তুমি আমাকে যত পার গালাগালি করিও, ইচ্ছা হয় বিনোদিনীকেও আর যাহা হয় বলিয়া গালি দিও, কিন্তু ওকথা বলিয়া যখন তুমি বিনোদের মর্ম্মে আঘাৎ কর, তখন এসংসার অন্ধকারময় দেখি, ইচ্ছা হয় সেই মুহূর্ত্তে আত্মহত্যা করি। বিমাতা একথা শুনিয়া আবার বলিলেন,—তোর নিকট কি উপদেশ লব? তুই মরবি মর্ না কেন? তোকে মর্‌তে নিষেধ করে কে? আমি আর একথা সহিতে পারিলাম না। মুখে আর ভাত তুলিয়া দিতে সক্ষম্ হইলাম না; দিদি আমার হাত ধরিয়া লইয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন; তারপর দাদা আসিলে তাঁহার নিকট সকল কথা বলিলাম, তিনি কত আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আমাদের এ পৃথিবীর মধ্যে দাদা ভিন্ন আর আপনার কেহই নাই; সেই দাদাকে ধরিয়া লইতে আসিয়াছে, এই কথা যখন শুনিলাম, তখন এই পৃথিবী অরণ্যের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। আমা-

দের বাবা আছেন সত্য, কিন্তু তিনি আমাদিগকে আপনার ভাবেন না, বিমাতার পরামর্শে আমরা তাঁহার চক্ষের শূল হয়েছি।

পূর্ণ বাবু নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন, অপ্রচ্ছন্নভাবে ক্রমে ক্রমে তাঁহার শরীরের তেজ কমিয়া অঙ্গ বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইল, দেখিতে দেখিতে যেন কঠিন পাষাণ আর্দ্র হইয়া জল নির্গত হইল; বিনোদিনী সচকিতা হইয়া দেখিলেন, পূর্ণবাবুর নয়নপ্রান্ত হইতে জল নির্গত হইয়া ভূমিস্পর্শ করিতেছে। বালিকার মন, চঞ্চল, কোমল, হঠাৎ বলিলেন "তবে নাকি আপনার দুঃখ হয় না, তবে নাকি আপনার চক্ষের জল পড়ে না?"

পূর্ণবাবু বলিলেন নির্ব্বোধ বিনো! তুমি চক্ষের জলের মর্ম্ম কি বুঝিবে? এই জল যদি তরল না হইত, তবে এই সহৃদয়তার জল দ্বারা মালা গাঁথিয়া তোমাদের কষ্ট দূর করত আজ তোমার গলে পরাইতাম, তোমার বকুল ফুলের মালা তাহার নিকট তুচ্ছ হইত।

বিনোদিনী। আমরা আর কতকাল এই প্রকার কষ্ট সহ্য করিব?

পূর্ণবাবু মনে মনে ভাবিলেন, তুমি যদি তোমার স্বীয় অবস্থা বুঝিতে সক্ষম হইতে, তাহা হইলে আমি সমাজের ভয় করিতাম না, এই মুহূর্ত্তে সমাজ শৃঙ্খল ছেদ করিয়া তোমার কষ্টের শেষ করিতাম। প্রকাশ্যে বলিলেন, বিনো! তোমার মনের কথা কি ভেঙ্গে বলত?

বিনোদিনী। মনের কথা কি আপনার নিকট কখনও গোপন করিয়াছি? আপনাকে দেখিলে নয়ন তৃপ্ত হয়, মন শান্তি লাভ করে, ইচ্ছা করে আপনার মনের মধ্যে প্রবেশ করি, একথা ত আপনাকে কতদিন বলিয়াছি।

পূর্ণচন্দ্র। বিনো! পৃথিবীর মধ্যে তুমি কাহাকে অধিক ভালবাস?

বিনোদিনী। কাহাকে ভালবাসি? মনে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা থাকিলে আমার মনে প্রবেশ করিয়া দেখুন, আমি তিন জন ভিন্ন আর কাহাকেও ভালবাসি না; তিন জন ভিন্ন আর কাহারও জন্য আমার মন ব্যাকুল হয় না। সেই তিন জন কে শুনিবেন? দাদা—দিদি—, আর আপনি। আপনাকে ভাল বাসি কেন? তাহা জানি না। দুই একবার মনে মনে ভাবি লোকে কি বলিবে? কিন্তু পর মুহূর্ত্তে ভাবান্তর উপস্থিত হয়, ভাবি লোকের ভয় করিয়া মনের গতি কি প্রকারে থামাইব? লোকে জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তর করিতে পারি না—আমি আপনাকে কেন ভালবাসি।

আপনাকে দেখিলেই মনে এক অপূর্ব্ব আনন্দ উপস্থিত হয়, আমি সেই সময়ে সকল ভুলিয়া যাই, আর সুখে মন গলিয়া যায়। এই যে পিতা মাতার কঠোর ব্যবহার, ইহাও একমাত্র আপনাকে আর দাদাকে দেখিলে ভুলিয়া যাই।

পূর্ণচন্দ্র বলিলেন, বিনো, বলত তুমি বা এই প্রকার শাদা কাপড় পরিয়া বেড়াও কেন, আর সকলেই বা পেড়ে কাপড় পরে কেন? তোমার কপালেই বা সিন্দুর ফোঁটা নাই কেন, আর সকলের বা আছে কেন? এ সকল বুঝিতে পার?

বিনোদিনী। সকলই বুঝি—আর জিজ্ঞাসা করিবেন না। বুঝি—এসকল আমার অদৃষ্টের লিখন। কিন্তু বুঝিয়াও ভুলি না,—আবার পূর্ব্বের অবস্থা স্মরণ করি; কিছুই মনে পড়েনা,—মনের মধ্যে একমাত্র আপনাকে দেখিতে পাই; দেখিয়া দেখিয়া নয়ন মন ভুলিয়া যায়, ভাবি আবার সিন্দুর লইয়া কপালে ফোঁটা দিয়া দেখি, তাতে বা কেমন দেখায়? কিন্তু সাহস হয় না, লোকে কি বলিবে? লোকে গালাগালী করিবে, ইহা ভাবিয়া ইচ্ছাকে নিবৃত্ত রাখি।

পূর্ণচন্দ্র। বিনো! তুমি বকুলের মালা গাঁথিয়াছ কাহার জন্য?

বিনোদিনী। কাহার জন্য? পূর্ব্বে ভাবি নাই। ভাবি নাই, তবু গাঁথিয়াছি। এইমাত্র ভাবিলাম এই মালা আপনার গলায় পরাইতে পারিলে সুখী হই।

এই বলিয়া এক ছাড়া মালা লইয়া বালিকা বিনোদিনী অন্যমনস্ক হইয়া পূর্ণবাবুর গলদেশে পরাইবেন, এমন সময়ে একটী শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিল। সে শব্দ শ্রবণে সেই সাধের মালা সহসা বিনোদিনীর হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল; পূর্ণবাবু ব্যস্ত হইয়া শব্দ লক্ষ্য করিয়া ফিরিলেন। দেখিতে দেখিতে বিরাজমোহন চিৎকার করিয়া, দ্রুতবেগে তথায় আসিয়া, হঠাৎ ভূতলে পড়িয়া অচেতন হইলেন। পূর্ণবাবু—কি হইল? কি হইল? বলিয়া বিরাজমোহনকে ধরিলেন।

বালিকা বিনোদিনী অন্তঃপুরে কাঁদিতে কাঁদিতে পলায়ন করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

উজ্জ্বলাময়ীর অপ্রামাণিক উইল।

এ প্রদেশে যাঁহারা কুটিল বুদ্ধির নিগূঢ়তম মন্দাংশ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, সহসা অন্যের যুক্তিতে ভুলিয়া সংসারে বিষ উদ্গীরণ করিতে একটুও কুণ্ঠিত হন না, তাঁহারা পৃথিবীর সুখ দুঃখের নিদানভূমি স্ত্রীজাতি। ইহাঁ-দিগের অসার মনের গতি কখন যে কাহার প্রতি প্রসন্ন হয়, তাহা মানবের বুদ্ধির অতীত। সমস্ত জীবন মন সমর্পণ করিয়া বিশবৎসর পর্য্যন্ত, যে ললনার মন পাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছ,—হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া যাঁহার মনতুষ্টার্থ রক্ত দিয়াছ, সেই অবিশ্বাসিনীও হঠাৎ অন্যের পরামর্শে ভুলিয়া সময়ে তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র শাণিত করিতে পারেন। বিশ্বাস না করিলে সংসার চলিতে পারে কি না, আমরা সে কথার মীমাংসা করিব না. যে স্থানে বিশ্বাস করিলে ভবিষ্যতে বিপদজালে জড়িত হইতে হইবে পূর্ব্বেই বুঝিতে পারি, সেস্থলে আমরা প্রাণান্তেও বিশ্বাস করি না, বিশ্বাস করিতে পারি না। স্ত্রৈণ পুরুষ! তুমি বলিবে, স্ত্রীকে বিশ্বাস না করিলে সংসার চলিতে পারে না। আমরা একথা অংশত স্বীকার করি। স্ত্রী পুরুষের মন যদি সম্পূর্ণ বিকশিত হইয়া থাকে, তবে দুই মন বিশ্বাস সূত্রে আবদ্ধ হউক, সংসারের অপকার হইবে না; কিন্তু যে স্থানে পুরুষের মন পূর্ণ বিকশিত, স্ত্রীর মন নিতান্ত সঙ্কুচিত, সে স্থানে এ দুই মনের বিশ্বস্ত সূত্রের মিলন নিশ্চয় অমঙ্গলকর। তুমি পূর্ণ বিকশিত পুরুষ,—তোমার বুদ্ধি এবং প্রতিভার বলে তুমি সমস্ত বিশ্ব রচনার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে সুখ তরঙ্গ গণিতেছ; গ্রহ, উপগ্রহ, রাজ্য, অরাজ্য, সাগর, পর্ব্বত, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, জ্যোতিষ, দর্শন প্রভৃতি শিক্ষা করিতে করিতে এই সংসারের উচ্চস্থানে অধিরোহণ করিয়াছ; তোমার সহধর্ম্মিনী সঙ্কুচিত মনে আহার করিতেছেন, আর আহারের সময় প্রতীক্ষা করিয়াই সুখী হইতেছেন; এমন সঙ্কুচিত মনে তোমার প্রশস্ত মন বিশ্বস্ত সূত্রে মিলাইয়া দেও, নিশ্চয় তোমার দূরের বিপদুরাশি সন্নি-

কটে আসিবে। স্ত্রীলোকের সরল মনে যতটুক বুঝিতে পারে, ততটুক বিশ্বাস করিও, নচেৎ স্ত্রীজাতিসুলভ চঞ্চল মন নিশ্চয় তোমাকে একদিন প্রতারণা করিবে। আমরা এসকল কথা বলি কেন? কৃষ্ণকান্তের মধ্যম ভ্রাতার স্ত্রী উজ্জ্বলাময়ীর স্বভাব অনবরত আমাদিগের মনে জাগিতেছে। জন্মদুঃখী বিরাজমোহন এপর্য্যন্ত উজ্জ্বলাময়ীর দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছেন। একমাত্র উজ্জ্বলাময়ীর স্নেহেই আজ স্বীয় অবস্থা বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন। বিরাজমোহন এপর্য্যন্ত একদিন, এক মুহূর্ত্তের জন্যেও উজ্জ্বলাময়ীকে আপনার গর্ভধারিণী জননীর ন্যায় ভক্তি করিতে বিরত হয়েন নাই; স্বীয় জীবনকে দুঃখ স্রোতে ভাসাইয়া মাতার সুখ সাধন করিবার জন্য বিরাজ সর্ব্বদাই ব্যাকুল; কর্দ্দমময় সংসারের দুর্গম পথে স্বীয় অঙ্গ পাতিয়া মাতৃপদ নিরাপদে রাখিবার জন্য উৎসুক; আমাদের মনে পড়ে সেই পুত্রবৎসলা, স্নেহের আধার,—বিশ্বাসের বিলাসক্ষেত্র, বিরাজমোহনের মাতা উজ্জ্বলাময়ীর নিষ্ঠুর মন। যে মন ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত একমাত্র বিরাজমোহনের কল্যাণের দিকে ধাবিত ছিল, আজ মনে পড়ে সেই মনের বক্রগতি।

গোবিন্দচন্দ্র বসু উজ্জ্বলাময়ীর সহোদর। কৃষ্ণকান্ত সরকার বর্ত্তমান থাকিতে গোবিন্দচন্দ্রের স্বভাব দোষের বিড়ম্বনায় সকল দিন উদরে অন্ন পড়িত না, সুরম্যগ্রামে গোবিন্দচন্দ্রকে ঘৃণা না করিত এমন লোক ছিলনা। বাস্তবিক কৃষ্ণকান্ত সরকারের জীবিত কালে যে গোবিন্দচন্দ্র লম্পট দোষে দূষিত বলিয়া সর্ব্বজনিন ঘৃণার পাত্র ছিল, যাহাকে দেখিলে সকলেই 'দূর হ দূর হ' বলিয়া তিরস্কার করিত, আজ ভগ্নির সহিত সম আসনে উপবিষ্ট হইয়া সেই গোবিন্দচন্দ্রই যে ভগ্নির মন প্রাণ কাড়িয়া স্বীয় বুদ্ধির কুটিলতার সাক্ষ্যস্বরূপ পরিচিত হইতেছেন, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ হয়। গোবিন্দচন্দ্র চিরকালই উত্তেজিত রিপুর বক্রগতির জন্য ঘৃণিত; পূর্ব্বে এই ঘৃণিত লম্পট স্বভাবের জন্য কৃষ্ণকান্তের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া ভগ্নির সহিত সাক্ষাৎ করিতেও অনুমতি পাইতেন না; কিন্তু কালের কি বিচিত্র গতি! সৌভাগ্যলক্ষ্মী কিয়দ্দিবস পর প্রসন্নবদনে গোবিন্দচন্দ্রের দিকে চাহিল কৃষ্ণকান্ত সরকার অকালে নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকবাসী হইলেন অল্পকালের মধ্যে গোবিন্দচন্দ্র আপন ভগ্নিপতির প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন, অল্প সময়ের মধ্যে কৃষ্ণকান্তের মধ্যম ভ্রাতার শ্যালক বুদ্ধিমান বলিয়া পূজা পাইতে লাগিলেন। পূর্ব্বে যে গোবিন্দচন্দ্র চাকর হইতে গোমস্তা পর্য্যন্ত

সকলেরই পায়ে তৈল মর্দ্দন করিয়া সকলের কৃপা ভিক্ষা করিত, অদ্য সেই গোবিন্দচন্দ্র গম্ভীর প্রকৃতি, কাহার সহিত ভ্রমেও কথা কহেন না। সৌভাগ্য লক্ষ্মী প্রসন্ন. গোবিন্দচন্দ্রের মলিন মুখ প্রসন্ন, নির্ব্বোধ ভগ্নিপতি গোবিন্দ-চন্দ্রের বুদ্ধি লইয়া বৈষয়িক কার্য্যে লিপ্ত হইলেন। এদিকে পোষ্যপুত্র বিরাজমোহন অল্পে অল্পে বাড়িয়া উঠিতে লাগিলেন। গোবিন্দচন্দ্র ভাবিলেন ভগ্নিপতির মৃত্যুর পর বিরাজমোহনের হাতে বিষয় যাইবে। বিরাজমোহন যাহাতে বিদ্যাশিক্ষা করিতে না পারে, এই চেষ্টাই তাহার মনে বলবতী হইল; কিন্তু তিনি জীবনের এ চেষ্টায় কৃতকার্য্য হইলেন না. বিরাজমোহন অল্প সময়ের মধ্যে এক প্রকার কৃতবিদ্য হইয়া উঠিলেন। গোবিন্দচন্দ্র ওদিকে নৈরাশ হইয়া কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত ভগ্নির মন ভাঙ্গিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। গোবিন্দচন্দ্রের ভগ্নিপতি যে দিন কাশীবাসী হইবার জন্য বিষয় সম্পত্তি উইল পত্র দ্বারা দান করত, গোবিন্দচন্দ্রকে বিষয়ের চিরস্থায়ী ম্যানেজারের পদে ৫০ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে গোবিন্দচন্দ্র মনে মনে ভাবিতেন, একদিন আমিই বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইব। অনেকদিনের সাধনার সুফল ফলিয়াছে, বিরাজমোহনের মাতার মন এক্ষণে তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভ্রাতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। উজ্জ্বলাময়ীর অটল মন কি প্রকারে বিচলিত হইল, তাহাই আমরা এ অধ্যায়ে দেখাইব।

আমরা পূর্ব্বে যে সকল অধ্যায় লিখিয়াছি, তাহাতেই একপ্রকার ব্যক্ত হইয়াছে, পূর্ণবাবু বিরাজমোহনের একজন বন্ধু। বিরাজমোহন যে বিষয়ের উত্তরাধিকারী, সে বিষয় পূর্ণবাবুর পৈতৃক বিষয়; বিরাজমোহনের সহিত পূর্ণবাবুর আত্মীয়তা নিঃস্বার্থের নহে, ইহা বিষয়ী মাত্রেরই অনুমেয়; বাস্তবিক এই আত্মীয়তার কথা গোবিন্দচন্দ্র যখন বক্রভাবে তাঁহার ভগ্নির নিকট ব্যক্ত করিলেন, তখনই তাঁহার মন কতক পরিমাণে বিরক্তিভাব-ব্যঞ্জক হইয়া উঠিল; তিনি সাধ্যমত বিরাজমোহনের মন ফিরাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বিরাজ-মোহনের মন সে প্রকার কুটিলপথগামী নহে। যাহাকে একবার আত্মীয় বলিয়া জানা হইয়াছে, তাহাকে আবার কি প্রকার মন হইতে দূর করিয়া আলাপ পর্য্যন্ত বন্ধ করা যায়; তাহা বিরাজমোহনের বুদ্ধির অতীত; বিরাজ-মোহন সমস্ত বিষয় হইতে বঞ্চিত হইতেও স্বীকৃত হইতে পারেন, কিন্তু পূর্ণ-বাবুকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। অর্থ চিরকাল একজনের হাতে থাকে না, আজ এখানে, কাল ওখানে, কিন্তু প্রকৃত বন্ধুত্ব কোথায় মিলে? বিরাজ-

মোহন প্রকৃত বন্ধুত্বের সুখ অনুভব করিয়াছেন, তিনি তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিতে যখন অস্বীকৃত হইলেন তখনই তাহার মাতার মন ঘোরতর সন্দেহে পরিপূর্ণ হইল। গোবিন্দচন্দ্র এই অবসরে বিরাজমোহনের পবিত্র স্বভাবের দোষ উল্লেখ করিয়া তাঁহার ভগ্নির মন চটাইবার চেষ্টায় নিযুক্ত হইলেন। একদিন বিরাজমোহন গোপনে থাকিয়া নিম্নলিখিত কথোপকথন শ্রবণ করিয়াছিলেন।

গোবিন্দচন্দ্র। দিদি! পোষ্যপুত্রের নিকট আর কত প্রত্যাশা কর? এখনই তোমার কথা শুনে না, এর পর ত আরো দিন পড়িয়া রহিয়াছে। বিশেষ পূর্ণচন্দ্র একটী বিখ্যাত বদমায়েস; তার সঙ্গে যখন যোগ দিয়াছে, তখন আর আশা কি? ভবিষ্যতে তুমি কষ্ট না পাও, এই ভাবনায়ই আমার মন ব্যাকুল। এ সকল কথা ত তোমাকে কতদিন বলেছি।

উজ্জ্বলাময়ী। গোবিন্দ,তোমার কথা এতদিন পরে বেশ বুঝেছি; বিরাজ-মোহনের দ্বারা আমি যে আর সুখী হবো না, তাহা ঠিক; এক্ষণকার উপায় কি?

গোবিন্দচন্দ্র। এক উপায় আছে। তোমার পুত্রের নামে যে উইল আছে, তাহাতে এই প্রকার লেখা আছে,‘যে আমার দত্তক পুত্র যদ্যপি পৈতৃক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে আমার স্ত্রী তাহাকে বিষয় না দিয়া, অন্য কাহাকে দান করিতে পারিবে।’ তুমি কি জান না পূর্ণচন্দ্র একজন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম; বিরাজমোহন যখন দিন রাত্রি তাহার সহিত থাকে, তখন সেও নিশ্চয় ব্রাহ্ম হয়েছে। আর তোমাকে কি বলিব, বিনোদিনীর সহিত পূর্ণচন্দ্র যে প্রকার ভাবে কথাবার্ত্তা বলে, তাহা শুনিলে অবাক হইতে হয়; এই পাপ চক্ষে কতই কি দেখিলাম, আরো বা কত কি দেখিব! বিরাজমোহন যখন ব্রাহ্ম হয়েছে, তখন আর পৈতৃক ধর্ম্ম কোথায় রহিল? তোমার ইচ্ছা হইলে তুমি সকলি করিতে পার।

উজ্জ্বলাময়ী। আমার আর কি ইচ্ছা! তুমি ভাই, ভেয়ের অপেক্ষা আর আপন কে? আমি ভবিষ্যতে কষ্ট না পাই, ইহা বজায় রাখিয়া তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।

গোবিন্দচন্দ্র তৎক্ষণাৎ স্বীয় পকেট হইতে উইলখানি বাহির করিয়া পড়িলেন।

বিরাজমোহন অপ্রকাশ্য স্থানে দাঁড়াইয়া শুনিয়া বুঝিলেন, স্বর্ণলতা তাঁহাকে যে উইল দেখাইয়াছিলেন, এখানিও সেই উইল।

উজ্জলাময়ী শুনিয়া বলিলেন এই ত বেশ হয়েছে; কিন্তু বিরাজমোহন যে একেবারে পথের ভিখারী হইল।

গোবিন্দচন্দ্র।—এক্ষণে তাহার যাহাতে একটুও ক্ষমতা না থাকে, তাহাই করা উচিত, কারণ তাহার একটুকু ক্ষমতা থাকিলে ভবিষ্যতে তাহাই প্রধান হইবে। তাহাকে যখন তুমি প্রতিপালন করিয়াছ, তখন তুমি নিশ্চয় তাহাকে ভরণপোষণ করিবে; তারপর তোমার অসাক্ষাতে আমি তোমার ভাই, আমি তাহাকে কখনও একবারে অনাহারে মারিতে পারিব না। আর যদি তাহাও বিশ্বাস না কর, তবে নগদ সম্পত্তি তাহাকে দিলেই পারিবে। উইল সম্বন্ধে তাতে আপত্তি কি?

উজ্জলাময়ী।—না, তবে আর আপত্তি নাই, আমার কি করিতে হইবে, বল।

গোবিন্দচন্দ্র।—তোমার ইহাতে স্বাক্ষর করিতে হইবে; স্বাক্ষর করিবার পূর্ব্বে কয়েক জন সম্ভ্রান্ত লোককে সাক্ষী করা উচিত; আর তোমার দত্তক পুত্রকে ইহা একবার পড়িয়া শুনান উচিত।

উজ্জলাময়ী বলিলেন, তবে বিরাজমোহনকে লইয়া এস। তদনুসারে গোবিন্দচন্দ্র চারিজন সম্ভ্রান্ত লোক ডাকিয়া আনিলেন। বিরাজমোহন আসিয়া উজ্জলাময়ীর সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইলে, তিনি বলিলেন—

'বিরাজ! তুমি পূর্ণচন্দ্রের সহিত বেড়াও কেন, তাতে আমার সন্দেহ হয়েছে; পূর্ণ ব্রাহ্ম, বোধ হয় তুমিও ব্রাহ্ম হয়েছ; তুমি পৈতৃক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছ, তজ্জন্য আমি তোমাকে ত্যজ্য পুত্র করিলাম, এ ক্ষমতা তোমার পিতা ঠাকুর আমাকে দিয়া গিয়াছেন। আজ তোমাকে সমস্ত বিষয় হইতে বঞ্চিত করিলাম। আর তুমি যদি এখনও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আবার স্বধর্ম্মে উঠিতে পার, তাহা হইলেও আবার তোমার নামে উইল করিতে পারি।

বিরাজমোহন।—আপনি এ সকল কথা বলিতেছেন কেন? আমি স্বধর্ম্মে থাকি, আর না থাকি, যখন আপনার মন আমার প্রতি অপ্রসন্ন, তখন আমার আর বিষয়ে প্রয়োজন কি? আপনার স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়া বিষয় লইয়া থাকিতে আমার অভিলাষ নাই; বিশেষতঃ মামার একান্ত ইচ্ছা তিনি এ বিষয় ভোগ করিবেন, তাঁহার বাসনায় কণ্টক পুতিয়া আমি লোভ পরবশ হইব কেন? আর ধর্ম্মের কথায় কাজ কি? আপনি কি জানেন যে, আমি পৈতৃক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছি? উইল করিতেছেন করুন; আমি আর দ্বিতীয় কথা

বলিব না; এই বিষয় পাইবার জন্য একবারও চেষ্টা করিব না। আমার ঐশ্বর্য্যে কাজ কি?

উজ্জ্বলাময়ীর হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইল। অজানিত অবস্থায় বিরাজমোহনকে পথের ভিখারী করিলাম, ইহার ফল কি হইবে, কে জানে? উজ্জ্বলাময়ী নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন, নীরবে অশ্রুবিন্দু মৃত্তিকায় মিশিয়া গেল। পৃথিবী এক দিন এই অশ্রুবিন্দুর কথা স্মরণ করাইয়া দিবে।

গোবিন্দচন্দ্র আসিলে অনিচ্ছায় উজ্জ্বলাময়ী স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন করিবার জন্য উইলে স্বাক্ষর করিলেন। সাক্ষীগণ অনিচ্ছায় উইলে নাম লিখিল। বিরাজমোহন অবিচলিত ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। উজ্জ্বলাময়ী ক্রন্দন করিতে করিতে সে স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ভীষণ দৃশ্য।

যে নর রিপুর দাস, সে নরের রিপুর বেগ কি কখনও প্রশমিত হয়? ভোগ, উপভোগে, রিপুর অধীন যে মানব তাহার রিপু চরিতার্থ হয় না; পক্ষান্তরে রিপুপরিচালনায় আরো ভোগ, উপভোগের বাসনা হৃদয়ে বলবতী হয়। লোভী লোভ পরবশ হইয়া যতই লোভের বস্তু উপভোগ করুক না কেন, তাহার সে বৃত্তি কখনই নিস্তেজ হয় না। গোবিন্দচন্দ্রের মনে যে রিপু প্রবলবেগে প্রধাবিত হইয়া সুরম্যগ্রামের সোণার বিষয়ের আশায় তাহাকে এত অন্যায় কার্য্যে লিপ্ত করিয়াছে, সেই রিপুর বেগ কি সামান্য উইলে প্রশমিত হইতে পাবে? গোবিন্দচন্দ্রের মনে দারুণ শেল বিদ্ধ হইতে লাগিল।

অনেক দিন বিলম্ব করিয়া, তাহার ভগ্নির মৃত্যুর পর বিষয় পাওয়া বড়ই অসহনীয় হইয়া উঠিল, যে দিন অপরাহ্নে উজ্জ্বলাময়ী অনিচ্ছায় উইল সই করিয়াছিলেন, সেইদিনকার রজনী গোবিন্দচন্দ্রের নিকট কত প্রীতিকর, কত বিষাদযুক্ত! এতদিনের মনবাসনা পূর্ণ হইবার পথ উন্মুক্ত হইতে চলিল,

সংসারের স্বার্থের দ্বার প্রশস্ত হইয়া তাঁহার প্রতি মুক্ত হইল, ইহা অপেক্ষা আর সুখের বিষয় কি আছে? কিন্তু লোভীর পক্ষের বিড়ম্বনা—আবার কত দিন বিলম্ব করিতে হইবে—আবার কত দিন পর বিষয় হস্তে আসিবে; লোভীর পক্ষে এ বিলম্ব কত বিষাদযুক্ত! গোবিন্দচন্দ্রের সমস্ত রাত্রির মধ্যে নিদ্রা আসিল না। সমস্ত রাত্রি বসিয়া কতই কি ভাবিলেন,—"এই মুহূর্ত্তে যদি দিদির মৃত্যু হয়, তাহা হইলে কল্যাই আমি এই বিষয় পাই। আবার এক্ষণও উইল রেজেষ্টারি করা হয় নাই, ইচ্ছা করিলে এ উইল কেহ ত অপহরণ করিয়া লইতে পারে, তবে ত আমার সকল আশাই বিফল হইবে! বিরাজমোহন সকলই বুঝিতেছে, অথচ কোন প্রকার চেষ্টা করিতেছে না, ইহার কারণ কি? অন্তরে অন্তরে সে কি আমাকে ফাঁকি দিবার চেষ্টায় আছে? আমার আশা ত প্রায় পূর্ণ হইল, এইক্ষণ স্বর্ণলতাকে গ্রহণ করিতে পারিলেই সম্পূর্ণ সুখী হই। সুখী হই কি প্রকারে? দিদি যদি আরো ৩০ বৎসর বাঁচিয়া থাকেন? আর এই ৩০ বৎসরের মধ্যে যদি আমার মৃত্যু হয়? তাহা হইলে আমার কি সুখ হইল? আমার সন্তান সন্ততিগণ সেই বিষয় পাইল কি না পাইল, তাহাতে আমার কি? আমিই যদি বিষয় উপভোগ করিয়া যাইতে না পারিলাম, তবে আর আমার চেষ্টার ফল কি? ঈশ্বর করুন কল্যাই উলাউঠা রোগে দিদির প্রাণত্যাগ হয়; তাহা হইলেই আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। কল্য অগ্রে উইল রেজেষ্টারি করি, তারপর যা হয় হবে। যা হয় হবে কি? দিদির মৃত্যু না হইলে আর আমার সুখ নাই। সেই মৃত্যু যত বিলম্বে হইবে, ততই আমার সুখ-সময়ের বিলম্ব। আমার স্বীয় গুপ্ত ছোরা কি জন্য? যদি দূরের মৃত্যু নিকটে আনয়ন করিতে না পারি, তবে আর এত দিন পর্য্যন্ত জমিদারি চক্রান্ত কি শিখিয়াছি? আমার গুপ্ত ছোরার পূজা করিয়াছি কি জন্য? এইবার মনোবাঞ্ছা মিটাইব। না, তাও কি হয়? দিদি আমাকে প্রাণের অপেক্ষা ভাল বাসেন। এমন দিদিকে আমি কোন্ প্রাণে বধ করিব? আর দিদিকে বধ করিলে, কল্যাই দেশময় রাষ্ট্র হইবে—আমি—না, তা ত হইবে না, আমি ঘোষণা করিয়া দিব, বিরাজমোহন বিষয় হইতে বঞ্চিত হইয়াছে বলিয়া আমার দিদিকে হত্যা করিয়াছে। এ কথা লোকে কি বিশ্বাস করিবে? বিরাজমোহন নিরপরাধী, তাহাকে কি প্রকারে হত্যা অপরাধে অপরাধী করিব? আমার মন কি পাষাণ তুল্য? তা যদি না হবে, তবে আর আমি এইরূপ কার্য্যে কি প্রকারে প্রবৃত্ত হইতেছি? দিদিকে মারিলে

যদি বিরাজমোহন আমার উইল 'অপ্রামাণিক' বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে, আর আমি হত্যা করিয়াছি, ইহাও যদি প্রকাশ হইয়া পড়ে? তাহা হইলে আমি একবারে প্রাণে মরিব—আমার মনের বাসনা মুকুলেই লয় পাইবে। কাজ কি? যদি বিরাজমোহনকেও হত্যা করি, তাহা হইলে আর কণ্টক থাকে না। তবে এই দুইটী কণ্টক পরিষ্কার করিতে পারিলেই আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। হত্যা করিয়া তারপর টাকার শ্রাদ্ধ করিব; টাকায় কি না হয়? কতবার অযথা হত্যা করিয়া গবর্ণমেণ্টকে ফাঁকি দিয়াছি, আর এবার মনেরবাসনা পূর্ণ করিতে পারিব না? এই ঘটনাকে যদি গোপন করিতে না পারি, তবে বুঝিব আমার এতকালের শিক্ষা বৃথা হইয়াছে, এতকাল পর্য্যন্ত আমি যাহা করিয়াছি, তাহা কেবল ভস্মে ঘৃত নিক্ষেপ। তবে আর বাঁচিব কেন? এই ঘটনা প্রকাশ পাইলে আমার মনোরথ পূর্ণ হইবে না. মনোরথ পূর্ণ না হইলে, আর বাঁচিব কি জন্য? তবে এই ছোরা উত্তোলন করিয়া এই শরীরকে রক্তস্রোতে ভাসাইব; এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিব না, যাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না হয়, তাহার আর জীবন ধারণে লাভ কি?"

এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে রজনী প্রভাত হইল। রজনী প্রভাত হইলে গোবিন্দচন্দ্র স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন করিবার জন্য অতি প্রত্যুষে রেজেষ্টারি আফিসে গমন করিলেন। যখন বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে, তখন তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন, উইল রেজেষ্টারি হইয়াছিল কি না, তাহা কাহাকেও বলেন নাই। বাটীতে আসিয়াই বিরাজমোহনকে ধরিয়া আনিতে দুই জন গুপ্তচর প্রেরণ করিলেন। তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন, যেখানে বিরাজকে পাইবে, সেইখানে গুরুতর রূপে আঘাত করিবে।

গোবিন্দচন্দ্র উন্মত্তের ন্যায় হইয়াছেন। গোবিন্দচন্দ্র নিজেও দুই খানি গুপ্তছোরা লইয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। পূর্ব্বদিন রজনীতে নিদ্রা হয় নাই, চক্ষু রক্তবর্ণ, তারপর অস্বাভাবিক ভ্রমণ এবং অস্বাভাবিক চিন্তায় মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান, আকৃতি ভয়ানক; রক্তপিপাসু ব্যাঘ্রের ন্যায় রাস্তায় বাহির হইলেন। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইল না, গোবিন্দ চন্দ্র একেবারে ভগ্নির গৃহে প্রবেশ করিলেন।

দিদিকে দেখিতে না পাইয়া মনটা বড়ই অস্থির হইল, ক্ষণকাল স্থির ভাবে থাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন,—"দিদি, শীঘ্র এস, আমার প্রাণ যায়!"

উজ্জ্বলামধী ভ্রাতার এতাদৃশ উক্তি শ্রবণ করিয়া বিদ্যুতের ন্যায় ছুটিয়া আসিলেন।

গোবিন্দচন্দ্র ভীম রবে গর্জ্জিয়া বলিলেন—তুমি কোথায় গিয়াছিলে? আমি মরিতে বসিয়াছি, আর তুমি তামাসা দেখিতেছ?

উজ্জ্বলমধী ভাবগতিক কিছুই না বুঝিয়া বলিলেন, গোবিন্দ! তোকে দেখিলে আজ যেন হৃৎকম্প উপস্থিত হয়? তোকে দেখলে আজ ভয় করে কেন? তুই আজ কোথায় গিয়াছিলি?

গোবিন্দচন্দ্রের নয়নপ্রান্ত হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইল, বলিলেন, কোথায় গিয়াছিলাম, সে কথা শুনি॥ তুমি কি করিবে? শীঘ্র জল আনয়ন কর, পিপাসায় আমার প্রাণ যায়?

উজ্জ্বলামধী ভ্রাতার উন্মত্ত ভাব দেখিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে জলপাত্র লইয়া বলিলেন 'এই নে জল'—খাবি নাকি?

"জল? জলপানে কি আজ তৃষ্ণা মিটে? আজ তোর রক্তপান করিব। তুই বিষয়ের লোভ দেখাইয়া আমার তৃষ্ণাকে শত গুণে বৃদ্ধি করিয়াছিস, আজ আমার তৃষ্ণা কি সামান্য জলে নিবারণ হয়? জলে যে তৃষ্ণা নিবারিত হয়, সে তৃষ্ণা কি আমার আছে? এই বলিয়া গোবিন্দচন্দ্র গুপ্তশাণিত অস্ত্র মুহূর্ত্ত মধ্যে বাহির করিয়া তাঁহার দিদির গলদেশে গুরুতর রূপে আঘাত করিলেন। প্রথম আঘাতেই উজ্জ্বলামধী ভূতলশায়িনী হইয়া বলিলেন,—" নিরপরাধী বিরাজ—আমি যে অপরাধে তোমাকে কল্য পথের ভিখারী করিয়াছি, আজ আমার সেই অপরাধের উপযুক্ত পুরস্কার পাইলাম! উপযুক্ত পুরস্কার?—কল্যকার অশ্রুবিন্দু! পৃথিবি, কল্য তুমি যে অশ্রুবিন্দু গোপনে গ্রহণ করিয়াছ, আজ সেই অশ্রুজলে আমাকে শীতল কর।" বলিতে বলিতে গোবিন্দচন্দ্র উপর্য্যুপরি ৫।৬ বার পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে বিদ্যুতবৎ ছুটিয়া পলায়ন করিলেন। উজ্জ্বলামধী নিমেষ মধ্যে এই সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া পরলোকে গমন করিলেন।

এদিকে গোবিন্দচন্দ্র পথিমধ্যে পূর্ণচন্দ্রের পাদপ্রান্তে বিরাজমোহনকে রক্তসিক্ত অবস্থায় পতিত দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—বিরাজ! তুই বুঝি আমার দিদিকে খুন করিয়াছিস্? "বিরাজমোহন আমার দিদিকে খুন করিয়া আপনি গলায় ছুরী বসাইয়াছে," এই কথা বলিতে বলিতে গোবিন্দচন্দ্র সুরম্য গ্রামে পরিত্যাগ করিয়া পুলিসে সংবাদ দিতে চলিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আশা মুকুলিত।

ক্ষণকাল পর পূর্ণচন্দ্র আপনার মনকে শান্ত করিয়া, বিরাজমোহনকে হাত ধরিয়া তুলিলেন,—শরীর কম্পিত,—হস্ত পদ নিশ্চল,—চক্ষু মুদ্রিত,—পৃষ্ঠদেশের এক স্থান দিয়া রক্ত নির্গত হইতেছে। বিরাজমোহনের আঘাত গুরুতর নহে, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মনে মনে ভাবিতেছিলেন, "দরিদ্রের অর্থ প্রেয়াসী হওয়ার ন্যায় বিড়ম্বনা আর কি? আমি অকারণ এক জনের পথের কণ্টক হইয়া রহিয়াছি; আমার বিষয়ে এবং অর্থে প্রয়োজন কি? মাতার স্নেহ হইতে চিরবঞ্চিত হইয়াছি, সুবর্ণগ্রামে থাকিয়া আর ফল কি? কোন ফল নাই, অথচ প্রাণ বিনষ্ট হইতে পারে। আমার পৃষ্ঠদেশের আঘাত,—আমার পাপের পুরস্কার? আমার পাপ কি? আমি ত এই বিষয় পাইবার আশাকে একবারও মনে স্থান দেই নাই, মনে স্থান দিয়া একবারও ত অসৎ বৃত্তিকে হৃদয়ে পোষণ করি নাই; তবে আমার প্রতি এই প্রকার অত্যাচার কেন? ইচ্ছা করে এই মুহূর্ত্তে দেশ ছাড়িয়া যাই। দেশ ছাড়িয়া গেলে মাতার হত্যার অপরাধ আমার মস্তকে চাপা পড়িবে? মিথ্যা অপবাদের ভয় করিব কেন? যদি দোষ করিতাম, তবে ত তাহার দণ্ড অবশ্যই পাইতাম; যখন দোষ করি নাই, তখন কেন অকারণ রাজদ্বারে দণ্ড ভোগ করিব? যাইবই বা কোথায়? এই সংসারে আমার আর আশ্রয় কোথায়? যদি এই সময়ে জননীর দর্শন পাইতাম, ইহা বলিয়া বিরাজ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। পূর্ণবাবু অমনিই বলিলেন, বিরাজ! কেমন বোধ হইতেছে? তুমি কিছু বুঝিতে পারিতেছ কি?

বিরাজমোহন নয়ন উন্মীলন করিলেন, সহসা যেন দুইটী কুজ্ঝটিকা আবৃত কুসুম প্রস্ফুটিত হইল, বিরাজমোহন অতি কষ্টে মনোভাব গোপন করিয়া বলিলেন,—আমার আঘাত গুরুতর নহে, আঘাতের জ্বালা একপ্রকার উপশম হইয়াছে, আমি এই সকল ঘটনার তাৎপর্য্য কতক পরিমাণে

বুঝিতে পারিয়াছি, কিন্তু তাহা বলিবার পূর্ব্বে চলুন, একবার বাড়ীর ভিতরে যাই, আমার বোধ হয় মাকে আর দেখিতে পাইব না।

পূর্ণবাবু বিরাজমোহনের হস্তধারণ পূর্ব্বক উজ্জ্বলাময়ীর কামরায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ভীষণ—দৃশ্য! উজ্জ্বলাময়ীর মস্তক প্রায় অসংলগ্ন, এক টুক্‌রা চর্ম্মে দেহের সহিত আবদ্ধ; রক্তে ঘর প্লাবিত, মনুষ্যের শরীরে এত রক্ত থাকে, ইহা পূর্ণবাবু কিম্বা বিরাজমোহন এ দুইয়ের কেহই পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ করেন নাই। বিরাজমোহন স্বীয় পালয়িত্রীর এই প্রকার দুর্দ্দশা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন, ক্রন্দন শ্রবণে সমস্ত পাড়ার লোক একত্রিত হইল। বিরাজমোহন সৎস্বভাবের জন্য সুরম্যগ্রামে বিখ্যাত, কখন কাহারও সহিত বিরাজমোহন সামান্য কলহেও নিযুক্ত হইতেন না। বিমুগ্ধস্বভাবসম্পন্ন পবিত্র বালক বিরাজ-মোহনের প্রতি কাহারও সন্দেহ হইল না। যাহারা গোবিন্দচন্দ্রের উক্তি শ্রবণ করিয়া দৌড়াইয়া আসিয়াছিল, তাহাদিগের ভ্রম দূর হইল; সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিল,—গোবিন্দচন্দ্র আশু বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবার জন্য এই প্রকার কার্য্যে স্বীয় হস্ত কলুষিত করিয়াছে।

পূর্ণবাবু সে ঘর হইতে বাহির হইয়া বিরাজমোহনকে লইয়া পার্শ্বের ঘরে প্রবেশ করিলেন; সে ঘরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই সেখানে দুইটী স্ত্রীলোক কান্দিতেছিলেন,—অনাথা হরকুমারী এবং বিনোদিনী; তাঁহাদিগের ক্রন্দনের কারণ একমাত্র ভয়। পূর্ণবাবু বিরাজ-মোহনকে ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন, বিনোদিনী আসিয়া পূর্ণবাবুর গলা ধরিয়া কান্দিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—এক্ষণকার উপায় কি?

পূর্ণবাবু তাঁহাদিগকে শান্তনা বাক্য প্রদান করিয়া বলিলেন, তোমাদের ভয় কি? তোমরা অকারণ ক্রন্দন করিতেছ কি জন্য? যাহাতে বিরাজমোহন সুস্থ হয়, তজ্জন্য একটু চেষ্টা কর।

বিনোদিনী স্বীয় ক্রন্দনের বেগ থামাইয়া বিরাজমোহনের গলা ধরিয়া আধ আধ স্বরে বলিতে লাগিলেন—দাদা! আর কেঁদ না; তোমাকে কান্দিতে দেখিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়; চুপ কর, দাদা! আর কেঁদ না। নিষ্ঠুর দাদা! আমার দিকে একবার ফিরিয়া চাও; দাদা, আমার অবস্থা একবার স্মরণ কর।

বিরাজমোহনের মনে বিনোদিনীর কথা—'আমার অবস্থা একবার স্মরণ

কর' বৃশ্চিকের ন্যায় দংশন করিল, পূর্ণবাবুর প্রতি কটাক্ষ করিয়া ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করত বলিলেন, পূর্ণবাবু! আর কত কাল এই বালিকাকে পরীক্ষা করিবেন? আপনার করে এই নব প্রস্ফুটিত কুসুম শোভা পাইলে আমার মন সুস্থ হয়।

পূর্ণচন্দ্র। বিরাজ! আমি বিনোদিনীর মন পাইয়াছি, বিনোদিনী এক দিন আমার হইবে; আমি নিশ্চয় বিনোদিনীকে উদ্ধার করিবার জন্য সমাজবন্ধন ছিন্ন করিব। অথবা সমাজের যেখানে যে সকল সংস্কার আবশ্যক তাহা নিশ্চয় করিব, সমাজ আমাকে গ্রহণ করে ভালই, না করিলে আর এক সমাজে প্রবেশ করিব।

বিরাজমোহনের মনে আর একটী বিষয় প্রজ্জ্বলিত হুতাশনবৎ জ্বলিতেছিল; আর বিলম্ব সহ্য হইল না; গম্ভীরভাবে বলিলেন—'লোকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া সমাজের কি অনিষ্ট সাধন করে না?

এই ভীষণ দৃশ্য সম্মুখে রাখিয়া এই প্রশ্নের মীমাংসা করা তত সহজ ব্যাপার নহে, পূর্ণচন্দ্র অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—

'দত্তকপুত্র গ্রহণে সমাজের অনেক অপকার আছে, তাহা আমি এতদিন অস্বীকার করিয়া থাকিলেও, অদ্য প্রশস্তমুখে স্বীকার করিতেছি। সমাজে যতদিন পর্য্যন্ত এই প্রকার নিয়ম প্রচলিত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত, বিষয় সম্বন্ধে যে সকল অন্যায় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া সুখের সংসারকে অত্যাচারে পরিপূর্ণ করিতেছে, এই সকল রীতিনীতি বর্ত্তমান থাকিবে; যে পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবে, সে পর্য্যন্ত সমাজের পূর্ণশ্রী কোন মতেই আশা করা যায় না।

বিরাজমোহন সহসা বলিলেন—কেবল কি তাহাই? আমার শরীরের শিরায় শিরায় যে বিষ প্রবাহিত হইয়া অস্থি পর্য্যন্ত জ্বালাইতেছে, ইহার সূত্রপাত কোথা হইতে? কাহার মন কি প্রকার আমি বুঝিতে পারি না, কিন্তু আমার জ্ঞান হইবার পর ত আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও মনে সুখ পাই নাই।

এই প্রকার কথা বার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে পুলিষ কর্ম্মচারীগণ আসিয়া বাড়ী বেষ্টন করিল। গোবিন্দচন্দ্র আসিয়া বিরাজমোহনকে দেখাইয়া বলিলেন,—এই যে আসামী, এই যে আসামী। পুলিষ কর্ম্মচারীগণ বিনা পরিশ্রমে বিরাজমোহনকে গ্রেপ্তার করিল। তারপর সমস্ত গ্রাম অনুসন্ধান করিয়া, এবং অন্যান্য সকলের জমানবন্দি লইয়া গোবিন্দচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, বিরাজমোহন এবং অন্যান্য আরো কয়েকজনকে চালান দিল।

উজ্জ্বলাময়ীর মৃতদেহ জেলার ডাক্তারের নিকট পরীক্ষার নিমিত্ত প্রেরিত হইল।

গোবিন্দচন্দ্র যখন নিজেও বন্দী হইয়া চলিলেন, তখন মনে নৈরাশ ভাব উপস্থিত হইল; যাইবার সময় গোমস্তাকে গোপনে বলিয়া গেলেন, 'আমাকে জামিন দিয়া খালাস করিয়া আনিও, আর যদি তাহাও না পার, তবে যাহাতে মকদ্দমা ডিস্মিস্ হয়, তৎপক্ষে অর্থবৃষ্টি করিয়া বিশেষ চেষ্টা করিও। ন্যায়ের গতি নিবারিত হয়, এমন বোধ হয় না; যাহাতে মকদ্দমা ডিসমিস্ হয়, তাহা করিও।'

স্বর্ণলতার কর্ণে যখন এই সকল কথা প্রবেশ করিল, তখন তিনি মনে মনে ভাবিলেন, এইবার পাখী ফাঁদে পড়িবে।

নবম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব বৃত্তান্ত।

যে বিষয়ের উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে মহাবিপ্লব উপস্থিত হইল, এবং কৃষ্ণকান্তের মধ্যম ভ্রাতার বিধবা সহধর্ম্মিনী উজ্জ্বলামণী অনন্তকালের জন্য স্বীয় জীবন ডুবাইতে বাধ্য হইলেন, সে বিষয় কৃষ্ণকান্তের বুদ্ধির অলৌকিক চাতুরি বলের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বৈষয়িকগণের কুটিল বুদ্ধির বক্রগতিতে রাজা স্বীয় রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া স্বেচ্ছায় বনবাসী হইতেছে; বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষার ঝুলিকে জীবনের সম্বল করিয়া, মনকষ্টে দিন যাপন করিতেছে। বৈষয়িক বুদ্ধি রাজনীতির অল্প চাতুর্য্যের পরিচায়ক নহে। আমরা সময়ে সময়ে বৈষয়িক ব্যাপারে দুই একজন যে প্রকার প্রতিভাশালী লোকের সহিত পরিচিত হই, তাহাতে বোধ হয়, উপযুক্ত স্থানে তাহাদিগের বুদ্ধি পরিচালিত হইতে পারিলে, অনেক চানক্য, অনেক ডিসরেলী, অনেক বিষমার্ক আমাদিগের নয়ন সমক্ষে ক্রীড়া করিত। বাস্তবিক আমরা যে মহাত্মার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, ইনি, ঘোরতর

বৈষয়িক ; উপযুক্ত রূপে পরিচালিত হইলে ইঁহার বুদ্ধি বিষয়ার্কের কুটিল বুদ্ধিকে পরাস্ত করিয়া বিজয় ধ্বজা গগণ স্পর্শ করাইত। কৃষ্ণকান্ত সরকার অবনীপুরে একজন সামান্য দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণকান্ত সরকার তাঁহার পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র, দরিদ্রতা নিবন্ধন সামান্য পাঠশালার শিক্ষা ব্যতীত জ্ঞান চক্ষু উন্মুক্ত করিবার জন্য আর কোন প্রসিদ্ধ বিদ্যালয় কৃষ্ণকান্তের প্রতি প্রসন্ন নয়নে কৃপা দৃষ্টি করে নাই, কিন্তু প্রতিভা শিক্ষার সহচর নহে ; সময়ে কৃষ্ণকান্তের প্রতিভা বলে অবনীপুরে ইঁহার নাম বিখ্যাত হইয়া উঠিল। কৃষ্ণকান্তের বয়স যখন বিংশতি বৎসর অতিক্রম করে নাই, তখন অবনীপুর পরিত্যাগ করিয়া তিনি সুরম্যগ্রামে চাকুরি করিবার মানসে গমন করেন। সুরম্য গ্রামের সন্নিকট একটী জেলা স্থাপিত ; প্রথমতঃ কয়েক বৎসর সামান্য অবস্থায় অতিবাহিত হইল, কৃষ্ণকান্তের নাম এই সময়ে অল্পে অল্পে চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইতে আরম্ভ হয়। কৃষ্ণকান্ত স্বীয় ইচ্ছায় তাঁহার মধ্যম ভ্রাতাকে সুরম্য গ্রামের পূর্ণবাবুর পিতার বিষয়ের নায়েবি পদে নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করিয়া, জেলাতে ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর পর্য্যন্ত বাস করেন। এই তিন বৎসর তিনি কালেক্টারিতে নকল নবিশি কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। চতুর্থ বৎসর কৃষ্ণকান্তের সৌভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন হইল, কালেক্টারির দ্বিতীয় কেরাণীর পদ শূন্য হওয়ায় এই পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করিল। কৃষ্ণকান্তের কার্য্যদক্ষতায় তাঁহার নাম কালেক্টারিতে বিখ্যাত হইল। এই সময়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তানুসারে সকল স্থান জমিদারের অধীন হয় নাই ; থাকবস্তার কুনিয়মে অনেক স্থান অরাজকের ন্যায় ছিল, অনেক স্থান হইতে আদৌ মোটেই কর আদায় হইত না। কালেক্টার সাহেবের আদেশানুসারে কৃষ্ণকান্ত এইপ্রকার একটী অরাজক স্থানের সুবন্দোবস্তের জন্য প্রেরিত হয়েন। কালেক্টার সাহেবের আদেশ দিল, কৃষ্ণকান্তের আবশ্যক হইলে ৬০ জন পর্য্যন্ত পুলিস কর্ম্মচারী ইঁহার সাহায্যার্থ গমন করিবে। কৃষ্ণকান্ত সাহসের উপর নির্ভর করিয়া, জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, সেই সময়ে কণ্টকিত পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, প্রতি পদে পদে তাঁহার জীবনের আশা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। এই কার্য্যে অপারক হইলে দুর্নামে একেবারে তাঁহার যশ কলঙ্করাশির মধ্যে ডুবিবে, এই আশঙ্কায় এবং কৃতকার্য্যতার ভাবী যশ নক্ষত্র স্মরণ করিতে করিতে সেই নিয়ম বহির্ভূত স্থানে প্রবেশ করিলেন। এপর্য্যন্ত গবর্ণমেন্ট হইতে যে সকল মহাত্মা এখানে আগ

মন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের চিহ্ন মাত্রও আর কেহ দেখিতে পায় নাই, এই স্থান হইতে কোন মহাত্মাই কোন দিন জীবন বাঁচাইয়া প্রত্যাগমন করিতে পারেন নাই; কৃষ্ণকান্ত যে পারিবেন, তাহার সম্ভব কি? এই স্থানে প্রবেশ করিবার সময় কৃষ্ণকান্ত মনে করিলেন, মৃত্যু নিশ্চয়,—হয় এই মুহূর্ত্তে, নয় পরমুহূর্ত্তে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত জীবিত থাকিব, সে পর্য্যন্ত মনুষ্যের ন্যায় কার্য্য করিব। তিনি অধিবাসীদিগকে ডাকিয়া বলিলেন 'তোমাদিগের বন্দোবস্ত যেপ্রকার হীনাবস্থাপন্ন, ইহাতে নিশ্চয় জানিও, তোমরা এই প্রকার স্বাধীনভাবে আর অনেক দিন থাকিতে পারিবে না, কারণ গবর্ণমেণ্ট সসৈন্যে সজ্জিত হইয়া শীঘ্রই তোমাদিগকে জয় করিতে আসিবে; তবে আমি যাহা বলি সেই প্রকার করিলে বরং কতক পরিমাণে উপকারের সম্ভব'।

কৃষ্ণকান্তের এই বাক্যগুলি যেন দৈববাণীর ন্যায় প্রত্যেক অধিবাসীর মর্ম্মভেদ করিল, সকলে কর্ণ উন্নত করিয়া কৃষ্ণকান্তের কথা শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইল, কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, 'তোমরা কতকগুলি অর্থ সংগ্রহ কর, সেই অর্থ দ্বারা আমি এই সময়ে খাদ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া রাখি, কারণ যুদ্ধের সময় খাদ্য দ্রব্যের অপ্রতুল হইলে আর রক্ষা থাকে না। তারপর তোমরা সকলে একত্রিত হইয়া দিনের অপেক্ষা করিতে থাক, গবর্ণমেণ্টের শক্তি পরাস্ত হইবে'। কৃষ্ণকান্তের এই কথার পর মুহূর্ত্ত হইতে কি ভাবিয়া যেন সকলে স্ব স্ব আবাস স্থান হইতে দুই একটী করিয়া টাকা আনিয়া জমা দিতে লাগিল, যাহারা জানিত না তাহাদিগকে সংবাদ দিয়া তাহারাই অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিল, এই প্রকারে এক পক্ষের মধ্যে প্রায় ১০,০০০ দশ সহস্র মুদ্রা সংগৃহীত হইল; তারপর কৃষ্ণকান্ত তাহাদিগকে বলিলেন, 'তোমাদিগের রক্ষার্থ আমি সম্প্রতি ৫০ জন দেশীয় শিক্ষিত সৈন্য রাখিলাম, গবর্ণমেণ্টের লোক আসিয়া তোমাদিগের কিছুই করিতে পারিবে না; আমি আর এক মাস পর আসিব'। এই বলিয়া ৫০ জন লোক রাখিয়া কৃষ্ণকান্ত দশ সহস্র মুদ্রা লইয়া কলেক্টরিতে হাজির হইলেন, আসিবার সময় সে স্থানের প্রজারা কোন আপত্তিই করিল না, কারণ তাহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল, কৃষ্ণকান্ত সহায় থাকিলে গবর্ণমেণ্ট কিছুই করিতে পারিবে না।

'যে স্থান হইতে এ পর্য্যন্ত কালেক্টরিতে একটী পয়সাও জমা হয় নাই, সেই স্থান হইতে সহসা দশ সহস্র মুদ্রা লইয়া যখন কৃষ্ণকান্ত কালেক্টরিতে প্রত্যাগত হইলেন, তখন তাঁহার যশ চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইতে লাগিল,

কালেক্টর সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণকান্তকে ৫০০০৲ টাকা পুরস্কার স্বরূপ অর্পণ করিলেন, এবং ৫০০ শত টাকা কর ধার্য্যে ঐ স্থানটী সম্বন্ধে কৃষ্ণকান্তের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলেন। সহসা কৃষ্ণকান্তের কপাল ফিরিয়া গেল।

আর একটী ঘটনা ঘটিল। এ প্রকার জঘন্য ঘটনা পরম্পরা ব্যতীত পূর্ব্ব জমিদারগণ কেহই বিখ্যাত নহেন। পূর্ব্ব জমিদারদিগের কথা স্মরণ হইলে, আমাদের মনে পড়ে প্রবঞ্চনা, ছলনা, বঞ্চনা, এবং নরহত্যা, বাস্তবিক পূর্ব্ব জমিদারগণ সকলেই এই প্রকার ভূষণের জন্য বিখ্যাত হইয়াছেন। আর একটী ঘটনা,—লিখিতে শরীর শিহরিয়া উঠে। উপরে যে সকল ঘটনা বিবৃত হইল, ইহার মধ্যে যে দিন কালেক্টারিতে খাজনা দাখিল করিবার শেষ দিন সেই দিন রাত্রে পূর্ণবাবুর পৈতৃক জমিদারীর কাছারিতে হঠাৎ ডাকাইত পড়িয়া সর্ব্বস্ব অপহরণ করিল। কাছারিতে কৃষ্ণকান্তের মধ্যম ভ্রাতা নায়েব ছিলেন, তিনি কল্যকার খাজনা দাখিল করিবার জন্য ২০,০০০ বিশ সহস্র টাকা সংগ্রহ করিয়া রাত্রে নিদ্রা যাইতেছিলেন; সহসা কক্ষমধ্যে দস্যুগণ প্রবেশ করিলে তিনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে সেই দিন রজনীতেই স্বগ্রাম্য গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন লাটের তারিখ, সন্ধ্যা পর্য্যন্তও খাজনা দাখিল করা হইল না; নায়েবের অভিসন্ধি মন্দ, কৃষ্ণকান্তের চক্রান্তে খাজনার জন্য কোন সুব্যবস্থা করা হইল না। পূর্ণবাবুর বৃদ্ধ পিতার কর্ণে যখন এই সকল কথা প্রবেশ করিল, তখন তিনি বিশ্বাসঘাতকতা স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন, খাজনার জন্য কোন চেষ্টাই করিলেন না। পরদিন বিষয় নীলামে উঠিল, কৃষ্ণকান্ত নীলাম ডাকিয়া ২০০০০ বিশ সহস্র মুদ্রায় পূর্ণবাবুর সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি ক্রয় করিলেন। সহসা কৃষ্ণকান্ত এত টাকা কোথায় পাইলেন, এই বিষয়ে অনেকেই সন্দেহ করিতে লাগিল; 'লাঠের পূর্ব্বদিনের দস্যু কৃষ্ণকান্তের ভ্রাতা; তাঁহারই চক্রান্তে ধন স্থানান্তরিত হইয়াছিল,' এ সম্বন্ধে কোন কথা বলে, কিম্বা নালিস করে এমন লোক ছিল না; পূর্ণবাবুর বৃদ্ধ পিতা পরম ধার্ম্মিক, সংসারের বিশ্বাসঘাতকতার কথা স্মরণ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিলেন, তাঁহার মৃত্যু সময়ে পূর্ণবাবুর বয়স ৫ বৎসর মাত্র ছিল, তিনি এ সকল বিষয় কিছুই জানিলেন না। এই প্রকার বিশ্বাসঘাতকতায় পূর্ণ বাবুর পৈতৃক বিষয় কৃষ্ণকান্তের করায়ত্ত হইল, এবং কৃষ্ণকান্তের অসীম সাহসে এবং বুদ্ধির বলে সেই কোণার রাজ্য সরকারদের ভাবী সম্পদের মূল ভিত্তি হইল। যে স্থানে

কথা উল্লেখ হইল, সেই স্থানে এক্ষণে শুষ্ক বৃক্ষে সোণা ফলিতেছে, আর পূর্ণবাবুর সম্মুখে তাঁহার বিষয় লইয়া কৃষ্ণকান্তের মধ্যম ভ্রাতার শ্যালক রাজত্ব করিতেছেন। পূর্ণবাবুর পৈতৃক বিষয় ক্রয় করনান্তর এবং থাকবস্থার বন্দোবস্তের পর কৃষ্ণকান্ত স্বরমা গ্রামে বসতবাটী নির্ম্মাণ করিয়া সেই খানেই বাস করিতেন; অবনীপুর এই সময়ের পর স্মৃতি পথ অতিক্রম করিল। সরকার বংশ রং বদলাইয়া আজ স্বরমা গ্রামে রাজত্ব করিতেছেন।

কৃষ্ণকান্তের এক বিবাহ ছিল, কোন সন্তান ছিল না; কৃষ্ণকান্ত নিঃসন্তান স্ত্রী শূন্য হইয়া স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগের প্রতি বিষয়ের ভার অর্পণ করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

ললনাত্রয়।

উজ্জ্বলাময়ীর হত্যার তৃতীয় দিন মধ্যাহ্ন সময়ে স্বর্ণলতা, বিনোদিনী, এবং বিনোদিনীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী হরকুমারী একস্থানে বসিয়া আহারান্তে গল্প করিতেছিলেন, এমন সময়ে একজন অল্প বয়স্কা পরিচারিকা আসিয়া বলিল, "ঠাকুরুণ! একজন গণক আসিয়াছে, আসুন, যাহার যাহা গণাইবার থাকে, সকলই গণিয়া বলিবে।"

হরকুমারী বলিলেন "না, আমি ভাই যাইব না, আজ কাল সকল সময়েই পুলিষ কর্ম্মচারীগণ গুপ্তভাবে পাড়ায় পাড়ায় যথার্থ কথা বাহির করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়। কাল সন্ধ্যার সময় একজন বৈরাগী কথায় কথায় কত কথা জানিয়া গেল, ঠাকুর কাকা সামান্য বৈরাগী ভাবিয়া সকল কথাই বলিয়া ফেলিলেন। পরশ্ব রাত্রে ঠাকুর বাড়ীতে কয়েকটী বিদেশী ভদ্রলোক আতিথ্য স্বীকার করিয়া দুই দিন ছিল, যাইবার সময় বলিয়া গেল, 'আমরা উজ্জ্বলাময়ীর হত্যার যথার্থতা অনুসন্ধান করিবার জন্য এই প্রকার অপ্রচ্ছন্ন ভাবে

বেড়াই।' গণক কে, তা কেমন করিয়া জানিব? আমি কি কথা বলিতে কি কথা বলিয়া ফেলিব, আমি যাইব না।

বিনোদিনী ;—দিদি! তাতে কি? তুমি ভয় কর কেন? সত্য কথা কি কখনও গোপনে থাকে? সত্য কথা প্রকাশ হইলেই ত আমাদের ভাল। দাদাকে জামিন দিয়া খালাস করিবার জন্য বাবাকে কত বলিলাম, বাবাও তাতে স্বীকৃত হয়ে খালাস করিবার জন্য যাইতেছিলেন, কিন্তু অমনিই বিমাতা যাইয়া কুমন্ত্রণা দিয়া তাঁহার মনের ভাব ফিরাইয়া দিলেন; সত্য কথা প্রকাশ না হইলে আর দাদার উদ্ধারের উপায় দেখি না; দাদা উদ্ধার না হইলে আমরা ত চিরকাল তবে সমুদ্রে ভাসিব; দিদি তুমি ভয় পাও কেন? চল যাই, গণককে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি, দাদা খালাস হইবেন কি না?

স্বর্ণলতা।—দাদার কথা লইয়াই ব্যস্ত, আর বিনো! পূর্ণবাবু যে তোমাকে এত ভালবাসেন, তাঁর কথা ত একবারও বলে না? বাস্তবিক পূর্ণবাবুর হয়ে ছুটো কথা বলে এমন লোক এসংসারে নাই। পূর্ণবাবু যদি ব্রাহ্ম না হতেন, তাহলে তাঁহার যে প্রকার পবিত্র স্বভাব, সমস্ত গ্রাম একত্রিত হয়ে তাঁহাকে খালাস করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিত। আমি যাই, পূর্ণবাবুর কথাটা আগে জিজ্ঞাসা করি গিয়ে।

স্বর্ণলতা আগে আগে চলিলেন, প্রকাশ্যে যাহাই বলুন, স্বর্ণলতার মনের মধ্যে সর্ব্বদাই একটী কথা জাগিতেছিল, তাহা এপর্য্যন্ত আর কেহই জানিতে পারে নাই, কাহাকে জানিতে দিবেন, এমন ইচ্ছাও তাঁহার মনে ছিল না; সেটী কি? কোন গণক আসিলে স্বর্ণলতা প্রায়ই তাহার নিকটে যাইয়া গণাইতে বসিতেন; স্বর্ণলতা কি কথা জানিবার জন্য এত ব্যাকুল? স্বর্ণলতা সমস্ত দিন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ান কি জন্য? লোকেরা, যাহার মনে যাহা লয়, তাহা বলিয়াই স্বর্ণলতাকে তিরস্কার করে। কুলটা, দুশ্চরিত্রা প্রভৃতির ন্যায় অসৎবাক্য স্বর্ণলতার জীবন ভূষণ; কাহাকেও ভয় নাই, দিন রাত্রি যেখানে ইচ্ছা সেই খানে ভ্রমণ করেন। জীবন সুখ বিরাজ-মোহন জিজ্ঞাসা করিলে স্বর্ণলতা উত্তর করিতেন, আমি আবার বিবাহ করিব, তাই বর অনুসন্ধান করি। স্বামীর মনে এক মুহূর্ত্তও সুখ নাই,—স্বর্ণলতা এক-দিনও স্বামীমুখে সুখের চিহ্ন দেখেন নাই, স্বামীর মনের কথা বুদ্ধিমতী স্বর্ণলতা প্রথমেই জানিতেন, জানিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—যদি কখনও স্বামীর মুখ প্রসন্ন করিতে পারি তবে জীবন রাখিব, নচেৎ

বিশবৎসর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়াও যদি অপারগ হই, তাহা হইলে আত্মহত্যা করিব। স্বামীকে সুখী করিবার জন্য যে স্বর্ণলতার জীবন উৎসর্গীকৃত, সে স্বর্ণলতার আর সমাজের বা লোকের কথায় কি ভয়? স্বর্ণলতার মনের কথা মনেই থাকিত, হয়ত একদিন মনেই লয় পাইবে, হয়ত একদিনও স্বর্ণলতার পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক স্বভাবে সংসার বিমোহিত হইবে না, হয়ত স্বর্ণলতা কলঙ্ক রাশি মস্তকে বহন করিয়াই জীবন লীলা সমাপ্ত হইতে দেখিবেন, কিন্তু তত্রাচ মনের কথা বলিবেন না। স্বর্ণলতা স্বীয় মনের কথা গণাইবার জন্য দ্রুতবেগে ছুটিয়া গেলেন। স্বর্ণলতা চলিয়া গেলে পর বিনোদিনীও বালিকা স্বভাব প্রকাশ করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড় দিলেন। হরকুমারী গজেন্দ্রগামিনী,—আস্তে আস্তে বুদ্ধি মার্জ্জিত করিতে করিতে এক এক পা অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

স্বর্ণলতা এবং বিনোদিনী একই সময়ে গণকের নিকট উপস্থিত হইলেন, স্বর্ণলতা প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ?"

গণক ধীরস্বরে উত্তর করিলেন আমি "ব্রাহ্মণ"।

স্বর্ণলতা।—আপনিই গণিতে জানেন ?

ব্রাহ্মণ।—হাঁ, আমিই গণক।

স্বর্ণলতা।—আপনি পৃথিবীর সকল কথাই গণিয়া বলিতে পারেন ?

ব্রাহ্মণ স্বর্ণলতার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন, বলিলেন, আমাকে বিশ্বাস করিবেন ?

স্বর্ণলতা।—বিশ্বাস যোগ্য কথা বলেন ত বিশ্বাস করিব।

ব্রাহ্মণ।—নচেৎ

স্বর্ণলতা।—নচেৎ প্রতারণা করিলে কি প্রকারে বিশ্বাস করিব ?

ব্রাহ্মণ।—আমরা প্রতারণা করিয়া থাকি, আমরা ব্যবসায়ী, প্রতারণা ব্যতীত ব্যবসা চলে না; তবে আপনি বলিলে যথার্থ কথাই বলিব; যথার্থ কথা বলিলে আপনি আমাকে কি দিবেন ?

স্বর্ণলতা। দিব কি ? তবে আমি যাহা জানিতে চাই, তাহা জানিতে পারিলে আপনাকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিব।

ব্রাহ্মণ।—আমি পৃথিবীর কথা গণিয়া বলিতে পারি বা না পারি, এই অঞ্চলের কথা গণিয়া বলিতে পারি।

স্বর্ণলতা। আপনার নিবাস ?

ব্রাহ্মণ।—এই অঞ্চলেই।

স্বর্ণলতা। ওপ্রকার কথা বলিতেছেন কেন? 'পারি না, পারির' অর্থ কি?

ব্রাহ্মণ। আমি ব্যবসায়ী, স্বার্থের আশা ছাড়িতে পারি না। আপনার সহিত আর লোক না থাকিলে ওপ্রকার কথা বলিতাম না।

স্বর্ণলতা। তবে আজ আর আপনাকে কিছু বলিব না, মনের কথা আর একদিন বলিব। আপনার বাড়ীর খোঁজ করিতে পারিলে সেই খানেই যাইব।

স্বর্ণলতা মনে মনে ভাবিলেন, হয়ত এইবার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে; অন্যের নিকট মনের কথা অপ্রকাশিত রাখিবার জন্য স্বর্ণলতা বলিলেন,—ঠাকুর! বলুন ত আমরা আসিয়াছি কেন?

ব্রাহ্মণ। মকর্দ্দমার কথা জিজ্ঞাসা করিতে।

বিনোদিনী অমনিই বলিয়া উঠিলেন ঠাকুর মহাশয়! বেশ ত, আচ্ছা বলুন ত আমার দাদা খালাস হবেন কিনা?

ব্রাহ্মণ।—তোমার দাদার কোন অপরাধ নাই, তিনি খালাস হবেন।

স্বর্ণলতা।—এ সকল আপনি কি—?

ব্রাহ্মণ। এ সকল গণিতে শিখিয়াছি।

স্বর্ণলতা। তবে বলুন ত, পূর্ণবাবু এক্ষণ কেমন আছেন?

ব্রাহ্মণ। ভাল আছেন।

স্বর্ণলতা। তিনি খালাস হবেন ত?

ব্রাহ্মণ। সত্য যাঁহার সহায়, তাঁহাকে আবদ্ধ করে এমন লোক এ সংসারে কে? তিনি অবশ্যই খালাস হইবেন।

এই সকল কথা জিজ্ঞাসিত হইতে না হইতে হরকুমারী উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'আচ্ছা বলুন ত এই মকর্দ্দমার ফল কি হইবে?

গণক বলিলেন, গুরুতর কথা। এ সম্বন্ধে আমি গণিতে পারিলেও, তাহা বলিব না, কারণ ভবিষ্যত সম্বন্ধে দুই চারিবার গণিয়া আমি অযথা অন্যায় পুরস্কার পাইয়াছি। গবর্ণমেন্টের নিয়ম অত্যন্ত শোচনীয়, আমি হঠাৎ কোন কথা বলিলে আমাকে দণ্ডনীয় হইতে হইবে, আমি 'মকর্দ্দমার কি হইবে, তাহা বলিব না।

স্বর্ণলতা। তবে বলুন ত, গোবিন্দ বাবু খালাস হবেন কি না?

ব্রাহ্মণ। তাঁহার অর্থের ভাবনা কি? এ সংসারে যাঁহার অর্থ আছে, তাঁহাকে রাজা কি করিতে পারে? গোবিন্দ বাবুও খালাস হইবেন।

স্বর্ণলতা। আর একটী কথা, বলুন ত পূর্ণবাবুর বিবাহ হইবে কি না?

ব্রাহ্মণ। পূর্ণবাবুর বিবাহ হইবে, কিন্তু অনেক গোলযোগ আছে।

স্বর্ণলতা।, কি গোলযোগ? কোন্ স্থানে পূর্ণবাবুর বিবাহ হইবে?

ব্রাহ্মণ। পূর্ণবাবু বিধবা বিবাহ করিবেন, এই সূত্র অবলম্বন করিয়া আমরা কয়েকটী ব্রাহ্মণ একত্রিত হয়ে বিনোদিনীর পিতার নিকট বলিয়াছিলাম,—বিনোদিনী পূর্ণবাবুকে যে প্রকার ভালবাসে, এতে এ দুই জনকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করা উচিত। তাঁহার কথার ভাবে বোধ হইল, তাঁহার বিশেষ কোন আপত্তি নাই, কিন্তু ভার্য্যাকে উল্লেখ করিয়া বলিলেন, এই বিবাহে যোগ দিলে আমাকে দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে হইবে।

বালিকা বিনোদিনীর চঞ্চল মন স্থির ভাব ধারণ করিল; সেই মুহূর্ত্তে যদি তাঁহার মনে কেহ প্রবেশ করিতে পারিত, তবে সে দেখিতে পাইত যে বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিবার জন্য উৎসুক,—তবে কি পূর্ণবাবু আমার হইবেন না? লজ্জায় এ কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে সাহস পাইলেন না, মনের কথা মনেই লয় পাইল।

স্বর্ণলতা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন এ কথায় আপনি কি উত্তর করিলেন?

ব্রাহ্মণ। আমি কি বলিলাম? বলিলাম, আপনি বৃদ্ধবয়সে এক মুহূর্ত্তও রিপুর হস্ত হইতে স্বাধীন থাকিতে পারেন না, আর আপনার কন্যা যুবতী, সে কি প্রকারে রিপুর কঠোর নিয়ম পালন করিবে? এ কথা স্থির মনে একবার ভাবিয়া দেখুন ত। যাহা অসম্ভব, তাহা কি প্রকারে সম্ভব হইবে?

তিনি বলিলেন—কি অসম্ভব?

আমি বলিলাম—অস্ফুট বালিকার রিপু নির্ব্বাসন ব্রত পালন অসম্ভব, আর ভালবাসিত জন হইতে মনকে ফিরাইয়া আনা অসম্ভব।

তিনি আর উত্তর করিলেন না, তাঁহার কথার ভাবে বোধ হইল, তিনি ভার্য্যার মন চটাইয়া কন্যার কষ্ট দূর করিবেন না; আমিও অনেক চেষ্টা করিয়া ভাবিলাম,—বৃদ্ধবয়সে নূতন বিবাহ, বৃথা চেষ্টায় কোন ফল দর্শিবে না। আমি স্পষ্টই বলিলাম, কন্যার কষ্ট দূর করিবার জন্য সমাজ কিম্বা ভার্য্যা পরিত্যাগ করা কি উচিত নহে? তিনি বলিলেন যাহা উচিত, তাহাই কি সকলে সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারে? সমাজ পরিত্যাগ করা উচিত বোধ হইলে তাহা করিতে পারি, কিন্তু ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিব কি প্রকারে?

আমি বলিলাম, পতিত্যাগই বা কি জন্য করিবেন? দমন করিতে পারেন না?

এ কথায় তিনি আর কিছুই উত্তর করিলেন না, আমি বুঝিলাম বৃদ্ধকে ভার্য্যা দমন করিতে পারে, কিন্তু ভার্য্যাকে দমন করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধের নাই। যাহাই হউক পূর্ণবাবুর বিবাহ কোথায় হইবে, আমি ঠিক করিয়া বলিতে পারিলাম না।

বিনোদিনীর নয়নের এক প্রান্ত হইতে এইবার একবিন্দু অশ্রু নিপতিত হইল, স্বর্ণলতার মুখের প্রতি একবার তাকাইয়া আবার মৃত্তিকার পানে ফিরিলেন। ক্ষণকাল পরে হরকুমারীর প্রতি সজল নয়নে তাকাইয়া বলিলেন, দিদি! আমাদিগের দুঃখ নিশি বুঝি আর অবসান হইবে না?

স্বর্ণলতা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ইঁহার স্বামী আর কতকাল বিদেশে থাকিবেন?

ব্রাহ্মণ ক্ষণকাল নিরুত্তর থাকিয়া বলিলেন, তিনি এতদঞ্চলের লোক নহেন, তাঁহার কথা আমি আজ বলিতে পারিব না।

স্বর্ণলতা পুনরায় বলিলেন, আপনি অদ্য গমন করুন, আমি কল্য আপনার বাড়ীতে যাইব, আমার কয়েকটী বিষয় জানিবার নিতান্ত দরকার। এই কথা বলা সমাপ্ত হইতে না হইতে গণকের হাতে দুইটী রৌপ্য মুদ্রা ঝন্ করিয়া পড়িল। তাহা লইয়া ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন। হরকুমারী, স্বর্ণলতা এবং বিনোদিনী বসিয়া গণকের কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

আশা ফলবতী।

পরদিন অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া স্বর্ণলতা বেশভূষা করিতে আরম্ভ করিলেন। এ প্রকার বেশভূষা করিবার বিশেষ কারণ এই, কেহ সুন্দর

কথা জানিতে না পারে। স্বর্ণলতা প্রথমতঃ উত্তমরূপে গাত্র মার্জ্জন করিলেন, তারপর দর্পণ সম্মুখে বসিয়া সুচিক্কণ কবরীপুঞ্জ একত্রিত করিয়া সুদীর্ঘ বেণী বাঁধিয়া পৃষ্ঠদেশে ছাড়িয়া দিলেন, বেণী পৃষ্ঠ অতিক্রম করিয়া পা পর্য্যন্ত ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় পড়িয়া দুলিতে লাগিল। চুল বন্ধন সমাপ্ত হইলে কৌটা হইতে সিন্দুর লইয়া কপালে ফোঁটা দিলেন। স্বর্ণলতা কখনও অলঙ্কার ব্যবহার করিতেন না অদ্যও করিলেন না। একটী সুগন্ধ দ্রব্যাদি দ্বারা সজ্জিত পানের খিলি খাইয়া গৃহ হইতে বাহির হইবেন, এমন সময়ে বিনোদিনী আসিয়া বলিলেন বৌঠাকুরুণ! আজ কোথায় যাইবেন?

স্বর্ণলতা বলিলেন, বল ত কোথায় যাইব?

বিনো। আমার ত বোধ হয় গণকের বাড়ীতে।

স্বর্ণলতা। মিথ্যা কথা দেশমধ্যে আমার স্বভাবের যে দোষের কথা শুনিতে পাও, আমি এক্ষণ সেই দোষে জীবনকে কলুষিত করিতে যাইব।

বিনো। বৌঠাকুরুণ! আপনি আমার নিকট আর কত দিন এই প্রকার প্রবঞ্চনা করিবেন? আমার মন ত এক দিনও দেশের কথা বিশ্বাস করিতে চায় না। কোথায় যাইবেন, বলুন না?

স্বর্ণলতা ঈষদাহ্লাদে বিনোদিনীর মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, কোথাও যাইবার সময় কোন দিন কাহারও নিকট সত্য কথা বলিয়া যাই নাই, আজ বিনোদ! তোমার নিকট সত্য কথাই বলিব, কল্য গণকের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অদ্য সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিতে যাইতেছি।

বিনো। বৌঠাকুরুণ! কি গণাইতে যাইতেছেন?

স্বর্ণলতা। আর কিছু জিজ্ঞাসা করিও না, যদি কখনও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, তবে তোমাকেই অগ্রে বলিব। আজ বিদায় হই এই বলিয়া স্বর্ণলতা রাস্তায় বাহির হইয়া চলিলেন।

পথিমধ্যে বিরাজ মোহন এবং পূর্ণ বাবুর সহিত স্বর্ণলতার সাক্ষাৎ হইল, স্বর্ণলতা আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা আসিলেন, গোবিন্দ বাবু কোথায়?

বিরাজ-মোহন সবিস্ময়ে বলিলেন তুমি জিজ্ঞাসা করিবার আর কোন কথা পাইলে না? আমরা কি প্রকারে খালাস হইলাম তাহা না জিজ্ঞাসা করিয়া গোবিন্দ বাবুর কথা জিজ্ঞাসা করিবার কারণ কি?

স্বর্ণলতা। কারণ ত কত দিন বলিয়াছি, আজ পূর্ণ বাবু আমার সঙ্গে

না থাকিলে আবারও বলিতাম; মনে করিয়া দেখ গোবিন্দ বাবুর সহিত আমার কত আত্মীয়তা। যখন তোমরা খালাস হইয়া আসিয়াছ, তখন আর ভয় কি? এক সময়ে জিজ্ঞাসা করিলেই হইবে। আর না জানিলেই বা ক্ষতি কি? যে ঘটনার ফল পাওয়া যায়, সেই ঘটনা না জানিলে কি হয়?

বিরাজমোহন বলিলেন, তুমি আজ কোথায় চলিয়াছ?

স্বর্ণলতা। যাহা তোমাকে প্রত্যহ বলি, তাহা তুমি একদিনও বিশ্বাস কর না, আজ আবার জিজ্ঞাসা কর কি জন্য? আমার কথায় অবিশ্বাস করিয়া তুমি আমাকে পরীক্ষা করিতে পারিবে না, তোমার ইচ্ছা হয় আমার সহিত আইস, আমি কোথায় যাইতেছি দেখিতে পাইবে।

স্বর্ণলতা এ প্রকার কথা আর কখনও বলেন নাই; সহসা এই প্রকার সরল উক্তি শুনিয়া বিরাজমোহন বলিলেন, স্বর্ণ! আমি তোমাকে অবিশ্বাস করিলে এত দিন তোমার চরিত্র সংশোধনের জন্য চেষ্টা করিতাম, কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমার মনে সন্দেহ হয় নাই, আজ তুমি এ প্রকার কথা বলিতেছ কেন?

স্বর্ণলতা। এ প্রকার কথা বলিবার একটু বিশেষ কারণ আছে, আমি অন্য কিছু মনে করিয়া তোমাকে বলি নাই; তোমার আগমনে আমার একটু স্বার্থ আছে, কি স্বার্থ তাহা আজ বলিব না। যদি আমার সহিত যাও তবে বুঝিতে পারিবে, আর যদি না যাও তবে উপযুক্ত সময় হইলে বলিব।

বিরাজমোহন পুনরায় বলিলেন তবে আজ তুমিই যাও, আমি আর এক দিন যাইব। এই কথা শুনিয়া স্বর্ণলতা স্বামীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আবার অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

যথা সময়ে স্বর্ণলতা গণক ঠাকুরের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে পর, তিনি উপযুক্ত সম্মান সহকারে সম্ভাষণ করিয়া স্বর্ণলতাকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। স্বর্ণলতা বলিলেন, আমি সম্মান পাইবার জন্য এতদূর হাটিয়া আসি নাই। যেখানে আমার স্বার্থ আছে, সেখানে আর আপনার সমাদরের আবশ্যক কি?

ব্রাহ্মণ।—আতিথ্য গৃহীর প্রধান ধর্ম্ম, আমার কর্ত্তব্য কার্য্য আমি পালন করিব না কি জন্য?

স্বর্ণলতা একটু হাসিয়া বলিলেন, আমি আপনার বাড়ীতে অতিথিনী নই

বার আশার আগমন করি নাই, আপনার আশীর্ব্বাদে ও সম্বন্ধে এক প্রকার ভালই আছি।

এই কথার পর ব্রাহ্মণ বলিলেন, আর তর্কের প্রয়োজন কি? এই প্রকার কুটিল অর্থ অনুসন্ধান করিয়া তর্ক করিলে কোন লাভ নাই। আপনি যে জন্য আসিয়াছেন তাহা বলুন।

স্বর্ণলতা পুনঃ পরীক্ষা করিবার মানসে বলিলেন, আপনি গণক, বলুন ত আমি কি জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি?

ব্রাহ্মণ। আজ আর পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি? আমিত একপ্রকার বলিয়াছি, যাহা না জানি, তাহা গণিয়া বলিতে পারি না। আমরা যে দেশে যখন ব্যবসা করিতে যাই, তখন প্রথমেই সেই দেশের সকল ঘটনা অপ্রচ্ছন্ন ভাবে শুনিয়া লই; আর কতকগুলি ঘটনা আন্দাজে বলি, কতকটা মনের ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারি; আপনার মনের কথা বুঝিতে পারি এপ্রকার ক্ষমতা আমার নাই; তবে যাহা বলিবার হয় বলুন, জানিত উত্তর করিব।

স্বর্ণলতা একটু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, আমার কথা বলিবার পূর্ব্বে আপনাকে একটী প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, আমি যাহা আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিব আপনি তাহার উত্তর দিতে পারুন বা না পারুন, উহা প্রাণান্তেও কাহাকে বলিতে পারিবেন না।'

ঠাকুর একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন 'আপনার যদি বিশেষ কোন স্বার্থ থাকে, তবে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আপনি যে কথা বলিবেন তাহা আর কাহারও নিকট বলিব না।

স্বর্ণলতা বলিলেন,—'আমার স্বামী বিরাজ-মোহনের জন্ম সম্বন্ধে আপনি কি জানেন? তাহার মাতা পিতা কি আজও জীবিত আছেন?

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—'আমি এ সকল কথা জানি বটে কিন্তু আপনি তাঁহার স্ত্রী,—আপনার নিকট সে সকল কথা বলিতে একটু সঙ্কুচিত হই।

স্বর্ণলতা।—আমি সে প্রকার স্ত্রী নহি। স্বামীর পূর্ব্ব জীবনের কোন দুঃখের কথায় কিম্বা জন্মের কোন প্রকার নীচ কথায় আমি ব্যথিত হইব না; আমার হৃদয়ের অমূল্য-রত্ন বিরাজ মোহন, বিরাজ-মোহনকে আমি যাহা জানি তাহা জানিই তাহার সম্বন্ধে যতই কেন অপবাদের কথা থাকুক না কেন, তাহাতে আমার কোন কষ্ট নাই, আমার মন চিরকাল অবিচলিত ভাবে বিরাজ মোহনের প্রতি অনুরক্ত থাকিবে। তবে আপনি জিজ্ঞাসা করিতে

পারেন, আমি এ সকল কথা শুনিবার নিমিত্ত এত আগ্রহ সহকারে আপনার নিকট আসিয়াছি কেন? তাহার কোন নিগূঢ় কারণ আছে।

ব্রাহ্মণ।—বিরাজমোহন কখনও আমার কোন অপকার করেন নাই, আমি সহসা না বুঝিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে সাহস পাই নাই, আর অনেক কথার প্রয়োজন কি, আপনি কি কারণে সে সকল কথা শুনিতে ইচ্ছা করেন, তাহা অগ্রে বলিলে আমি সকল কথা বলিব, নচেৎ আমাকে আর বিরক্ত করিবেন না। আমাদের জীবন স্বার্থময় হইলেও চিরকাল যাঁহার দ্বারা উপকার পাইয়াছি, তাঁহার যাহাতে অনিষ্টের সম্ভাবনা, সে সকল কথা প্রাণান্তেও বলিতে পারি না। আপনার কথা কি প্রকারে বিশ্বাস করিব? বিরাজ-মোহনের কথা ভুলিয়া আপনার উপকার আমার দ্বারা হইবে না।

স্বর্ণলতা স্বার্থসিদ্ধির মধ্যে মহা গোলমাল অনুভব করিয়া বলিলেন,— আমার জিজ্ঞাসা করিবার কারণ এই—আমার স্বামী স্বীয় অবস্থা স্মরণে যারপর নাই মনোদুঃখে আছেন, তাঁহার দুঃখের একমাত্র কারণ মাতৃ-অদর্শন, যে দিন হইতে তাঁহার অবস্থা বুঝিয়াছেন, সেই দিন হইতে আর তাঁহার মুখে হাসি দেখি নাই। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যদি স্বামীর এই অভাব দূর করিয়া তাঁহার মুখ প্রসন্ন করিতে পারি তবে এ প্রাণ রাখিব, নচেৎ স্বামীর কষ্ট আর অনেক দিন সহ্য করিব না,—আত্মশরীর বিসর্জ্জন দিব।'

ব্রাহ্মণ।—আপনার উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নাই। বিরাজ-মোহনের এসকল কথা জানিবার জন্য আপনার ঐকান্তিক বাসনা ইহাতে যারপর নাই আহ্লাদিত হইলাম; কিন্তু তথাপি একটু কেমন কেমন বোধ হয়, আপনি একটী প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হউন;—'আমি যাহা বলিব, তাহাতে যদি আপনার হৃদয়ে আঘাত লাগে, তাহা হইলে পরমুহূর্ত্ত হইতে আমার কথা ভুলিয়া যাইবেন; আমার কথা শ্রবণে কখনও স্বামীর প্রতি অভক্তি প্রকাশ করিবেন না; আমার কথা শ্রবণে আপনার শাশুড়ীর প্রতি তাচ্ছল্য ভাব প্রকাশ করিবেন না।'

এই কথা বলা হইতে না হইতেই স্বর্ণলতা বলিলেন 'কেবল এই কথা মাত্র? এক্ষণই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলাম; আপনি যদি বলিতেন সমস্ত সংসার পরিত্যাগ করিয়া তোমার শাশুড়ীকে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা হইলেও আমি ফিরিতাম না; যদি বলিতেন এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া আর কে

মরিতে হইবে, তাহলেও আমি অসম্মত হইতাম না; আপনি কি কথা বলিবেন জানি না, কিন্তু আমি জানি বিরাজমোহনের জননীর যতই দোষ থাকুক না কেন, তিনি বিরাজমোহনের অবজ্ঞার পাত্রী হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু আমার নিকট তিনি সমভাবে চিরকাল ভক্তির অঞ্জলি পাইবেন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন তবে শুনুন, "বিরাজমোহনের জননী যখন দশবৎসরের বালিকা তখন তিনি বিধবা হন, তাঁহার পিত্রালয় হোসনপুরে। যখন তাঁহার পূর্ণ যৌবন, তখন পুরুষের প্রলোভনে ভুলিয়া তিনি অভিসার পথে যাইয়া স্বীয় জীবনকে কলুষিত করেন; হোসনপুরের কালীকান্ত চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। উপযুক্ত সময়ে সৌদামিনীর গর্ভ সঞ্চার হইল; সেই গর্ভে দশমাসে বিরাজমোহন জন্মগ্রহণ করেন। বিধবার সন্তান হইয়াছে একথা যখন হোসনপুরে পরিব্যাপ্ত হইল, সকলে তখন বলিতে লাগিল, সন্তানকে মারিয়া ফেল; কিন্তু কালীকান্ত চক্রবর্ত্তী ৬১ দিনের দিন একটী হাঁড়ির মধ্যে ভরিয়া বিরাজমোহনকে হোসনপুরের ক্ষুদ্র নদীর জলে ভাসাইয়া দিলেন; বিরাজমোহনের মাতা পুত্রের প্রতি এতাদৃশ নিষ্ঠুর ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া মরিবার জন্য জলে ঝাঁপদিলেন; তারপর যখন তাঁহাকে অচেতন অবস্থায় জল হইতে তোলা হইয়াছিল, তখন হাঁড়ি অনেকদূর ভাসিয়া দৃশ্যের অতীত হইয়াছিল, বিশেষতঃ সৌদামিনীর বাঁচিবার পথ কখন যে আবিষ্কার হইল, তাহাও তিনি জানিতে পারেন নাই। সেই হাঁড়ি ভাসিতে ভাসিতে পরদিন প্রাতঃকালে এক প্রশস্ত নদীর তটে যাইয়া উপস্থিত হইল, সেই তীরে কয়েকজন কৃষক বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল, তাহারা ঐ হাঁড়িটীকে ধরিয়া তীরে তুলিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে সেই স্থানে সেই সময়ে বলরাম দে নামক জনৈক কায়স্থ আসিয়া উপস্থিত হয়, সে বিরাজমোহনকে লইয়া নিজ ভবনে গমন করে; সেইখানে তাহার স্ত্রী বিরাজমোহনকে স্বীয় পুত্রের ন্যায় একবৎসর পর্য্যন্ত পালন করে। তারপর যখন সুরম্যগ্রামের সরকারেরা পোষ্যপুত্র অনুসন্ধান করিতে তথায় উপস্থিত হয়, তখন বলরামদের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল, সে অর্থের লোভে বিরাজমোহনকে পাঁচ শত টাকা লইয়া বিক্রয় করে। তোমার স্বামী সেই বিরাজমোহন। তোমার শাশুড়ী এখনও জীবিতা আছেন, শ্বশুর জীবিত কি মৃত তাহা আমি বলিব না।'

স্বর্ণলতা উৎসুক চিত্তে বলিলেন,—'শাশুড়ী ঠাকুরাণ কোথায় আছেন?

ব্রাহ্মণ। সে কথা এক্ষণ বলিব না, তবে যখন বুঝিব সৌদামিনীর অবস্থা পরিবর্ত্তনের সময় হইয়াছে, তখন তাহাকে আনিয়া দিব। এক্ষণ তিনি কোথায় আছেন, সে কথা বলিলে হয়ত তাহার জন্য আপনার কিম্বা বিরাজমোহনের তাদৃশ কষ্ট হইবে না, কারণ একবার তাঁহাকে দেখিলে, তারপর মনের গতি নিশ্চয় ফিরিয়া যাইবে।

স্বর্ণলতা। মনের গতি ফিরিয়া যাইবে? যে মনেরগতি ফিরিয়া যাইতে পারে, আমার কিম্বা বিরাজমোহনের সে প্রকার মন নহে।

ব্রাহ্মণ। তা যাহাই হউক আপনি চেষ্টা করিয়া দেখুন, যখন সৌদামিনীকে বিরাজমোহন সমাজে তুলিয়া স্বীয় জননীর ন্যায় ভক্তি করিতে প্রস্তুত হইবেন, তখন সৌদামিনীর অনুসন্ধান করিতে হইবে না; আর যদি সে সময় উপস্থিত না হয়, তবে আর কখনও তাঁহার মুখ প্রকাশিত হইবে না। পুত্রমুখদর্শন মাতার জীবনের প্রধান কামনা, প্রধান সাধনা, সৌদামিনী সে সুখ হইতে বঞ্চিতা নহে; বিরাজমোহনকে সে সর্ব্বদা না হউক, মাসের মধ্যে একবার করিয়া অন্ততঃ দেখিতে পায়। আপনি আজ বাড়ীতে গমন করুন, আবশ্যক হইলে উপযুক্ত সময়ে সকল কথা আপনার স্বামীর নিকট বলিবেন, তিনি কতদূর সন্তুষ্ট হয়েন, তাহা যেন আমি একবার জানিতে পারি। আর যদি সৌদামিনীকে উদ্ধার করিবার সময় হয় বুঝেন, তবে তাঁহাকে লইয়া একদিন আমার নিকট আসিবেন।

স্বর্ণলতা বলিলেন, তাহাই করিব।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

এতদিন পর।

কৃষ্ণকান্তের ছোট ভ্রাতা, অনাথা বিনোদিনীর পিতার নাম দীননাথ সরকার। দীননাথ সরকার একজন বুদ্ধিমান লোক বলিয়া সুরম্যগ্রামে পরিচিত, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কৃষ্ণকান্তের স্নেহের বাধ্যবর্ত্তী হইয়া যে দিবস

বৃদ্ধ বয়সে দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তারপর তাঁহার বুদ্ধির তেজ ক্রমে ক্রমে অন্তরে নির্ব্বাপিত হইতে আরম্ভ হয়। আমরা যে সময় হইতে এই দীননাথের সহিত পরিচিত হইয়াছি, তখন হইতে ইঁহাকে একটী নিরেট বোকার ন্যায় দেখিয়া আসিতেছি। ভার্য্যার অল্পবয়স, দীননাথ ছিন্নমুণ্ড মক্ষিকার ন্যায় উন্মত্ত হইয়া দিকশূন্য সংসারে ভ্রাম্যমান, বল, বুদ্ধি, সৎগুণ সকলই জীবনকে ছাড়িয়াছে। দীননাথ দিন কয়েক পর্য্যন্ত গাধার ন্যায় ভার্য্যার কথায় কার্য্যক্ষেত্রে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে ফিরিবার পথ অন্বেষণ করিতেছেন। দীননাথের নব যুবতী এক্ষণ অনাদরের হইয়া উঠিতেছেন; দীননাথ এক্ষণ ভাবেন, 'কি জন্য সংসারের মত্ততায় মনুষ্যত্ব হইতে বঞ্চিত হইতে বসিয়াছি।

দীননাথ বৃদ্ধবয়সে এই প্রকার মত্ততার হাত এড়াইবার জন্য উৎসুখ, এক্ষণ তিনি কি প্রকারে সময়াতিপাত করেন, তাহা কে বলিতে পারে? একটী বকুল বৃক্ষের গাছ, দীননাথ সরকারের জীবনের পাঁচকাল দেখিয়াছে, শৈশব, বাল্য, কিশোর, যৌবন, প্রৌঢ়; এই পাঁচ কালের অভিনয় দেখিয়া অদ্যাবধিও জীবিত রহিয়াছে। আর এই বৃদ্ধকালে দীননাথ এই প্রকার অভিনয় দেখাইতেছেন;—যে পুষ্প প্রৌঢ় অবস্থায় চয়ন করিয়া দেবার্চ্চনার জন্য পুষ্পপাত্রে সাজাইয়া রাখিতেন, সেই বকুল পুষ্পে বৃদ্ধবয়সে যুবতী ভার্য্যার জন্য মালা গাঁথিয়া কত সুখ পাইতেছেন। দীননাথ সরকার অপরাহ্ণে আজও ফুল তুলিতে বকুল তলায় গমন করেন, কিন্তু জানেন না, বুঝেন না, এক্ষণ এই মালা দ্বারা কাহাকে সাজাইবেন, কাহার মন রাখিবেন। ভাবিয়া ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারেন না, অনিচ্ছায় সেই মালা অদ্যাবধিও তাঁহার ভার্য্যা উপহার প্রাপ্ত হন; উপহারে তাঁহার স্ত্রী বিরলে বসিয়া বৃদ্ধের মত্ততার কথা চিন্তা করিতে করিতে আনন্দে হাসেন, হাসিয়া আবার বৃদ্ধের নৃত্য দেখিবার জন্য সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। দীননাথ সরকার এক্ষণও তাঁহার স্ত্রীর কথায় নৃত্য করেন; ভার্য্যার অহঙ্কার ও মানের ছটা আজও তিনি সহ্য করিতে পারেন না।

গণকের সহিত কথোপকথনের পরদিন বৈকালে দীননাথ সরকার বকুল তলায় বসিয়া মালা গাঁথিতেছেন, আর ভাবিতেছিলেন, এ মালা কাহার জন্য? স্ত্রীর গলায় আর মালা পরাইব না,—এতকাল স্ত্রীর বশবর্ত্তী হইয়া দুইটী কন্যাকে কষ্টের সাগরে ভাসাইয়াছি,—এতদিন তাহারা কতকষ্টই সহ্য করিয়াছে।

বিরাজ-মোহন না থাকিলে তাহারা এতদিন মরিত, তাহাদিগের কথা মনে হইলে পাষাণও বিগলিত হয়, কিন্তু আমি পিতা হইয়াও একাল পর্য্যন্ত পাষাণ হৃদয়ে তাহাদিগের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছি, তাহাদিগের কষ্ট দেখিয়াও চক্ষের জল ফেলি নাই। গণক আমাকে যে প্রকার তিরস্কার করিলেন, বাস্তবিকই আমি সে তিরস্কারের উপযুক্ত। হরকুমারী এবং বিনোদিনীর জন্য বিরাজমোহন যাহা করিয়াছে তাহা স্মরণ করিলে ইচ্ছা হয় এই মালা আজ বিরাজ-মোহনের গলায় পরাইয়া দেই, এ জীবন সার্থক হউক! বিরাজমোহনকে খালাস করিবার জন্য বিনো আমার নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া কত কথা বলিল, আমি স্ত্রীর কথায় সে সকল ভুলিয়া বিরাজমোহনের উদ্ধারের জন্য কিছুই করিলাম না; এখন সেই বিরাজমোহন খালাস হইয়া আসিয়াছে, আজ তাহার গলায় এই মালা পরাইলে মানুষে বলিবে 'অসময়ে কেহই কিছু না, সুসময়ে সকলেই আপন।' মানুষ্যের কথায় কি হইবে? আমি এতদিন স্ত্রীর মন্ত্রণার বশবর্ত্তী হইয়া যে সকল কার্য্য করিয়াছি তাহাতে কি কেহই কিছু বলে নাই? তবে আজ সৎকার্য্যের সময়ে মানুষের কথায় ভয় করিব কি জন্য? বিরাজমোহন কি মনে করিবে?—সেও যদি তাহাই ভাবে তবে আমার সকলই বৃথা হইবে। এই প্রকার কতই চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়ে আবার সেই গণক আসিয়া উপস্থিত হইলেন, গণকের নাম কি, তাহা আমরা বলিব না।

গণক আসিতে আসিতেই দীননাথ প্রণত হইয়া বলিলেন, দেব! আপনি আমাকে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, আমি তাহা বুঝিয়েছি; মনে ঠিক করিয়াছি, আমি আপনার কথানুসারে চলিব।

ব্রাহ্মণ হস্তোত্তোলন করিয়া বলিলেন 'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, এত কাল পরে তোমার যে জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়াছে, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। তুমি ভার্য্যার হাত এড়াইবে কি প্রকারে, সেটা আমার একটা ভাবনা।

দীননাথ। আপনি একথা বলিতে পারেন বটে। আমি একাল পর্য্যন্ত যে মত্ততার দাস ছিলাম, সহসা তাহা কি প্রকারে বিস্মৃত হইবে, কিম্বা হঠাৎ কি প্রকারে স্ত্রীর হাত এড়াইব, সেটা একটা গুরুতর চিন্তার কথা। কিন্তু নিশ্চয় জানিবেন, অনাথা বালিকাকে দুঃখসাগর হইতে উঠাইতে আমি আর কখনই শৈথিল্য করিব না। এখন আপনার আশীর্ব্বাদ, আর আমার মনের বল!

ব্রাহ্মণ।—সে যাহা হউক, আমি আজ তোমার নিকট আর একটা কথা বলিতে আসিয়াছি, পূর্ণচন্দ্র এবং বিরাজ-মোহন নির্দ্দোষী বলিয়া খালাস পাইয়াছে, এক্ষণ একটু চেষ্টা করিলে গোবিন্দ বসুকে ঘোর বিপাকে নিক্ষেপ করা যাইতে পারে। তাহার মেয়াদ হইলে বিরাজমোহনের বিষয়ের কোন গোল ঘটে না; কিন্তু গোবিন্দ বসুর সরকার টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া, যাহাতে মকর্দ্দমা ডিসমিস্ হয়, তৎপক্ষে বিশেষ চেষ্টা করিতেছে, কল্য রাত্রে একজন লোককে ১০০০ এক হাজার টাকা দিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, সে লোকটী স্বীকার করিবে 'আমিই অর্থের প্রত্যাশী হইয়া বিরাজ-মোহনের মাতা উজ্জ্বলাময়ীকে হত্যা করিয়াছি।' একথার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলে, এমন লোক দেখি না; বিরাজ-মোহন প্রাণান্তেও অন্যের স্বার্থের কণ্টক হইয়া মকর্দ্দমার জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা করিবে না, এক্ষণ তুমি যদি বিরাজ-মোহনের জন্য, বিশেষতঃ তোমার কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুরোধে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে বিরাজ-মোহন পথের ভিকারী হয় না।

দীননাথ। আপনি যাহা বলেন, তাহা সকলি করিতে পারি; কিন্তু কথা এই, আপনি যাহা বলিলেন তাহার সময় অতীত হইয়াছে, সেই লোক বোধ হয় এতক্ষণ হাজির হইয়া সকল স্বীকার করিয়াছে; একবার স্বীকার করিয়া থাকিলে, তাহা অপ্রমাণ করা সহজ কথা নহে; তবুও একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব।

ব্রাহ্মণ বলিলেন তুমি একটু বিলম্ব কর, আমি বিরাজ-মোহনকে লইয়া আসিতেছি। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলে, দীননাথ মনে মনে ভাবিলেন 'হয় এইবার বিরাজ-মোহনের জন্য সংসার ত্যাগ করিব, না হয় মরিব, তবুও বিরাজকে পথের ভিকারী হইতে দিব না।

ক্ষণকাল পরে বিরাজ-মোহনকে লইয়া ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইলেন; বিরাজ-মোহন মস্তক অবনত করিয়া বলিলেন, কাকা! আপনি আমাকে স্মরণ করিয়াছেন কি জন্য?

দীননাথ বলিলেন, ইনি কি বলেন, শুন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, বিরাজ! গোপনে তোমার নিকট কোন কথা বলিলেও অসঙ্গত হইত না, কিন্তু আমি তাহা অপেক্ষাও ভাল সময় পাইয়াছি, তাই আজ তোমার কাকার সমক্ষেই তোমাকে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব যথার্থ উত্তর দিলে চিরবাধিত হইব।

বিরাজমোহন মস্তক নত করিলেন, সারল্যভাব সহসা যেন তাঁহার নয়নপ্রান্ত বিদ্যুতের ন্যায় অতিক্রম করিল; বলিলেন, আমার উত্তরে যদি আপনি সন্তুষ্ট হন, তবে তাহা নিশ্চয় করিব; আমার জীবনে এমন কোন কথা নাই, যাহা অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে না পারি, আপনার যাহা জিজ্ঞাসা করিবার থাকে, বলুন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন 'তুমি না বুঝিতে পার এমন কিছুই নাই, বুঝিয়াও স্বার্থ পরিত্যাগ করিতেছ কি জন্য? যে প্রকারেই হউক, তুমি কৃষ্ণকান্ত সরকারের অর্দ্ধেক বিষয়ের উত্তরাধিকারী; তোমার পিতার মৃত্যুর সময় তিনি যে উইল করিয়াছিলেন, তাহাতেও তোমাকেই সেই বিষয় দিয়া গিয়াছিলেন; তোমার মামার কুমন্ত্রণায় তোমার মাতাঠাকুরাণী একখানি অপ্রামাণিক উইল-দ্বারা সেই তোমার পিতার প্রদত্ত বিষয় তোমার মামাকে অর্পণ করিয়াছেন। তোমাকে যে কারণে ত্যজ্য পুত্র করিয়াছেন, সে কারণ কিছুই নহে; তোমার ধর্ম্ম সম্বন্ধে তোমার মনে যাহাই থাকুক, আইন মন লইয়া নহে, আইন সমাজ লইয়া। তোমার মনের ভাব হিন্দুধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও, তুমি প্রকাশ্যে আজ পর্য্যন্তও হিন্দু বলিয়া পরিচিত, তজ্জন্য তোমার মাতার উইল অপ্রামাণিক; তুমি যখন উইলের প্রতিবাদ করিবে, তখনই তোমার বিষয় তোমার হইবে, তুমি এই স্বার্থত্যাগ করিবে কি জন্য?

বিরাজমোহন বলিলেন, কি জন্য তাহা জানি না, মনের কথা যদি জিজ্ঞাসা করেন তবে আমি বলিব, আমি বিশুদ্ধ ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম মানি না, আমি চিরকালই হিন্দু; কিন্তু সে সকল কথায় কাজ কি? কাহারও মনে কষ্ট দিতে আমার ইচ্ছা নাই। আমার পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিলে ইচ্ছা হয়, এই মুহূর্ত্তে সংসার পরিত্যাগ করিয়া বিজন অরণ্যে বাস করিতে যাই। কাজ কি? আমার ধন ঐশ্বর্য্যের প্রয়োজন কি, জানি না। আর যাহা আমার তাহা আমারই চিরকাল থাকিবে, কারণ আমি অন্যের স্বার্থে কণ্টক রোপণ করিতে যত্নশীল হইব না; আমার বস্তু পাইবার জন্য আমি আবার চেষ্টা করিব কি জন্য? আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি, এই বিষয়ের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই, তাই বিষয় অন্যের হাতে গিয়াছে; যাহা অন্যের তাহাতে আমি লোভ করিব কি জন্য? এই বিষয়ে আমার অধিকার নাই, থাকিলে যে মাতা ঠাকুরাণী চিরকাল আমার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন, সহসা তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইত না, সহসা তিনি এই সংসারের কুটিল পথে পদার্পণ করিতেন

না। যাহা হউক আমি পরের বিষয় পাইবার জন্য কোন চেষ্টার আবশ্যকতা স্বীকার করি না; আমি বিষয়ের জন্য কিছুই করিব না, বিষয়ে আমার কোন স্বার্থ নাই; বৃথা অন্যের স্বার্থের কণ্টক হয়ে রহিয়াছি মনে করিয়াই আমি অম্লান বদনে এই বিষয়-ত্যাগ সহ্য করিয়াছি।

ব্রাহ্মণ বুঝিলেন, বিরাজমোহনের মনের গতিকে পরিবর্তন করা সহজ কথা নহে, বলিলেন বিরাজ! তোমার মামা যে প্রকার ন্যায় বিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া তোমার ঐশ্বর্য্য কাড়িয়া লইতেছেন, তাহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না?

বিরাজমোহন।—বুঝিতে পারি, কিন্তু মামার কিম্বা অন্যের অন্যায় কার্য্যের জন্য আমি কি করিব? ঈশ্বর আছেন, বিচার করিতে হয় তিনিই করিবেন; ন্যায়, অন্যায় বিচারের আমার কি ক্ষমতা?

ব্রাহ্মণ—তবে তুমি এই বিষয়ের জন্য কোন চেষ্টা করিবে না?

বিরাজ।—কখনই না, আমি জ্ঞানবশতঃ কখনই অন্যের স্বার্থের কণ্টক হইব না।

ব্রাহ্মণ।—যদি অন্য কেহ তোমার জন্য তোমার মামার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হয়?

বিরাজ।—সেই অন্য কেহ আমার আত্মীয় হইলে, আমি নিষেধ করিব, সে নিষেধে আমার স্বার্থ আছে। আমি মাতার মৃত্যুর কথা বিস্মৃত হই নাই; এই বিষয়ের জন্য যে মামার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে, তাহার পরিণাম ভাবিলেও আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়; আমি প্রাণান্তেও আত্মীয় বান্ধবকে এই প্রকার কার্য্যে লিপ্ত হইতে দিব না।

ব্রাহ্মণ। বৈষয়িক ব্যাপার সম্বন্ধে তুমি অদ্যাবধিও বালক; তুমি ইহার কুটিল রাজ্যে আজ পর্য্যন্তও পদার্পণ করিতে পার নাই; তোমার মামা যে প্রকার বৈষয়িক, তাঁহার অপেক্ষাও গুরুতর কুটিল বুদ্ধিসম্পন্ন লোক আছেন, তোমার যদি অন্য কোন আপত্তি না থাকে, তবে মৃত্যুর ভয় করিও না।

বিরাজমোহন একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—যদি মৃত্যুর ভয় না থাকে, তবে আমার যে আত্মীয় এই বিষয় উদ্ধার করিবেন, আমি তাঁহাকে ইহা দান করিব; তবুও আমি গ্রহণ করিব না।

ব্রাহ্মণ যাই উত্তর করিতে আরম্ভ করিলেন, অমনি দীননাথ সরকার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিলেন। সে দৃষ্টির অর্থ ব্রাহ্মণ বুঝিলেন, বুঝিয়া বলিলেন, না—তবে তোমার কোন আত্মীয়ই এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন না; কারণ

তোমার বিষয় অন্যের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া নিজে ভোগ করিবেন, এমন লোভী, স্বার্থপর তোমার কোন আত্মীয় নাই। তোমার বিষয় রক্ষার আর উপায় নাই।

বিরাজ।—আমি উপায় চাহিনা; আপনি কি এই কথা বলিবার জন্য আমাকে ডাকিয়াছিলেন? তবে আমি এক্ষণ যাই।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, এ একটী কথা বটে, আরও একটী কথা আছে, ক্ষণকাল অপেক্ষা কর।

বিরাজমোহন দাঁড়াইয়া রহিলেন, ব্রাহ্মণ দীননাথ সরকারের হাত ধরিয়া একটু দূরে সরিয়া গোপনে কি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আর একটী কথা,—তোমার অনাথা ভগিনী বিনোদিনী আর পূর্ণবাবু সম্বন্ধে। তুমি বিনোদিনীর সম্বন্ধে যাহা জান তাহা আমারা জানিতে চাই; জানিতে চাই—পূর্ণবাবুর ভালবাসা কোন্ রকমের?

বিরাজমোহন।—বিনোদিনীর কথা জানিবার জন্য আপনারা এত ব্যাকুল হইয়াছেন কি জন্য? আমি আমার জীবনের দুইটী উদ্দেশ্য পালন করিবার জন্য সমস্ত বিষয় চিন্তা হইতে দূরে থাকিতে অভিলাষী; সেই দুইটী উদ্দেশ্যের একটী বিনোদিনীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণকরা। সহসা আপনাদের নিকট কোন কথা বলিলে, পাছে আমার সেই উদ্দেশ্য পালনের পক্ষে ব্যাঘাৎ ঘটে, তজ্জন্য বলিতে একটু সঙ্কুচিত হই, আমি বিনোদিনীর সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারিব না, আমাকে ক্ষমা করিবেন।

ব্রাহ্মণ।—যদি বুঝিতাম তোমার কর্ত্তব্য কার্য্যের ব্যাঘাৎ ঘটিতে পারে, তাহা হইলে তোমাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতাম না। আমি তোমাকে বিলক্ষণ জানি,—জানি তোমার কর্ত্তব্য কার্য্য তুমি পালন করিবার জন্য সমস্ত সংসার, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত নও; বিনোদিনীর অবস্থার পরিবর্ত্তন তোমার জীবনের একটী কর্ত্তব্য কার্য্য, এসকল জানিয়াও তোমাকে জিজ্ঞাসা করি কেন, তুমি বুঝিতে পার না? তোমার জীবনের কর্ত্তব্য কার্য্যে বাধা দেওয়া, আমার উদ্দেশ্য নহে; আর আমার ন্যায় লোকের বাধাতেই বা কি হইতে পারে? তুমি নিঃসন্দেহ চিত্তে বল, এসম্বন্ধে তোমার কাকার সহিত আমার কথাবার্ত্তা এক প্রকার ঠিক হয়েছে; তিনিও বিনোদিনীর জন্য সমাজ ছাড়িতে সম্মত আছেন।

বিরাজমোহন বলিলেন, তবে বলি শুনুন,—যদি সংসারে বিমল, বিশুদ্ধ

প্রেমের অস্তিত্ব সম্ভব হয়, তবে তাহা বিনোদিনী এবং পূর্ণবাবুর মধ্যে আছে। পূর্ণবাবু বিনোদিনীকে বিবাহ করিতে সম্মত আছেন।

দীননাথ সরকার মনে মনে হাসিলেন, ব্রাহ্মণ তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আর কিছু কি জানিতে বাকী আছে?"

দীননাথ সরকার উত্তর করিলেন না। ব্রাহ্মণ বলিলেন বিরাজ!, তোমার বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য আমি এবং তোমার খুল্লতাত দুই জনেই চেষ্টিত রহিলাম, এক্ষণ তুমি যাও।

বিরাজমোহন মনে মনে ভাবিলেন, সদিচ্ছা অপূর্ণ থাকে না।"

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কি কর্ত্তব্য?

স্বভাবের শোভা কি মধুময়,—সরোবরে পদ্মফুল ফুটিয়াছে, ভ্রমরগণ তাহার উপর গুণ গুণ করিয়া উড়িতেছে, একবার ফুলে পড়িতেছে, আবার উড়িতেছে, আবার গুণ গুণ করিয়া অন্য ফুলে পড়িতেছে, স্বচ্ছ সলিল এসকল কিছুই জানিতেছে না। মৎস্যগুলি জলরাশি ভেদ করিয়া একবার একবার ভাসিতেছে, আবার ডুবিতেছে। সরোবর পাষাণময়; তীরে একটী মনুষ্য বেড়াইতেছেন, তাঁহার নাম পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। পূর্ণবাবু ভাবিতেছিলেন,— "সংসারের কোন্ বস্তু এত প্রিয় যে তাহাতে মনুষ্যের মনকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারে? এ কি আশ্চর্য্যের কথা? আমি কি বুঝিব, আমি একা, আমার আকর্ষণের পদার্থ কিছুই নাই,—আত্মীয়কুল নীরব শ্মশানের ন্যায়। কোন্ পদার্থে কাহার আকর্ষণ আমি জানি না, কিন্তু আমার আকর্ষণ কোন্ পদার্থে? প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করিলে নয়ন হইতে অবিরল ধারায় বারি বর্ষিত হয়, তাহাতে মন আকৃষ্ট হয় কি না, বুঝি না। আর আকর্ষণের পদার্থ কি? হৃদয়ের একস্থান শিহরিয়া উঠিল যে? হৃদয় কি কোমল পদার্থ! এই হৃদয় আছে বলিয়া এতদিন জীবিত রহিয়াছি, এই হৃদয় আছে বলিয়া বিরাজমোহনের সরল ভাব পরিপূর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া আমি ভুলিয়া যাই,

এই হৃদয় আছে বলিয়া বিনোর কথা বড়ই মিষ্ট লাগে। আমি আজ কাল এত চঞ্চল হয়েছি কেন ? বিরাজমোহনের মন দিন দিন গাঢ়কালিমায় আবৃত হইতেছে, আর বিনোর সৌন্দর্য্যরাশি মলিন হইতেছে, বিনোর মুখে আর হাসি নৃত্য করে না, বিনোর মুখে আর সে প্রকার সুমিষ্ট স্বর শুনিতে পাই না। কি করিব ? প্রিয় পদার্থের এতাদৃশ ভাব বড়ই দুঃখজনক। বিষয় লইয়া যে গোলযোগ উঠিয়াছে, শীঘ্র থামিবে, এমন আশা আমার মনে স্থান পায় না ; বিরাজমোহন বিষয় আশয় সকলি পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী ; তাঁহার মন এ সকল পদার্থে আকৃষ্ট হয় না ; বিরাজমোহন কি মনে ভাবে তাহা কি প্রকারে বুঝিব ? আর বিনোদিনী ? সুকোমল পুষ্পে সংসার কীটের দংশন, বিনোদিনীর মন কি প্রকার আন্দোলিত তাহা তাহার মুখেই প্রকাশ পায়। কিন্তু আমার মন অস্থির হয় কেন ? বিরাজমোহনের জন্য আমার জীবন উৎসর্গ করিতে ইচ্ছা করে, ইচ্ছা—সমাজকণ্টকের মূলে অস্ত্রাঘাত করিয়া দেশকে রক্ষা করি। কিন্তু আমার সহায় কে ? একটী লোক দেখি না যে আমাকে সাহায্য করিবে। তবে একজন কেবল আমার সহায় আছেন। যাঁহার মহিমায় শরীরের শিরায়২ রক্তপ্রবাহ বয়, তাঁহার হস্ত সর্ব্বদাই আমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত ; তবে ভয় কি ? সমস্ত সংসারও যদি আমার বিরোধী হয়, তথাপি আমার ভয়ের কারণ দেখি না। আজ যদি দেশ-মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইত তাহা হইলে বিরাজমোহনের কষ্ট ছিল কি ; আর বিনোর মুখই বা মলিন হইবে কেন ? যাহা হউক, আর কতকাল এই হীনাবস্থায় থাকিয়া মনের আগুনে দগ্ধীভূত হইব ? মনে বল থাকিলে, এ সংসারে কাহার ভয় ? মনের বল বিধাতা ঈশ্বর, তাঁহার মঙ্গলময় হস্ত নিরীক্ষণ করিয়া সমাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে, কে কি করিবে ? রাজ্যের অধীশ্বর যিনি, তাঁহাকেও তুচ্ছ জ্ঞান করি, যদি মনে বল পাই ; রাজার যাহা সাধ্য তাহা তিনি করিতে পারেন, তাহাতে সংস্কারকের প্রাণ বিয়োগ হইতে প্যারে, কিন্তু তথাপি উদ্যমের শেষ হইতে পারে না। আর সমাজ ? সক্রেটিসের ন্যায় শত শত লোক মৃত্যু মুখে পতিত হইতে পারেন বটে, কিন্তু সক্রেটিস কি মৃত্যুকে ভয় করিয়া চলিতেন ? কেহ হয় ত আমার লেখনী চালনা বন্ধ করিতে পারে, কেহ হয় ত আমার মুখবন্ধ করিবার উপায় আবিষ্কার করিতে পারে, কিন্তু মনের বেগ ফিরাইতে এই প্রশস্ত পৃথিবীর মধ্যে কে সমর্থ ? সুদৃঢ় লৌহময় ফাঁদেই আবদ্ধ হই, আর মেঘাবৃত প্রকাণ্ড পর্ব্বত-

মালা বেষ্টিত স্থানেই নীত হই, আমার মনকে বাঁধিতে পারে, এমন লোক ত দেখি না। তবে উদ্যমবিহীন হইব কি জন্য? তবে সমাজ সংস্কার করিতে যত্নশীল না হইয়া থাকিব কেন? তবে মনের প্রিয় পদার্থের দুঃখ-বিমোচনে যত্নবান হইব না কেন? মান, মর্য্যাদার কুহক জালে বদ্ধ হইয়া যে দেশের হীনাবস্থা বিস্মৃত হয়, তাহার জন্মে পৃথিবীর কি উপকার? যাহা হউক আমার এক্ষণ কি করা উচিত? সমাজের বিরুদ্ধে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া কি করিতে পারি? কি করিতে পারি, তাহা ভাবিতে বসিলে নৈরাশ মনে নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে; কিন্তু কর্ত্তব্যের সম্মুখে আর ফলাফলের ভাবনা কি? যাহা কর্ত্তব্য তাহা প্রত্যেকেরই সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করা উচিত; সকলেই কি কৃতকার্য্য হয়? ভবিষ্যতের ফলাফল ঠিক করিয়া গণনা করিতে পারিলে কার্য্যের সময় কে ভাবিত? আর যদি কিছু না পারি, স্বীয় জীবনে স্বীয় পরিবারের মধ্যেও ত কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিব, তাহাও যদি সকলে পারিতেন, তবে ত এতদিন দেশ স্বর্গ হইয়া যাইত। আমি নিজ জীবনে যাহা সম্পন্ন করিতে না পারি, তাহা অন্যকে বলিতে পারি না, তবে অগ্রে যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা করি, তাহা নিজ জীবনে সম্পন্ন করি। সমাজ হইতে বিচ্যুত হইব, তার ভয় কি? সমাজ কি পদার্থ? সমাজ যদি সুখের বস্তু হয়, তবে তাহা আদরনীয়, নচেৎ সমাজের প্রয়োজন কি? যে সমাজে থাকিতে গেলে প্রতি পদে পদে মতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া চলিতে হয়, যে সমাজে এক মুহূর্ত্তও সুখের চিহ্ন দেখি না, সে সমাজহইতে চ্যুত হইতে ভয় করা কাপুরুষের লক্ষণ।

বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না, এ বিষয়ে অনেক দিন ভাবিয়া ত ঠিক করিয়াছি 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য।' এক্ষণ যে প্রকার পাপের স্রোত বহিতেছে, তাহাতে এ কথা কে অস্বীকার করিতে পারেন? কিন্তু একটী কথা বিবাহ কি? সে দিন কয়েকটী ভদ্র-লোকের সহিত আলাপ করিয়া অবাক হইয়াছি। একজন বলিলেন—'একবার বিবাহ হইলে আর বিবাহ করা উচিত না, কারণ পরকালে যখন আবার মিলন হইবে, তখন এক রমণী কতজনকে পতিত্বে বরণ করিবে, আর একটী পুরুষই বা কতজনকে স্ত্রী-জ্ঞানে গ্রহণ করিবে। তিনি আরো বলিলেন, বিবাহ একবার ভিন্ন হইতে পারে না, কারণ লোকে এক সময়ে বহু পদার্থে মনার্পণ করিতে পারে না; তিনি বলেন, 'বহুবিবাহ ব্যভিচার মাত্র।' আর

একজন প্রশ্ন তুলিয়া বলিলেন, 'মনে কর, একটী ৭ বৎসরের বালিকার বিবাহ হইলে পর তাহার স্বামীর মৃত্যু হইল, তারপর ১৮ বৎসরের সময় পুনরায় তাহার ইচ্ছানুরূপ বিবাহ হইল, সেই স্ত্রী পরলোকে যাইয়া কাহাকে পতি বলিয়া স্বীকার করিবে।' এই কথার উত্তরে প্রথম ব্যক্তি বলিলেন বিবাহ কোন ঘটনা নহে, মন্ত্র-পাঠ প্রভৃতি বিবাহের লক্ষণ হইলে, সে স্ত্রী বিপদে পড়ে বটে, কিন্তু আমার মতে বিবাহ কোন ঘটনা নহে, বিবাহ 'মনোমিলন; সেই বালিকার মনোমিলন না হইয়াও যদি ঘটনাব বিবাহ হইয়া থাকে, তবে তাহাকে আমি বিবাহ বলিতে পারি না, সুতরাং সে স্ত্রী তাহার ইচ্ছানুরূপ মনোমিলিত স্বামীকেই 'পতি বলিবে।' তিনি আরো বলিলেন, বাল্য-বিবাহকে আমি বিবাহ বলি না, সুতরাং সে বিবাহ সম্বন্ধে কথাই উঠিতে পারে না।' এ প্রশ্ন শুনিয়াও দ্বিতীয় ব্যক্তির মন সন্তুষ্ট হইল না, তিনি আবার বলিলেন, "মনোমিলন" কি? একজনের মনে অন্য মনের মিলন সহজ কথা নহে, আজ যাহার মনে আমার মন মিলে বুঝিতেছি, হয় ত একদিন সে মিলনে আবার বিচ্ছেদ হইবে; হইবে কেন, অহরহ হইয়া থাকে। আজীবন চেষ্টা করিয়াও কাহারও মনে মন মিলে কি না সন্দেহ স্থল; তবে কি সংসারে বিবাহ হইবে না? কিম্বা একবার একজনের সহিত একজনের মন মিলিয়া আবার যদি সে মিলন ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে কি হইবে; তখন তাহারা কি আবার অন্য বিবাহ করিতে পাবে?" এ কথার উত্তর করিবার সময় প্রথম ব্যক্তি মহাবিপদে পড়িলেন; আমিও সে দিন যেন সহসা ঘোরতর আন্দোলনে পড়িলাম, তখন মনের মধ্যে কতপ্রকার সন্দেহ উঠিতে লাগিল। কিন্তু এক্ষণ ভাবিতেছি, পরকালের মিলন সম্বন্ধে আমি কি জানি, কি বুঝি। যদি কেহ পরকাল হইতে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিত, তাহা হইলে বাস্তবিকই সন্দেহে পড়িতাম, কিন্তু চিন্তা করিয়া পরকাল সম্বন্ধে কি ঠিক করিব, ঠিক করিয়া ইহলোকে কি প্রকারে সতর্ক হইয়া চলিব, বুঝি না। যাহারা পরকাল সম্বন্ধে ঐ প্রকাব মিলন নিশ্চয় বুঝিয়াছেন, তাহারা ইহলোকে সতর্ক হউন, কিন্তু তাতে আমার কি? আমি পরকাল বিশ্বাস করি মাত্র, আত্মার বিনাশ নাই, একথা স্বার্থের জন্যই হউক, যাহাই হউক, মনের মধ্যে যেন দৃঢ় হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু বিশেষ কি বলিতে পারি যে, এখন হইতেই সেই প্রকারে চলিব। এখন বুঝি জ্ঞান ও বিবেক যে পথে লইয়া যায়, সেই পথেই যাই। এখন সংসারের যাহাতে উপকার হয়,

তাহা করাই উচিত মনে করি; হয় ত এক যুগান্তর পর এক্ষণকার মত ঠিক নাও থাকিতে পারে, হয় ত এক্ষণকার অভাব আর পঞ্চাশ বৎসর পর নাও থাকিতে পারে, তখন যাহা কর্ত্তব্য তাহা সেই সময়কার লোকেরা ঠিক করিবে, আমরা তাহা কেন ঠিক করিব? আজ যাহা হইতে বিষ উদ্গীরণ হইতে দেখিয়া তাহাকে পদতলে পেষিত করিতে অভিলাষী হইয়াছি, হয় ত সময়ে, আবার তাহা হইতে অমৃত বর্ষিত হইতে দেখিয়া আদরে হৃদয়ে আলিঙ্গন করিব। আজ অল্পবয়স্কা বিধবাদিগের আর্ত্তনাদে মেদিনী কম্পিত, আজ ধরাতল শোকার্ত্ত, আজ বঙ্গপ্রদেশ পাপস্রোতে প্লাবিত, আজ যদি আমরা ইহাদিগের দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা না করি, তবে অবশ্যই ঈশ্বরের নিকট দোষী হইব। বিবাহ কোন ঘটনা নহে, তাহা ত আমার মনও বলে, যখন মন-মিলনের বিবাহ প্রথা প্রচলিত হইবে, তখন যাহা হয় হইবে, এক্ষণও ত মন মিলনের বিবাহ দেখিতে পাই না। তবে কিজন্য সে বিষয় চিন্তা করিয়া এক্ষণ মনকে সন্দেহজালে পূর্ণ করিব? এইক্ষণ বিবেক যে পথে যাইতে বলিবে, সেই পথে চলিব। এক্ষণ জ্ঞান ও বুদ্ধিতে যাহা কর্ত্তব্য বুঝিব তাহাই করিব। যদি তাহা না করি, তবে নিশ্চয় ধর্ম্মের নিকট দায়ী হইব। কর্ত্তব্য কার্য্য পালন করাই সংসারীর পক্ষে পরম ধর্ম্ম। স্বাধীন ভাবে কর্ত্তব্য কার্য্য পালনের ন্যায় উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের অস্তিত্ব আমি জানি না, বুঝি না। আজ বুঝিতেছি বিধবা বিবাহ প্রচলিত করা কর্ত্তব্য কার্য্য; আজ পাপ স্রোতের কলঙ্ক নিরীক্ষণ করিয়া জ্ঞানের দ্বারা মনে অনুভব করিতেছি, এই স্রোত নিবারণ করা উচিত; এক্ষণ নিশ্চয় প্রাণপণে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিব। আবার যখন বুঝিব আর বিধবা বিবাহের আবশ্যক নাই, যখন 'মনোমিলনেই বিবাহ স্থিরীকৃত হইবে, তখন আর এ চেষ্টা করিব না। বর্ত্তমান সময়ের কর্ত্তব্য পালন করা এক্ষণ আমার প্রধান ধর্ম্ম, আমি অবশ্য আমার ধর্ম্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিব; যায় সংসার যাক; সংসার বিরোধী হয়, হউক; রাজা সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা আঘাত করে, করুক; রাজা সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা শরীরকে জ্বালাতন করে, করুক; আমি যাহা কর্ত্তব্য বুঝিব তাহা করিব, জীবনে মৃত্যু অপেক্ষা আর গুরুতর দণ্ড কি আছে, সেই মৃত্যুকেও কর্ত্তব্য পালন করিবার সময় আহ্লাদ সহকারে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত। তুমি আমার মুখ-বন্ধ করিতে পার, তুমি আমার লেখনী নিরস্ত করিতে পার, স্বীকার করি কিন্তু, আমার মনের বেগ, ধর্ম্মের বল, এবং কর্ত্তব্যের অনুরোধের সম্মুখে

কণ্টক রোপণ করিতে পার, এমন ক্ষমতা, মানব, তোমার নাই। তুমি আপনাকে যতই ক্ষমতাশালী মনে কর না কেন, আমার মন যাহা ভাল বুঝিতেছে, তোমার সাধ্য নাই যে, তুমি তাহাকে প্রতিবোধ করিতে পার। তবে মন যাহা চায় তাহা পাইব, তাহা গ্রহণ করিব, তবে মন যাহা কর্ত্তব্য মনে করে, তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য প্রাণমন সমর্পণ করিব,—বিনোদিনী আমার হইবে;—বিরাজমোহনের মাতা সমাজে আশ্রয় পাইবে। ঈশ্বর আমার সহায় হউন, আমি জীবনকে কর্ত্তব্যের স্রোতে ভাসাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিরাজমোহনের গৃহ সুখের না দুঃখের?

পিতা মাতার মুখচ্ছবি, পৃথিবীর মধ্যে সন্তানের নিকট যেমন প্রফুল্লকর, এমন আর কোন্ পদার্থ? সংসারের মধ্যে একটী স্থান আছে, যেখানে নির্ভয়ে একদিন সন্তান আশ্রয় লইয়া নিরাপদে সুখভোগ করিতে পারে, একটী স্থান আছে, যে স্থান কখনও সন্তানের নিকট অপ্রিয় বোধ হয় না। শিশু সন্তান যখন কথা বলিতেও শিক্ষা করে না, যখন সংসারের কোন সুখ দুঃখের ধার ধারে না, তখনও তাহারা মাতার ক্রোড়ের সুখের অধিকারী হইয়া প্রফুল্ল মুখে হাসে, তখনও মাতার মুখের প্রতি তাকাইয়া অস্ফুট স্বরে মনোভাব ব্যক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করে। আর মাতার ক্রোড় হইতে বিচ্যুত কর, তাহারা দুঃখের কোন পরাক্রম না জানিলেও, তাহাদের মুখ আপনা আপনি মলিন হয়, নয়ন হইতে বারি-ধারা পতিত হইতে থাকে। শিশুসন্তান যখন ক্রমে ক্রমে সময়ের পরাক্রমে বালকরূপে পরিচিত হইল, তখন মাতার আদর যেন শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। মাতাই যেন পৃথিবীর সকল, রাজভয়, লোকভয়, সংসারের সকল ভয়, মাতার শান্তি-প্রদ ক্রোড়ে বসিলে দূর হয়। বালকের যতদিন এই স্থান থাকে, ততদিন রাজার পরাক্রমেও তাহাকে ভীত করিতে পারে না, তখন সংসারের কোন পদার্থই শান্তি বিনাশ করিতে পারে না। বালকের মাতাই সর্ব্বস্ব বালকের সকল প্রকার নালিসের দণ্ড মাতার নিকট। মাতাই রমণী, মাতাই ঈশ্বরী, মাতাই সংসারের সর্ব্বস্ব

সেই বালকের মাতা চলিয়া গেল এই সময়, তারপর যখন অল্পে ২ জ্ঞান ও বুদ্ধি আসিয়া বালককে বয়সের উপযোগী করিতে লাগিল, তখন সেই ক্রোড় যেন শতধারে দয়ার স্রোত, মুক্ত নির্ঝরিণীর দ্বারা বাহির করিয়া দিতে লাগিল; তখন সংসার পথিকের বিষে জর্জ্জরিত মন শান্তি পাইল সেই অমৃতময়ী মাতার মুখচ্ছবি নিরীক্ষণ করিয়া,—সেই অমৃতময়ীর বাক্য সুধা পান করিয়া। এসংসারে মায়ের আদর জানে না, বুঝে না এমন লোক কে? যাহার মাতা আছে, তাহার এ সংসারে সকলি বর্ত্তমান; যাঁহার গৃহে মাতৃচরণ শোভা পায়, তাহার পৃথিবীর সকল কষ্ট ও দুঃখ দূর করিবার অবলম্বন আছে। আর যাহার মাতা নাই, তাহার গৃহ ও সংসার শ্মশান।

বিরাজমোহনের গৃহ কি সুখের বস্তু? যেদিন উজ্জ্বলাময়ীর অপমৃত্যু হইয়াছে, সেই দিন হইতে বিরাজমোহনের গৃহ শ্মশান হইয়াছে, তবুও ত উজ্জ্বলাময়ী বিরাজের গর্ব্ভধারিণী নহেন। বিরাজমোহন মাতার মৃত্যুতে একেবারে নৈরাশ হইয়াছেন; এতদিনও মনে যে সুখ ছিল, তাহার বিনাশে বিরাজ গৃহকে শ্মশান তুল্য জ্ঞান করিতেন; পূর্ণবাবু কত বুঝাইতেন, কিন্তু বিরাজ সে সকল কথায় কর্ণপাত করিয়াও যেন করিতেন না।

পূর্ণবাবু বলিতেন,—"বিরাজ! মাতা লইয়া কেহ চিরদিন এ সংসারে বসতি করে না, তোমার যে প্রকার ভার্য্যা, তাঁহার প্রতি তোমার ভালবাসার স্রোত ফিরাইতে যত্ন কর, সকল দুঃখ ভুলিয়া যাইতে পারিবে। একথার উত্তরে বিরাজমোহন কিছুই বলিতেন না, কেবল একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেন। তাহার অর্থ পূর্ণবাবু বুঝিতে পারিতেন; বুঝিতেন,— বিরাজের গর্ব্ভধারিণীর দর্শনসুখ হইতে বিরাজ চিরবঞ্চিত, বুঝিতেন—বিরাজের মন সর্ব্বদাই তাহার গর্ব্ভধারিণীর প্রতি ধাবিত। দীর্ঘনিশ্বাসের পর, পূর্ণবাবু বলিতেন, বিরাজ! অধৈর্য্য হইও না, তোমার মনোবাঞ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হইবে।'

সংসারে শুনিয়া থাকি, যুবকের নিকট স্ত্রীর ন্যায় ভালবাসার পদার্থ আর নাই। সংসারে শুনিয়া থাকি, যে যুবকের মন ভার্য্যার নিকট বাঁধা থাকে না, সে যুবক ঘোরতর পাতকী, ব্যভিচার দোষে দূষিত। বিরাজমোহন যুবক স্বর্ণলতা বাহুবেষ্টন করিয়া বিরাজকে ভালবাসার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত, বিরাজের মনকে আকৃষ্ট করিবার জন্য সর্ব্বদাই যত্নবতী, কিন্তু একদিনের জন্যও এই নীরস যুবকের মন প্রফুল্ল করিতে পারেন নাই। অনেকে ভাবিতে পারেন, স্বর্ণলতা বুদ্ধিহীনা,

স্বামীর মন কি প্রকারে আকর্ষণ করিতে হয়, তাহা জানিতেন না। বাস্তবিক তাহা নহে, স্বর্ণলতা রূপে গুণে প্রকৃত স্বর্ণলতা ; তাহা বিরাজমোহন জানিতেন ; জানিয়া দুঃখিত মনে ভাবিতেন,—এ রূপরাশি আমার জন্য সঞ্চিত কেন ? আমি ত ইহার আদর বুঝিলাম না। যে এ কথা বুঝে, তাঁহার মন আকৃষ্ট হয় না কেন ? এ কথা আমরা বুঝি না ; বিরাজমোহনের ন্যায় অবস্থাপন্ন লোক সকলই বুঝিতে পারেন।

স্বর্ণলতা গণকের নিকট আশ্বাস বাক্য পাইয়া এক্ষণ একটু আশ্বাসিত হইয়াছেন, হয় ত এতদিনপর বিরাজমোহনের প্রফুল্ল মুখ দেখিতে পাইবেন। স্বর্ণলতার যৌবন ঘোরতর অন্ধকারময়, মেঘে আবৃত ছিল : গণকের বাক্য যেন সুখতারা স্বরূপ সেই অন্ধকারের মধ্যে দীপ্তি পাইয়া, তাঁহাকে আহ্লাদিত মনে পথে চলিতে আহ্বান করিল। স্বর্ণলতার মুখ অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল হইল।

গণকের বাড়ী হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, স্বর্ণলতা অগ্রে স্বীয় শয়ন কক্ষে যাইয়া, বিছানা প্রভৃতি ধোলাই বস্ত্র দ্বারা পরিশোভিত করিলেন। নানা প্রকার পুষ্প তুলিয়া আনিয়া গৃহের চতুর্দ্দিক সাজাইলেন, শয়নকক্ষের দ্বারদেশে কতকগুলি ফুলের মালা পত্র পুষ্পের মধ্যে রাখিলেন, বিছানা সজ্জিত হইলে, এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সেই সকল রূপ দেখিয়া আপনা আপনি ভাবিতেছিলেন, আজও কি বিরাজমোহনের মুখ প্রফুল্ল দেখিব না ? ভাবিতেছিলেন, আজও কি বিরাজমোহনের মন হইতে কুচিন্তা দূর হইবে না ? আবার কতকগুলি ফুল লইয়া বিছানার চতুষ্পার্শ্বে সারি সারি রাখিলেন। একখানি পাত্রে কতকগুলি ভাল সামগ্রী রাখিয়া মনেং বলিলেন, আজ বিরাজের মুখে আমি এইগুলি তুলিয়া দিব। একটী পাত্রে জল পূর্ণ করিয়া তাহার উপরে একখানি গামছা রাখিয়া ভাবিলেন, আজ স্বামীর পা ধোয়াইয়া স্বীয় অঞ্চল দ্বারা মোছাইব। এক খানি দর্পণ এবং চিরুণী হাতে করিয়া ভাবিলেন, আজ স্বামীর চুল ফিরাইয়া দিব। টেবেলের উপরে কতকগুলি সুগন্ধযুক্ত দ্রব্য ছিল, তাহা দেখিয়া ভাবিলেন, উহার ঘ্রাণে বিরাজের মন প্রফুল্ল হইবে। একটী রূপার পানের ডিবায় কতকগুলি ভাল পান সাজিয়া রাখিলেন, ভাবিলেন আজ বিরাজমোহনের অধর রঞ্জিত হইবে, আর আমি দেখিব। ভাবিলেন, আজও কি পদ্ম প্রস্ফুটিত হইবে না, আজও কি বিরাজমোহনের মুখপদ্ম আবরিত থাকিবে, যদি থাকে তবে বলে যাইব,

গৃহ-সুখে প্রয়োজন কি? যদি আজও বিরাজমোহনের সকল চিন্তা দূর না হয়, যদি আজও বিরাজের মন প্রফুল্ল না দেখি, তবে নিশ্চয় সংসার ছাড়িব তবে নিশ্চয় জীবনের আশা পরিত্যাগ করিব।

এই ভাবিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ একটী মলিন মুখ, শুষ্কহৃদয়, নির্জ্জীব মূর্ত্তি যেন ধীরে ধীরে আসিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান হইল। ঘন মেঘে রবি আচ্ছাদিত হইলে, প্রস্ফুটিত কুসুম যেমন সহসা মলিন রূপ ধারণ করে, স্বর্ণলতার প্রফুল্ল চিত্ত ও যেন সেই দৃশ্যে সেইরূপ মলিন হইল। প্রশস্ত নদী-বক্ষ, আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হইলে, যে প্রকার মলিন ও চঞ্চল হয়, স্বর্ণলতার মনও সেই প্রকার মলিন ও চঞ্চল হইতে লাগিল; এতক্ষণের প্রফুল্লতা যেন সহসা অপহৃত হইল। স্বর্ণলতা বুঝিলেন, সে মূর্ত্তি বিরাজমোহনের।

বিরাজমোহন বলিলেন,—একি স্বর্ণ?

স্বর্ণ।—যাহা দেখিতেছ তাহাই; আজ তোমাকে বুঝাইয়া দিব, গৃহ কি প্রকার সুখকর স্থান।

বিরাজমোহন গম্ভীর ভাবে বলিলেন—'স্বর্ণ! আজ তোমাকে এত প্রফুল্ল দেখিলাম কেন? অনেক দিন তোমার মুখে হাসি দেখিয়াছি বটে; কিন্তু আজ তোমার মুখ যে প্রকার প্রফুল্ল দেখিলাম, এ প্রকার আর কখনও দেখি নাই।

স্বর্ণ। আজ আমাকে প্রফুল্ল দেখিয়া তুমি কি মনে ভাবিয়াছ?

বিরাজ।—কি ভাবিব? আমার এই প্রকার বিপদের সময় তোমার মুখ প্রফুল্ল কেন, কি প্রকারে বুঝিব? আমার কষ্টে কি তোমার আনন্দ হয়?

স্বর্ণলতার হৃদয়ে কালসর্প দংশন করিল, নয়ন হইতে অবিরল ধারায় জল পড়িতে লাগিল, বলিলেন, "বিরাজ!" বিরাজমোহন দেখিলেন স্বর্ণলতা সহসা তাহার পদতলে পড়িয়া গেল, আর তাঁহার বাহুদ্বয় তাহার পায়ের চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হইল; অনুভবে বুঝিলেন স্বর্ণলতার চক্ষের জলে তাহার পা সিক্ত হইতেছে। বিরাজমোহনের জীবনে এ প্রকার সুখকর ঘটনা আর কখনও ঘটে নাই, কিম্বা এ প্রকার ভাব আর কখন ও অনুভূত হয় নাই সেই নয়নজলে পদ সিক্ত হইতে না হইতেই বিরাজমোহনের সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠিল, মর্ম্মে যেন সহসা একটু আঘাত লাগিল, বিরাজমোহন জানিলেন না, তবুও তাহার নয়ন হইতে দুই এক বিন্দু জল পড়িল।

স্বর্ণলতা ক্রন্দনস্বরে বলিলেন 'তুমি যাহা বুঝিতে পার, আমি অবলা, আমার হৃদয় কোমল, আমি তাহা কি প্রকারে বুঝিব? তোমার দুঃখে আমার আমোদ হয়, একথা আমি কি প্রকারে বুঝিব? কিন্তু তোমার মুখে এই কঠোর বাক্য শুনিয়াও আমার প্রাণ বাহির হইল না কেন? যে সতী পতির মনের সুখসম্ভোগে বঞ্চিত, তাহার জীবন ধারণে প্রয়োজন কি, তাহার জীবনে সুখ কি? আমি সংসারের সকল কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি, কিন্তু তোমার মুখে এই প্রকার কথা শুনিয়া নীরবে থাকিতে পারি না। তুমি কি আমাকে তাহাই মনে কর, যে আমি তোমার কষ্টে সুখ পাই? যদি তাই হয়, তবে এজীবনে আর প্রয়োজন কি? ইচ্ছা হয়, তোমার পদতলে আজ এজীবন বাহির হউক।' ক্রন্দনের উচ্ছাস দ্বিজোরে বহিতে লাগিল, আর বাক্যে মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারিলেন না বিরাজমোহন দেখিলেন, দেখিয়া বুঝিলেন, 'স্বর্ণলতার হৃদয়ে তাহার দংশন অসহ্য হইয়াছে।' বুঝিয়া হাত ধরিয়া স্বর্ণলতাকে তুলিয়া বলিলেন,—স্বর্ণ! কি প্রিয় পদার্থ তুমি; আমার এই কঠোর মনও বিগলিত হইল! আমার এত দুঃখসত্ত্বেও যেন মনে একটু শান্তি পাইলাম; স্বর্ণ! আমি জানিতাম না, রমণীর হৃদয় এত কোমল; স্বর্ণ আমি জানিতাম না তুমি আমাকে এত ভালবাস। না বুঝিয়া কি বলিতে কি বলিয়াছি, তজ্জন্য দুঃখিত হইও না, আমাকে ক্ষমা কর। আজ তোমার ক্রন্দন আমার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে; আজ আর তোমার নয়নে জল দেখিতে ইচ্ছা করে না; উঠ, স্বর্ণ, উঠ।

বিরাজমোহন ইহাপেক্ষা আর আদর জানিতেন না, স্বর্ণলতাও এই আদরের অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট আদরের অস্তিত্ব তখন জানিতেন না। অন্যের নিকট বিরাজমোহনের এই কয়েকটী বাক্য মধু বলিয়া বোধ না হইলেও স্বর্ণলতার মন গলিয়া গেল, পূর্ব্ব কথা যেন সহসা তাঁহার মন হইতে বিদায় হইল; স্বর্ণলতা উঠিলেন, বিরাজমোহনের নয়ন হইতে আবার জল পড়িল; স্বর্ণলতা হস্তপ্রসারণ করিয়া বিরাজমোহনকে ধরিলেন; দুইজনের নয়নের বারি মিশ্রিত হইয়া আনন্দাশ্রুতে পরিণত হইল। বিরাজমোহন সেই সময়ে বুঝিলেন, সংসারে সুখ আছে, সে সুখের আধার উপযুক্ত গুণবতী ভার্য্যা। এতদিনে পূর্ণবাবুর কথা বিরাজের নিকট মধুর বলিয়া বোধ হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রিয় দর্শন।

যে দিবস পূর্ণবাবু কর্ত্তব্য ঠিক করিবার জন্য পুকুরের ধারে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, সেই দিন ১২ ঘণ্টার মধ্যে আর তিনি গৃহ হইতে বাহির হইলেন না, সমস্ত দিবস বসিয়া ভাবিলেন, কি উপায় বিধান করা উচিত; কোন উপায় অবলম্বন করিলে মনের বাসনা কার্য্যে পরিণত হইবে। কেবল সভা করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করা সম্ভবপর নহে, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন; জানিতেন বাক্যের সহিত কার্য্যের সম্বন্ধ আমাদের দেশীয় লোকমণ্ডলীর মধ্যে অতি অল্প; জানিতেন, বাক্য-তরঙ্গ আর হৃদয় উচ্ছাস সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ। একজন সাময়িক উত্তেজনার ভাব-তরঙ্গে ডুবিয়া শতসহস্র কথা বলিতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহার মধ্যে হৃদয়ের উচ্ছাস না থাকিলে কখনই সে সকল কার্য্যে পরিণত হয় না। জানিতেন, সভা করিয়া করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করার দিন এক্ষণও আমাদের দেশে আইসে নাই, কারণ কথার সহিত কার্য্যের সংশ্লিষ্ট মিলনের কথা আজ পর্য্যন্ত সকলের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। তবে কি করা উচিত? তিনি মনে মনে ঠিক করিলেন, পুরুষের নিকট যে কার্য্যের আশা করা যায় না, তাহা রমণীগণের দ্বারা সম্পন্ন হইবার আশা অধিক, সমাজের অর্দ্ধেক অংশ রমণীগণ, তাঁহাদের মন যদি পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারা পুরুষের মন পরিবর্ত্তিত হওয়া সহজ কথা। পুরুষের উপর রমণীগণের যে আধিপত্য আছে, তাঁহাতে তাহাদের দ্বারা অনেক অসম্ভব কার্য্যও সুসম্পন্ন হইতে পারে, এই সকল ভাবিয়া তিনি গৃহ হইতে বাহির হইলেন; হস্তে একখানি প্রতিজ্ঞা পত্র লেখা ছিল।

"আমি বর্ত্তমান সময়ের দুরবস্থা দেখিয়া অন্তরের সহিত প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমার স্বীয় কন্যা কিম্বা কোন আত্মীয়া (যাহার উপর আমার আধিপত্য আছে) অল্প বয়সে বিধবা হইলে, আমি তাহার বিবাহ দিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিব, আবশ্যক হইলে সন্তানগণকে বিধবা বিবাহ করিতে পরামর্শ দিব; আর যে কেহ আমার মতের অনুগামী হইবে, প্রাণপণে তাহার

কষ্ট দূর করিতে যত্নশীল থাকিব ; সমাজে যাহাতে কোন গোলমাল না হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিব ; ইহার জন্য যদি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাও স্বীকার।”

এই প্রতিজ্ঞা পত্রে কে স্বাক্ষর করিবে ? এমন লোক বঙ্গসমাজে আছে কিনা তাহা পূর্ণবাবু জানিতেন না ; কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন একটী লোকও যদি ইহাতে স্বাক্ষর করেন, তাহা হইলেও মঙ্গল ; তিনি আরো জানিতেন, বিশেষ চেষ্টা করিলে অকৃতকার্য্য হইবেন না। এই প্রকার ভাবিবার কারণ এই, পূর্ণবাবু কুলমর্য্যাদায় সুরম্যগ্রামে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সকলের উপর ইঁহার আধিপত্য, বিশেষতঃ ইঁহার স্বভাব গুণে সমস্ত গ্রামবাসী ইহার স্বপক্ষ ; অন্যদিকে লোকের হৃদয় পরিবর্ত্তন করিতে যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা পূর্ণবাবুর বিলক্ষণ ছিল। পূর্ণবাবু এই কাগজখানি লইয়া বাহির হইলেন, বাহির হইয়া কোথায় চলিলেন ?

একটী বাড়ীতে বৈকালে পাড়ার সমস্ত স্ত্রীলোক গল্পাদি করিতে একত্রিত হইত ; কেহ গল্প অন্যের নিকট বলিত, কেহ পুরাণ সমাজ সম্বন্ধে প্রশংসাও করিয়া কাহাকে স্বর্গে তুলিত, কাহাকে নরকে ফেলিত। কখনও আহারাদির নিন্দার কথা লইয়াই সময় কাটাইত ; কখনও বা স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া বিবাদ বিচার করিবার জন্য একত্রিত হইত। আর কখনও বা টেক্সাদি সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়া রাজার উপর আক্রমণ করিত ; এসকল প্রায়ই ঘটিত, তবে যখন আর কোন গল্পের বিষয় না থাকিত, তখন আপনার স্বামীর গুণ কীর্ত্তন, অন্যের স্বামীর দোষবর্ণন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিত। এককথায় গ্রামের যখন যে সকল আলোচ্য ঘটনা হইত তাহা একবার না একবার ইহাদিগের মুখে ক্রীড়া করিতই করিত ; পূর্ণবাবুর এই সকল মহলে বিশেষ আদর ছিল, পূর্ণবাবু এইস্থান পরিত্যাগ করিয়া অগ্রে আর কোথায় যাইবেন ? পাড়ার স্ত্রীলোকদিগের সমালোচনা শ্রবণ করা পূর্ণবাবুর দৈনিক কার্য্যের মধ্যে একটী কার্য্য ছিল, তিনি অদ্যও প্রথমে যাইয়া সেই সকল কথা শুনিতে লাগিলেন। সেখানে অনেক স্ত্রীলোক উপস্থিত ছিলেন, আমরা সকলের সহিত পরিচিত নহি, তজ্জন্য আমরা সকলের নাম উল্লেখ করিব না।

পূর্ণবাবু শুনিতে লাগিলেন, একটী বৃদ্ধা বলিতেছেন—‘বিরাজমোহন নাকি সমস্ত বিষয় আশয় পরিত্যাগ করে দেশ ছাড়বে, এ কথা শুনে আমার প্রাণ বড়ই চঞ্চল হয়েছে, বাস্তবিক বিরাজমোহন ও পূর্ণবাবু

এদেশের রত্ন বিশেষ ; ইহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে যেন তাপিত হৃদয়ও শান্তি পায়

একজন বলিলেন,—গোবিন্দ বসুর যে দৌরাত্ম্য তাহাতে কি এদেশে ভাল লোক থাকতে পারে ? এমন দুষ্ট লোক ত আমার বয়সে আর কখনও দেখি নাই কি অত্যাচার !

এই সময়ে গোবিন্দবসুর ভার্য্যার মুখ মলিন হইল, চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল, আক্ষেপ করিয়া তিনি বলিলেন, আর কেন ভাই নিন্দা কর ? আমারি স্বামী, আমার নিকট তিনিই পরম আদরের, তাঁহার শতসহস্র দোষ থাকিলেও আমার তাহা শুনিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

আর একজন বলিলেন, বিনোদিনীকে পূর্ণবাবু প্রাণের মত ভালবাসেন, পূর্ণবাবুর সহিত যদি বিনোর বিবাহ হয়, তাহা হইলে কি সুখের বিষয় হয়।

আর একজন।—তাও কি হবে ? পূর্ণবাবু বিধবা বিবাহ করিবেন কেন ? সোণার পূর্ণবাবু এমন কার্য্য করিয়া কি দেশত্যাগী হইতে সম্মত হইবেন ?

আর একজন।—কেন ভাই ! দেশত্যাগীই বা হতে হবে কেন ? তোমার মনের কথা খুলে বলত তোমার মেয়েটীর আবার বিয়ে দিতে তোমার ইচ্ছা হয় কি না ?

উপরোক্ত স্ত্রীলোকটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, ভাই ! সে কথা আর বল কেন, আমি মেয়েটীর আবার বিয়ে দিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত আছি। কিন্তু কে যোগাড় করে ?

আর একজন বলিলেন—পূর্ণবাবুই আছেন, তিনি আমাদিগকে যে ভাবে উপদেশ দিয়া থাকেন তাতেই বেশ বোধ হয় তিনি প্রাণপণে সাহায্য করবেন। সে জন্য তোমার ভাবনা কি ?

এই সকল কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিয়াই পূর্ণবাবু যাইয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার আগমনে সকলেই বিস্মিত হইলেন, সকলের মনে আনন্দ উপস্থিত হইল, সকলেই প্রফুল্লচিত্তে বলিলেন আসুন, 'আসতে আজ্ঞা হউক, আসতে আজ্ঞা হউক।' কেবল একজন কথা বলিলেন না, তিনি গোবিন্দবসুর ভার্য্যা।

পূর্ণবাবুর আগমনের এক মুহূর্ত্ত পরেই স্বর্ণলতা অন্যদিক হইতে সেই খানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; পূর্ণবাবুর হাতে কাগজ দেখিয়া তিনিই অগ্রে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনার হাতে ওখানা কিসের কাগজ ?

পূর্ণবাবু।—কিসের কাগজ তাহা আর বলিব কি? ইচ্ছা হয় পড়িয়া দেখুন।

স্বর্ণলতা কাগজখানি পাঠ করিয়া অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিতা হইলেন, তাঁহার হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপস্থিত হইল, মনোভাব গোপন করিয়া বলিলেন, 'মহাশয়! এই প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিবে কে?'

পূর্ণবাবু।—আপনার ইচ্ছা হয়, আপনি করুন।

স্বর্ণলতা।—আপনি অগ্রে স্বাক্ষর করুন. আপনার অগ্রে করা উচিত।

পূর্ণবাবু।—আমি প্রস্তুত আছি।

এই সময়ে আব আর সকলে বলিয়া উঠিলেন, কিসের কাগজ, আমরা কি শুনিতে পাব না?

পূর্ণবাবু বলিলেন।—পাবেন বই কি? এই শুনুন। এই বলিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা পত্র পাঠ করিয়া বলিলেন, আমি এপর্য্যন্ত আপনাদের নিকট বিধবা বিবাহের সপক্ষে যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহা বোধ হয় সকলি আপনাদের স্মরণ আছে, আর বিধবাদিগের কষ্ট ও যন্ত্রণা আপনারা সকলেই অনুভব করিতেছেন। 'তবে এক্ষণ নির্ভয়ে অগ্রসর' হউন, আপনারা কাজ কর্ম্মের সময় পশ্চাৎবর্ত্তিনী না হইলে, আপনাদের স্বামীগণ কখনই আপনাদিগের মত পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস; বোধ হয় আপনারাও তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। আপনাদের কথা কতদূর প্রীতিকর তাহা আপনারাই জানেন; আজ আমি অন্তরের সহিত অনুরোধ করি, আপনারা এই কাগজে স্বাক্ষর করিয়া আপনাদের কথার সহিত কার্য্যের সামঞ্জস্য রাখুন; দেশের হীনাবস্থার বিষয় আপনারা অনেকেই জানেন, স্বীকার করেন, অদ্য দেখিব আপনাদের মনের বল। আমি বিশ্বাস করি রমণীর হৃদয়ের বল অতুলনীয়, আপনারা স্ত্রীগৌরব রক্ষা করিয়া আমার বিশ্বাসের গৌরব রক্ষা করুন। এই কথা বলিয়া পূর্ণবাবু স্বীয় হস্তের কাগজ চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিলেন; সাময়িক উত্তেজনাতেই হউক কিম্বা পূর্ণচন্দ্রের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার জন্যই হউক, উপস্থিত রমণীগণের মধ্যে সকলেই প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিলেন, কিন্তু দীননাথ সরকারের নবীন ভার্য্যা গোবিন্দ চন্দ্র বসুর স্ত্রী এবং আর একটী ব্রাহ্মণের কন্যা নাম স্বাক্ষর করিলেন না; স্বর্ণলতা এই ঘটনাটীকে অমঙ্গলের হেতু মনে করিয়া সে স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন।

প্রথমোক্ত রমণী মৃদুস্বরে বলিলেন,—পূর্ণ! আজ একটী কথা বলিবার অবকাশ পাইয়াছি, এতদিন তোমার নিকট সে কথাটী জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাই নাই, আজ তুমি বল,—বিনোদিনীকে ভালবাস কি না?

পূর্ণবাবু।—সে কথা আপনাকে কি প্রকারে বলিব? যদি হৃদয় দ্বার খুলিতে পারিতাম, তাহা হইলে বুঝিতেন, বিনোদিনী আমার হৃদয়ের কোন্ স্থানে অবস্থিতি করিতেছে।

এই কথাটী বলিবার সময় পূর্ণবাবুর মুখে এক অপূর্ব্বভাব বিদ্যুৎবৎ চমকিয়া নিবিয়া গেল, পূর্ণবাবু অন্যদিকে চাহিয়া দেখিলেন, দীননাথ সরকারের স্ত্রী বসিয়া রহিয়াছেন। পূর্ণবাবু লজ্জায় অধোমুখে রহিলেন।

এদিকে দীননাথ সরকারের স্ত্রী ক্রোধে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন—কি যত বড় লোক না ততবড় কথা; আমার মেযের নামে এই প্রকার দোষ রটাচ্ছিস্, দেখিব পূর্ণ তুই বা কে, আমি বা কে? চল্ অন্ন, এখানে আর থাকৃতে নেই; এই বলিয়া গোবিন্দ বসুর স্ত্রীর হাত ধরিয়া দ্রুত পদ নিক্ষেপে দীননাথের স্ত্রী সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

অন্যদিক হইতে বিনোদিনীকে আসিতে দেখিয়া পূর্ণবাবু সকল ভুলিয়া গেলেন। বিনোদিনী সরল ভাবে ডাকিলেন—পূর্ণবাবু, আপনাকে দাদা ডাকিতেছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চাতুরী বলে।

এই ঘটনার পরদিন স্বরমাগ্রামে রব উঠিল যে, গোবিন্দ চন্দ্র খালাস হইয়াছেন। যাহারা আইন জানিত, তাহারা এই সংবাদ শুনিয়া মর্ম্মে আঘাত পাইল; আর যাহারা আইন জানিত না, তাহারা গোবিন্দচন্দ্রের বিষয় আলোচনা করিতে লাগিল। বিরাজমোহন আহ্লাদিত হইলেন, ভাবিলেন, এই বার আমি সংসারের হাত এড়াইয়া বনে প্রবেশ করিব।

আমরা আইন জানি, আইন বুঝি; আমরা গোবিন্দচন্দ্রের দোষ গুণ জানি; আমরা জানি, গোবিন্দ চন্দ্র বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর। আমরা জানি

লোকের মন, আমরা জানি অর্থের ক্ষমতা. আমরা জানি সংসারের প্রলোভন কি পদার্থ। ধনের আশায় ভল্লুকজাতি সমুদ্র পার হইয়াছে, তাহা আমাদের হৃদয়েই রহিয়াছে; সেই ধন ধর্ম্মকেও ক্রয় করিতে পারে, সে কথা কি ভুলিব? ধর্ম্মের নিকট আইন কোন ছার পদার্থ? ধর্ম্মকে অবমাননা করিতে পারে লোক শত সহস্র মুদ্রায়, আইনকে অবমাননা করিতে পারে লোক একটী মাত্র মুদ্রায়, মুদ্রার এমনি শক্তি, আইনের এমনি হীনবল। তোমরা বিশ্বাস কর না, তোমরা কি জান? তোমরা যাহাদের মুখ দেখিয়া ভুলিয়া যাও; আমরা তাহাদিগকে সর্পের ন্যায় জ্ঞান করি। তোমরা যাহাদিগকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি মনে কর, আমরা তাহাদিগের দোষ দেখিলে, প্রজাপুঞ্জের অপভ্রংশ শক্তি বলিয়া পদতলে, সময় পাইলে মর্দ্দন করিতে ছাড়ি না। তোমরা সর্পকে মনে কর, ক্ষতি না করিলে কামড়ায় না; আমরা মনে করি, ভয় প্রযুক্তই হউক বা যাহাই হউক, সর্পের স্বভাবই দংশন করা। আবার অন্য দিকে সর্পকে ছলনা করা অতি সহজ কথা; শ্বেতপাত্রে দুগ্ধ কলা পূর্ণ করিয়া গোপনে রজনীতে সর্পের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখ, দেখিবে সর্প উদর পূর্ণ করিয়া অন্যদিকে চাহিয়া চলিয়া যাইবে, তোমাকে দেখিয়াও যেন দেখে নাই; এ সকল কথা আমরা বলি, তোমরা বিশ্বাস কর। বিশ্বাস করিয়া স্বীকার কর যে, 'গোবিন্দ চন্দ্র বাস্তবিকই খালাস হইতে পারেন, কারণ তাহার দুগ্ধকলার অভাব নাই।' আর তর্ক তুলিওনা যে, কেন গোবিন্দচন্দ্র খালাস হইলেন? আমরা কি উত্তর করিব? আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে কি মন সন্তুষ্ট হয় না? চক্ষু ক্ষত হইয়াছে, হৃদয়ের বাঁধনি ভাঙ্গিয়াছে, নচেৎ ভাল করিয়া লিখিয়া দিতাম, লিখিবার আর শক্তি নাই, ছাই ভস্ম, মাথা মুণ্ড কি লিখিব?

গোবিন্দ চন্দ্র খালাস হইয়া বাড়ীতে আসিয়াছেন, একথা যখন স্বর্ণলতার কর্ণে প্রবেশ করিল, তখন সমস্ত গৃহের কার্য্য রাখিয়া, তিনি গোবিন্দ বসুর বাড়ীতে যাত্রা করিলেন।

গোবিন্দ বসুর স্ত্রী, স্বামীর পদতলে বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন, আর ঐ তাঁহাদের অপমান, তিরস্কারের কথা বলিতেছিলেন, এমন সময়ে সহসা স্বর্ণলতাকে দেখিয়া, গোবিন্দ চন্দ্র আগ্রহ সহকারে অভ্যর্থনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—অন্নপূর্ণাকে ওপাড়ার স্ত্রীলোকেরা অপমান করিয়াছে, একথা কতদূর সত্য? আর পূর্ণচন্দ্র নাকি এই গ্রামে বিধবা বিবাহ

প্রচলিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছে? তা আমি থাকিতে কখনই পারবে না। আমার স্ত্রীকে অপমান করে, কার সাধ্য? এই আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, আগে পূর্ণ্যব্যাটাকে জেলে পাঠাব, তারপর ভাত খাব।'

স্বর্ণলতা ভাবিলেন, এ যে ভয়ানক প্রতিজ্ঞা; গোবিন্দচন্দ্রের চরিত্র স্বর্ণলতা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এমন আর দ্বিতীয় লোক ছিল না; স্বর্ণলতা পূর্ণবাবুর বিপদের আশঙ্কা করিয়া বলিলেন,—'মশা মারিতে কামান কেন? তোমার বিরুদ্ধে কথা বলে, এমন লোক কে আছে? তুমি ইচ্ছা করলে ৭টা পূর্ণবাবুকে শিক্ষা দিতে পার, এক জন কোন্ ছার? কিন্তু আবশ্যক কি? তবে বিধবা বিবাহের কথা,—সেটা সত্য কি না তাহা এক্ষণও ঠিক জানা যায় নাই; তার জন্যই বা তোমার কি? তোমার ত আর বিধবা মেয়ে নাই, যে তাহা লইয়া টানাটানি পড়িবে? তুমি অস্থির হও কেন? আমার কথা শুন, স্থির হও।

স্বর্ণলতার বাক্যে গোবিন্দচন্দ্রের ক্রোধের একটু উপশম হইল, ভাবিলেন, আমার এত ক্ষমতা? তবে আর প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন কি, যখন ইচ্ছা হইবে তখনই কার্য্য করিব। ভাবিলেন আমার ত আর মেয়ে নাই, আমি নিশ্চয় বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে চলিব। মেয়ে থাকিলে কি মত হইত, কি প্রকারে জানিব?

স্বর্ণলতা বলিলেন, যাক্ যে সকল কথায় এক্ষণ আর প্রয়োজন নাই, আমার কতকগুলি গোপনীয় কথা আছে, উঠে এস বলি। গোবিন্দচন্দ্র ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া চলিলেন। স্বর্ণলতা ঘরের কোণে যাইয়া বলিলেন, "এইখানে ব'স।"

গোবিন্দচন্দ্র উপবিষ্ট হইলে স্বর্ণলতা বলিলেন,—তোমার জন্য আমি বড়ই ব্যস্ত ছিলাম, তুমি পুরুষ, তুমি তা কি প্রকারে বুঝিবে? কার্য্য করিবার পূর্ব্বে তুমিত আমার নিকট কিছু বল না, তাই তোমার বিপদ ঘটে। জেলে যাইবার সময় যদি আমার নিকট সকল বল্‌তে, তবে কিছুই হ'ত না, যা হ'ক, ঈশ্বরেচ্ছায় তুমি যে রক্ষা পাইয়াছ, ইহাই পরম সৌভাগ্যের বিষয়। এখন একটা কথা না জান্‌তে পেরে আমার মন অস্থির হয়েছে, তাই এত তাড়াতাড়ি তোমার নিকট এলেম। আচ্ছা ব'ল ত উইল কি রেজেষ্টারি হয়েছিল? খুব আস্তে আস্তে বল, আমার কাণের নিকট কাণ আন।

গোবিন্দচন্দ্র মৃদুস্বরে বলিলেন, রেজেষ্টারি হয় নাই।

স্বর্ণলতা যেন চমকিয়া উঠিলেন, মনের মধ্যে আনন্দের বেগ দ্রুত ছুটিল; মনোভাব গোপন করিয়া আশ্চর্য্যের সহিত বলিলেন; সে কি, তবে কি জন্য তোমার দিদিকে খুন করেছিলে, এখন উপায় ?

গোবিন্দচন্দ্র মায়াফাঁদে পড়িয়া বিমুগ্ধ হইয়াছেন, বলিলেন—কেন? এখন কি আর রেজেষ্টারি হবে না ?

স্বর্ণলতা।—ওকথা আর কাহাকেও বলিও না, লোকে জানতে পারলে সর্ব্বনাশ করিবে। তোমার দিদির অবর্ত্তমানে উইল রেজেষ্টারি হইতে পারে কি না, আমি তাহা পরে বলিব ; কিন্তু সাবধানে থাকিও, প্রাণান্তেও একথা আর কাহাকে বলিও না ! এ গ্রামময় তোমার শত্রু, আবার যেন বিপদে প'ড় না।

গোবিন্দচন্দ্র বলিলেন,—তোমার ঋণে চিরকালের জন্য আবদ্ধ হইলাম। তুমি যদি আমার ঘরে আসিতে, তবে এ রাজ্য আমারই হইত। রাজ্যই বা কি, তোমাকে পাইলেই আমার পরমরাজ্য লাভ হয়।

স্বর্ণলতা মনে মনে ভাবিলেন, তা রাজ্যলাভই বটে, আমি তোমার না হইলে আর তোমার মুণ্ডচ্ছেদন কে করিত ? প্রকাশ্যে বলিলেন, সে জন্য চিন্তা কি, আমি কি তোমার পর ? বিরাজমোহনও যে তোমার।

গোবিন্দচন্দ্র।—ভাল কথা মনে করিয়াছ, বোধ হয় বিরাজমোহনের কোন দোষ নাই। তুমি আমার বাড়ীতে এই রকম করে আসা যাওয়া কর, সে কি তা জানিতে পারিয়াছে ? স্বর্ণলতা মনে মনে ভাবিলেন আর এক প্রকার রঙ্গ দেখি ; বলিলেন, বিরাজমোহনই ত নষ্টের মূল। সে সকলি জানিতে পারিয়াছে ; জানিতে পারিয়াছে বলিয়াই ত আমাকে আর সর্ব্বদা আসিতে দেয় না।

গোবিন্দচন্দ্র মনে মনে ভাবিলেন,—এ কথা বিরাজমোহনের নিকট বলিবে এমন লোক আর কে আছে, কেই বা জানে, তবে একমাত্র অন্নপূর্ণা ঈর্ষা পরতন্ত্র হইয়া বিরাজমোহনের নিকট বলিয়া দিয়াছে ; যা হউক আমি আজই ইহার প্রতিশোধ তুলিব। আর বিরাজমোহনের সর্ব্বনাশ করিয়া ছাড়িব, সে আমার আশাতে নৈরাশ আনিতে চায় ? এই কথাগুলি মনে মনেই রাখিলেন। স্বর্ণলতা কিছুই জানিলেন না, চতুরা স্বর্ণলতা স্বীয় পতির ভাল অন্বেষণ করিতে গিয়া ভ্রমবশতঃ একটী অভাব রাখিয়া আসিলেন। সে কথা তখনও বুঝিতে পারিলেন না, পারিলে স্বর্ণলতা গোবিন্দচন্দ্রের মন ফিরাইতে অক্ষম হইতেন না।

স্বর্ণলতা বলিলেন, আমার কথা বিশ্বাস করিলে কি?

গোবিন্দ চন্দ্র বলিলেন,—তা কার্য্যেই দেখিবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আকাশে মেঘ উঠিল।

পর্ব্বতবিদারি-নদীস্রোতে ক্ষুদ্র ইষ্টককণা নিক্ষিপ্ত হইলে, তাঁহাতে যে প্রকার সলিল উচ্ছ্বসিত হইয়া সেই ইষ্টককে দূরে লইয়া যায়, সেই প্রকার মানবের মনের স্বাভাবিক গতির সম্মুখে কোন বাধা পড়িলে, সে বাধাকে তৃণের ন্যায় উচ্ছলিত মন দূরে নিক্ষেপ করিয়া আপনার পথ পরিষ্কার করে। যে মানবের মনের বল নাই, যে মানবের মনের স্বাভাবিক গতি নাই, সংসারের তৃণ কুটায় সে মানবের মনের গতিকে অনায়াসেই স্থগিত রাখিতে পারে, তাহা স্বীকার করি। কিন্তু স্থির হও, মানব, অনুধাবন কর। হিমালয় বিদারিণী নির্ঝরিণীর স্বচ্ছ সলিলের স্রোত কি কখনও নিরীক্ষণ করিয়াছ? যদি দেখিয়া থাক, তবে বুঝিতে পারিবে, যাহার সলিলের গতিকে প্রকাণ্ড প্রস্তর-মালায়ও স্থগিত রাখিতে পারে না, তাহার নিকট তৃণ কুটা কোন ছার পদার্থ। নির্জীব মানবের মনের গতি দেখিয়া যাঁহারা প্রতারিত হন, তাঁহাদিগের অনুভূতি অলীক নহে যে, আজ যেখানে স্রোত বহিতেছে, কল্য সেখানে সংসারের ইষ্টক পতিত হইয়া স্রোতকে ফিরাইবে। অনেকের মনের গতি যে ফিরিয়া যায়, তাহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, মনের এমনও প্রবল স্রোত আছে, যাহার গতি ফিরাইতে সমস্ত সংসারের বাধা বিপত্তি পরাস্ত হয়।

যাঁহারা বিশ্বাস করেন, সভা দ্বারা দেশের কোন প্রকার সংস্কার অসম্ভব, তাঁহারা করুন, অবকাশ দিতেছি। যাঁহারা বিশ্বাস করেন, নব্য যুবকের মনের বেগ সংসার ইষ্টকের আঘাতে নিশ্চয়ই রূপান্তরিত হইবে, নিশ্চয়ই বার্দ্ধক্যে তাহাদের মনের গতি স্থগিত হইবে, তাঁহাদিগকে সময় দিতেছি, বিশ্বাস করিয়া লউন। কিন্তু আমরা বলি; উচ্চৈস্বরে বলি, বর্ত্তমান শতাব্দীর আন্দোলন কখনও একেবারে নিবিয়া যাইবে না, কখনও বাঙ্গালীর হৃদয়ের স্রোত বাধা বিপত্তিতে ফিরিবে না। যে হৃদয়ে স্রোত আছে, আমরা তাহারই কথা বলিতেছি;

কিন্তু বলি না,—সকলের হৃদয়েই স্রোত বয় ; যদি বহিত, তবে আর অভাব কি ছিল'? আমরা বলি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনে যদি একদিন স্রোত বহিয়া থাকে, তবে তাহা এক্ষণও বহিতেছে, সংসারের কোন বাধাতেই সে স্রোতকে ফিরাইতে পারে নাই ; আর কাহার কথা বলিব ? যাঁহারা বর্ত্তমানে গগণ বিদীর্ণ করিয়া উচ্চ বক্তৃতা দ্বারা ভারতকে জাগাইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, আমাদের বিশ্বাস, যদি তাঁহাদিগের হৃদয়ে স্রোত বহিয়া থাকে, তবে তাহা কখনই পরিবর্ত্তিত হইবে না। শরৎসরোজিনী প্রণেতা শরতের চরিত্রে যতই বাঙ্গালী চরিত্রের নির্জীব ভাব দেখাইতে চেষ্টা করুন না কেন, বয়সে মত পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত দিন্ না কেন, আমরা সে চিত্র দেখিয়া কখনই ভুলিতে পারি না। তবে যাঁহাদিগের হৃদয়ে স্রোত নাই, তাঁহাদিগের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু যাহাতে তাঁহাদিগের হৃদয়েও স্রোত প্রবাহিত হয়, তৎপক্ষে চেষ্টা করা সর্ব্ব সাধারণের কর্ত্তব্য। আমরা সভা, বক্তৃতা প্রভৃতিকে স্রোত প্রবাহিত করিবার প্রধান উপায় মনে করি। যাঁহারা বলেন, সভা প্রভৃতি দ্বারা কোন উপকার হয় নাই, আমরা তাঁহাদিগের কথাকে আলস্যপরায়ণ, নিদ্রাপ্রিয় ব্যক্তির অসার কল্পনা মনে করি। যাঁহারা বলেন কথা বলিলে কি হইবে, কার্য্য কর ; আমরা তাঁহাদিগকে এই বলিতে চাই, কার্য্য করিবার পূর্ব্বে হৃদয়ের উচ্ছ্বাসের প্রয়োজন ; মনের ইচ্ছার প্রয়োজন ; সেই উচ্ছ্বাসও সেই ইচ্ছা না হইলে মানব কখনই কার্য্য করিতে পারে না। যাঁহারা একদিনে দেশকে রূপান্তরিত করিতে চান, তাঁহাদের মন যে উৎকণ্ঠিত হইবে, তাহা নিশ্চয় ; কিন্তু আমরা বলি, সময়ের প্রতীক্ষা কর, দেখিবে, নিশ্চয় একদিন হৃদয়ে উচ্ছাস বহিবে, স্রোত চলিবে ; যখন সংসার প্রকাণ্ড পর্ব্বতের ন্যায় বাধা দিয়াও আর সে স্রোতকে ফিরাইতে পারিবে না ; দেখিবে, নিশ্চয় সভা ও বক্তৃতাতে একদিন ভারতবাসীর মৃতজীবনে উৎসাহানল প্রজ্বলিত হইবে,—যখন ইচ্ছার তাড়নায় কার্য্য না করিয়া ভারতবাসী আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিবে না।

পূর্ণবাবুর চঞ্চল মতির কার্য্যকলাপ দেখিয়া শুনিয়া, অনেকে পূর্ণবাবুকে 'বালকের বুদ্ধি' বলিয়া উপহাস করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ণবাবুর মনের বেগ তাহাতে আরো উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল ; আঘাতে ২ তাহার মন দিন দিন আরো দৃঢ় হইতে লাগিল। দীননাথ সরকার পূর্ণচন্দ্রের কার্য্য কলাপ দেখিয়া অন্তরের সহিত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন, আর

গোবিন্দচন্দ্র বসু পূর্ণবাবুকে বিপদে নিক্ষেপ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন।

সুরম্য গ্রামের শিক্ষিত সম্প্রদায়, যাঁহারা বিদেশে ছিলেন, তাঁহারা পূর্ণবাবুর দেশ সংস্কারের উদ্যম ও চেষ্টা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু কার্য্যে পরিণত হইবে না, এই আশঙ্কা করিয়া নানাপ্রকার পত্র লিখিতে লাগিলেন। আমরা এইস্থলে কয়েকখানি পত্র ও পূর্ণবাবুর উত্তর এইস্থানে সন্নিবেশিত করিলাম।

শিক্ষক শশিভূষণ সরকারের পত্র—ধুবড়ি—আসাম।

প্রিয় পূর্ণবাবু! তোমার উদ্যমের কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু আমার ভয়, পাছে তুমি ঘোর বিপদে পড়। সুরম্যগ্রামের লোক অত্যন্ত অত্যাচারী, তোমার ভাবী বিপদাশঙ্কা করিয়া আমি একটু মনক্ষুণ্ণ হইয়াছি।

দীননাথ সরকার তোমার সহিত যোগ দিয়াছেন, ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়; তিনি এই প্রকার কার্য্যে উৎসাহ দিবেন, ইহা স্বপ্নেও ভাবি নাই, যাহা হউক সদিচ্ছার সহায় ঈশ্বর।

আমার নামটী তোমাদের প্রতিজ্ঞা পত্রে লিখিয়া দিলাম। তোমারি—শশি।

উত্তর।

প্রিয় শশিবাবু! আপনার উৎসাহে যারপর নাই উৎসাহিত হইলাম। আমি বিপদে পড়িব, সে জন্য আপনি চিন্তা করিবেন না; দেশের কোন কার্য্য করিয়া যদি মরিতে পারি, তাহা এ দীনের পরম মঙ্গলের বিষয়। কে মৃত্যুর হাত এড়াইয়া চলিতে পারে? আমি মৃত্যুকে ভয় করি না, ঈশ্বর আমার সহায়, আমি মনুষ্য বা মৃত্যুর ভয় করিব কেন?

আপনার নামটী সাদরে আমাদের রেজেষ্টারিতে তুলিলাম। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। আপনার পূর্ণচন্দ্র।

আনন্দচন্দ্র মিত্র, উকীলের পত্র। পাবনা।

প্রিয় পূর্ণ! * * * তুমি এক্ষণও বালক, তোমার বুদ্ধি এক্ষণও অপরিপক্ক, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টার ফল কি হইয়াছে, তাহাও কি তুমি জান না? এ সকল চেষ্টার আবশ্যক কি? * * কিন্তু তোমার উপায়টী আমার নিকট বড় ভাল বোধ হইল, দশটী লোকও যদি প্রতিজ্ঞানুসারে কার্য্য করিতে পারে, সে মঙ্গলের বিষয় বটে। কিন্তু তুমি কি বুঝিবে? আমরা অনেক দেখিয়াছি,

অনেক বুঝি, তোমার চেষ্টায় কোন ফল দর্শিবে না। তুমি যদি একান্তই না ছাড়, তবে আমার নামটীও লিখিয়া লইও। তোমারই আনন্দ।

উত্তর

প্রীতিভাজন আনন্দ বাবু! আমার বুদ্ধি অপরিপক্ক স্বীকার করি, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় কিছুই হয় নাই, তাহা স্বীকার করি না। ফলাফল গণনা করিয়া কে কোন্ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে? আমার বুদ্ধি ও বিবেক যাহাকে কর্ত্তব্য মনে করে, তাহাই সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করাকে আমি উচিত মনে করি। আপনি অনেক বুঝেন, তাহা জানি। আমি আশা করিয়াছিলাম, আপনার নিকট অনেক উপদেশ পাইব, আজ তৎপরিবর্ত্তে যাহা পাইয়াছি, তাহাও গ্রহণ করিলাম।

আপনার নামটী রেজেষ্টারিতে লেখা হইল না, তাহার কারণ, আপনার মন এক্ষণও আন্দোলিত হইতেছে, আমাদের ভয় হয়, পাছে আপনি কার্য্যের সময় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন, তজ্জন্যই নাম লেখা হইল না। ঈশ্বর আপনার মনকে সুস্থির করুন। আপনার স্নেহের পূর্ণ।

হরকুমারীর স্বামী গণেশচন্দ্র ঘোষের পত্র। — নেপাল।

মান্যবর পূর্ণবাবু!

অনেক দিন পরে আপনার উদ্যম দেখিলাম, কিন্তু আপনি স্মরণ রাখিবেন, আজ কাল সভা করা বাঙ্গালীদিগের একটী রোগ হইয়াছে; অনেকে এই রোগের মুখে পড়িয়া মারা গিয়াছে। সভা করিয়া কি হইবে, আমি বুঝি না। যাহা হউক আপনাদের উদ্যম সফল হয়, ইহা প্রার্থনীয়।

পূর্ণচন্দ্রের উত্তর।

গণেশ বাবু! আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম; আপনি যে বিষয়ে সতর্ক হইতে বলিয়াছেন, তাহা অমূলক; আমরা সভা করিয়াছি, সেটী আপনার ভুল, আমরা কার্য্য করিব ইহাই আমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। আপনি সভাকে রোগ বলেন, আমি ইহাকে ঔষধ মনে করি। ভরসা করি আপনার ভ্রম দূর হইবে; অনুগ্রহ করিয়া আপনার নামটী পাঠাইয়া দিবেন।

একজন জমিদারের পত্র। আগলীপাড়া।

মান্যবর পূর্ণবাবু! শুনিলাম আপনি নাকি খেপিয়া উঠিয়াছেন, আমরা আপনাকে ভাল বলিয়া জানিতাম, কিন্তু অদ্য গোবিন্দ বাবুর পত্র পাইয়া

বুঝিলাম, আপনি অত্যন্ত বদ্‌মায়েসি আরম্ভ করিয়াছেন; যাহা হউক ভরসা করি আমার এই পত্ররূপ ঔষধে আপনার রোগ প্রতীকার হইবে। যদি না হয়—আমার পরাক্রম কি আপনি জানেন না? আমার নিকট আরও ঔষধ আছে। আপনারই সেই

উত্তর।

শ্রদ্ধাস্পদেষু। আপনাকে শ্রদ্ধা করি, মান্য করি, কিন্তু আপনাকে ভয় করি না। এ সংসারে আমার ভয়ের বস্তু কিছুই নাই। আপনি গোবিন্দ বাবুর পত্রে কি জানিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট করিয়া লেখেন নাই; যাহা হউক বোধ হয়, আমরা বিধবা বিবাহ প্রচলন করিবার জন্য যে চেষ্টা করিতেছি, তাহা উল্লেখ করিয়াই আপনি ঐ প্রকার স্বরে পত্র লিখিয়াছেন। আমরা যাহা ভাল বুঝি, তাহা করিব, আপনারা যাহা ভাল বুঝেন, তাহা করুন। দুঃখিত হইলাম যে, আপনার প্রেরিত ঔষধে, উপকারের পরিবর্ত্তে, আরো রোগ বৃদ্ধি হইতে চলিল। আপনার ঐশ্বর্য্য, বল, পরাক্রম সকলি জ্ঞাত আছি, কিন্তু তথাপি আপনাকে ভয় করিয়া চলিতে পারি না; কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিবার সময় মৃত্যুকেও ভয় করি না।

গোবিন্দ বসুর পত্র।

দ্যাখ্ পূর্ণে! তুই সাবধানে থাকিস্, আমার নিকট বেয়াদিবি খাটিবে না। তুই অধঃপাতে চলিয়াছিস্, যা, কিন্তু বিরাজমোহনকে তোর সঙ্গে রাখিবি ত তোর সর্ব্বনাশ করব।

দীননাথ সরকার বুড় বয়সে পাগল হয়েছে, হো'ক। তাঁর স্ত্রী আমার নিকটে আসিয়া প্রত্যহ কাঁদে, তুই নাকি বিনোদিনীকে বিবাহ করবি? সাবধান থাকিস্, আমি থাকতে তোর কিম্বা বিরাজমোহনের সর্ব্বনাশ করতে ছাড়্‌ব না।

পূর্ণচন্দ্রের উত্তর।

আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম, আপনি যে প্রকার স্বরে মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, ইহাপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক ভয় প্রদর্শিত হইলেও আপনার পত্রকে তুচ্ছজ্ঞান করিতাম। তবে বিরাজমোহনের কথা? তাহার মনে যদি বল থাকে, সেই আমাকে চালাইয়া লইবে, আমি তাহাকে সঙ্গে করিব কেন? বিরাজমোহন বিষয় আশয় ছাড়িয়া দিয়াছে, তাই বলিয়া মনে করিবেন না, তাহার মতও পরিত্যাগ করিবে। যাহা হউক, তাহার কথা

আমার নিকট কেন? আপনি তাহার মামা, তাহাকে ডাকিয়া ভাল করিয়া বলিয়া দিবেন। আমাকে ভয় দেখাইয়া আপনি কি করিবেন?

এই সকল পত্র লিখিবার সময় পূর্ণবাবুর মন অত্যন্ত উৎসাহে পরিপূর্ণছিল, তিনি জানিলেন না, ইহাতে কি ক্ষতি হইবে; কিন্তু অজ্ঞাতসারে আকাশের চতুর্দিকে মেঘ সঞ্চিত হইতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কি হইল।

স্বাধীন মানব ঘটনার দাস। জুলিয়স সিজর উচ্চ সিংহাসনে বসিয়া ভাবিতেন, এসংসারে তাহার ক্ষমতার বিরুদ্ধে কথা বলে, এমন লোক নাই; ভাবিতেন তাহার মত স্বাধীন জীব আর নাই। কল্পনাপ্রিয় মানব মনে এতাদৃশ ভাব উপলব্ধি হওয়া অস্বাভাবিক নহে। ধনবল, ঐশ্বর্য্যবল, বাহুবল ও জ্ঞানবলে বলীয়ান হইয়া মনুষ্য ভাবে, তাহার স্বাধীনতা অপহরণ করিতে পারে, এমন লোক ধরায় নাই। পৃথিবীর মধ্যে মানে, গৌরবে ও বলে স্ফীত ফরাসীজাতির মনে এই ভাব না থাকিলে, তাহারা কখনও ১৮৭০ সালের ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত না। সুলতানের মনে যদি এই স্বাধীনতা প্রিয়তার বল না থাকিত, তাহা হইলে প্রথমেই রুসিয়ার নিকট মস্তক অবনত করিতেন। কিন্তু মানব কি বুঝিবে? ব্রুটস গোপনে অস্ত্র শাণিত করিয়া সিজরের জন্য রাখিয়াছিলেন, তাহা কি সিজর মনেও স্থান দিতেন। যখন গণক বলিয়াছিলেন "Beware of the Ides of march" তখন তাহা কি তাঁহার মনে স্থান পাইয়াছিল? ব্রুটসের অস্ত্র অবশেষে তাঁহার স্ফীত বক্ষে পড়িয়া চিরকালের জন্য তাঁহার স্বাধীনতা অপহরণ করিল! কাজেই বলি মানবের বুদ্ধি ও জ্ঞান যতই সূক্ষ্মদর্শী হউক না কেন, ঘটনার নিকট তাহাদের মস্তক অবশ্যই নতভা স্বীকার করে। স্বীকার করে নতভা—মানবের অহঙ্কার চূর্ণ করে ঘটনা; নচেৎ সিডন সমর আমাদের নয়নের সমক্ষে ফরাসীকে পাদদলিত করিত না; নচেৎ প্লেভনাতে সুলতানের নিদ্রা ভাঙ্গিত না। আরো বলিব?—অহঙ্কারী স্বাধীন মানবের হৃদয়ের বল যে ঘটনার দাস, তাহার পরিচয় আরো চাও?

ক্ষণকালের জন্য পোর্ট ব্লেয়ারের পানে তাকাও, দেখিবে সেখানে একটী সর্প, গুপ্তভাবে লর্ডমেওর অহঙ্কার চূর্ণ করিবার জন্য বিরাজিত রহিয়াছে। লর্ড মেও কি পূর্ব্বে সেই দিবসের শোচনীয় ঘটনার বিষয় কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন? আবার দেখ,—নেপোলিয়ন সেণ্ট হেলেনায় বন্দী হইয়া সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিতেছেন, "এক্ষণও যদি পায়ের শৃঙ্খল মুক্ত হয়, তবে মুহূর্ত্ত মধ্যে শত শত ডিউকের রক্তপান করিতে পারি।" স্বাধীন মানব ঘটনার হাত এড়াইয়া চলিতে পারে না। আমরা এক্ষণ যাহা অসম্ভব মনে করিতেছি, একদিন না একদিন তাহা সম্পন্ন হইবেই হইবে,—স্বাধীনতায় গর্ব্বিত মস্তক একদিন না একদিন ঘটনার নিকট বশ্যতা স্বীকার করিবেই করিবে। ভাই! তবে কেন অহঙ্কারে স্ফীত হইতেছ, তবে কেন অন্যকে পদতলে মর্দ্দন করিতেছ? তবে কেন আপনার ক্ষমতাকে অতুলনীয় ভাবিয়া দর্পে মেদিনীকে কম্পিত করিতেছ? আর তুমি সমদুঃখী বাঙ্গালি! তুমি বা কেন নৈরাশ হও? যাহা অসম্ভব ভাবিতেছ, তাহা ঘটনার হাতে পড়িয়া সম্ভবপর হইয়া আসিবে। আজ যাহার ভয়ে কম্পিত হইতেছ, তাহার মস্তকও একদিন ঘটনার নিকট অবনত হইবে। মানবের বুদ্ধি, মানবের পরাক্রম, মানবের ঐশ্বর্য্য ও জ্ঞান ঘটনার হাতে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে; আবার মানবের অজ্ঞানতা, হীনবল, নিঃস্বত্বতাও একদিন না একদিন ঘটনায় আহৃত হইয়া জীবনের উৎকর্ষ সাধনে সমর্থ হইবেই হইবে। যাহার স্বাধীনতা আছে, হয়ত তিনি একদিন পরাধীন হইয়া যাইবেন; আর যাহার স্বাধীনতা নাই, সেও হয় ত একদিন ঘটনায় স্বাধীন হইবে। আমরা হীনবল মানব, এই চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই।

বিবাহের দিন ঠিক হইল, কীটের অদংশিত কোমল পুষ্প, প্রভাতের শুখ নক্ষত্রের ন্যায় পবিত্র, পাষাণ বিদারি স্বচ্ছ সলিলবৎ সংস্কৃত বিনোদিনীর দুঃখ এতদিন পরে দূর হইবে, ঠিক হইল। যে গণক গণিয়া বলিয়াছিলেন 'বিবাহে এক্ষণও সন্দেহ আছে, তিনিই আসিয়া বিনোদিনীকে বলিলেন "এতদিন পর বুঝিলাম, পূর্ণবাবু তোমারই হইবেন।

এই কথা শুনিয়া বালিকা বিনোদিনীর মন কি কারণে মন প্রফুল্ল হইল না। যাহা অসম্ভব ছিল তাহা সম্ভব হইল বটে, কিন্তু বিনোদিনী ভাবিলেন, যে পর্য্যন্ত পূর্ণবাবুর হৃদয়ে এ হৃদয় না মিশিয়া যাইবে, সে পর্য্যন্ত সুস্থির হইতে পারিব না; আরো ভাবিলেন, এতদিন পর বাবা আমার প্রতি প্রসন্ন

হইয়াছেন সত্য. কিন্তু বিমাতার ক্রোধাগ্নি শতগুণে প্রজ্বলিত হইয়াছে, কে জানে কাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে?

পূর্ণবাবু আসিয়া বলিলেন, বিনো! আজ কোন কথা শুনিয়াছ কি? কল্য আমাদের বিবাহ হইবে।

বিনোদিনী।—শুনিয়াছি, কিন্তু আজ আর যেন মন তত প্রফুল্ল হয় না কেন? আচ্ছা, বিবাহ আপনি কাহাকে বলেন? বিবাহের আবার দিন ঠিক হইল কেন? যদি আপনাতে আমার মন মিশিয়া থাকে, তবে ত বিবাহ হইয়াছে, তবে আবার কল্যকার প্রতীক্ষা কি জন্য?

পূর্ণবাবু হাসিয়া বলিলেন, বিনো! ঠিক কথাই বলিয়াছ বটে, কিন্তু সমাজে একটী নিয়ম প্রচলিত আছে, সেটীকে পালন করা উচিত। আমিও বিবাহকে কোন ঘটনা মনে করি না; স্ত্রী পুরুষের মন স্বাধীন ভাবে যখন পরস্পর মিলিয়া যায়, তাহাকেই আমি বিবাহ বলি; কিন্তু সমাজের নিয়মটী লঙ্ঘন করা উচিত বোধ হয় না।

বিনোদিনী।—আচ্ছা তাহা যেন হইল, তবে আজই কেন বিবাহ হউক না কেন?

পূর্ণবাবু।—কেন বিনো! একদিনে আর কি হইবে?

বিনোদিনী।—আমার বোধ হয় কল্য আমাদের বিবাহ হইবে না।

পূর্ণবাবু।—তুমি সংসারের কি বুঝ? বিবাহ হয়, ইহা তোমার ঐকান্তিক ইচ্ছা, তাই ভাব, বিলম্বে কার্য্য সিদ্ধি হইবে না: বাস্তবিক তোমার মনে এ প্রকার হইতে পারে বটে, কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিও, আমাদের কল্যকার বিবাহে আর কোন অমঙ্গল ঘটিতে পারে না; তোমার বাবাই যখন সকল আয়োজন করিতেছেন, তখন আর ভাবনা কি?

বিনোদিনী।—আপনি কি বুঝিবেন, বিমাতা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, যাহাতে বিবাহ না হয়, আপনি কি বুঝিবেন?

পূর্ণ।—তোমার বিমাতার চেষ্টায় কি হইবে, যাহা ঠিক হইয়া গিয়াছে, তাহা হইবেই হইবে, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বিনোদিনী।—আচ্ছা তা যা হউক, আমি আপনাকে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিব; যথার্থ উত্তর দিবেন ত?

পূর্ণ।—বা! কি কথা, নিশ্চয় যথার্থ উত্তর দিব।

বিনো।—আপনি কি আমাকে ভাল বাসেন?

পূর্ণ।—তোমাকে কি বলিব, যদি হৃদয় দেখাইবার সাধ্য থাকিত, তবে তোমাকে তাহা দেখাইতাম।

বিনো।—বিবাহ কি ?

পূর্ণ।—প্রণয়ীজনের মিলনের নামই বিবাহ,—ভালবাসারই এক বিভাগ।

বিনো।—তবে ত আপনি আমাকে বিবাহ করিয়াছেন ?

পূর্ণ।—বিবাহ যাহা তাহা সম্পন্ন করিয়াছি, তবে একটী ঘটনা কেবল বাকী আছে।

বিনো।—লোকে কয়টী বিবাহ করিতে পারে ?

পূর্ণ।—বিবাহ যাহা তাহা একবার ভিন্ন আর হইতে পারে না; তবে রিপু চরিতার্থ প্রভৃতি যে বিবাহের উদ্দেশ্য, তাহা অনেক বার হইতে পারে।

বিনো।—রিপু চরিতার্থ করিবার জন্য লোকে যে ভালবাসে, তাহাকে কি আপনি যথার্থ ভালবাসা বলেন, সে কি আপনার মতে বিবাহ ?

পূর্ণ।—না, সে বিবাহ বিবাহই না ; সে ক্ষণস্থায়ী ভালবাসা মাত্র। বিবাহ অনন্তকালের জন্য, ক্ষণকালের জন্য নহে, আমার মতে সে বিবাহ বিবাহই নহে।

বিনো।—আপনি আমাকে কোন্ প্রকার বিবাহ করিতে চাহেন ?

পূর্ণ।—সে কথা কি আবারও বলিতে হইবে। শেষোক্ত বিবাহকে আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করি, বোধ হয় চিরকাল করিব।

বিনো।—যদি কল্য (ঈশ্বর না করুন) আমাদের ঘটনার বিবাহে ব্যাঘাত ঘটে, তাহা হইলে আপনি কি আবার অন্য বিবাহ করিবেন ?

পূর্ণ।—এ সকল তোমার মনের চঞ্চলতার পরিচয় মাত্র। কল্য বিবাহ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কর কেন ? আর যদি ব্যাঘাতই ঘটে, তবে আর কি করিব ? বিবাহ যাহা তাহা ত হইয়াই গিয়াছে ; আবার বিবাহের অর্থ কি, আমি বুঝি না, তুমি ব্যভিচারের কথা বলিতেছ ? আমাকে কি তুমি এতই অসার মনে কর যে, আমি ব্যভিচারী হইব ?

বিনো।—আমি তাহা বলি না ; আমার ওকথা বলাই অন্যায় হইয়াছে, আমাকে ক্ষমা করুন।

পূর্ণ।—বলিবার পূর্ব্বেই ক্ষমা করিয়াছি, তুমি নিশ্চিন্ত মনে থাক, কল্য ঈশ্বর আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।

বিনো।—ঈশ্বর আপনাকে সুখী করুন।

কুক্ষণে সূর্য্য অস্তমিত হইলে, কুক্ষণে অন্ধকারময় রজনী আসিয়া পৃথিবী-কে ক্রোড়ে করিল। কল্য দীননাথ সরকারের বিধবা কন্যার বিবাহ, কিন্তু কোন আড়ম্বর নাই, কর্ম্ম কর্ত্তাদিগের মনে কেবল মাত্র উৎসাহ ও আনন্দ স্রোত প্রবল বেগে বহিতেছে। অন্ধকারময় রজনী; পথ ঘাট কিছুই দৃষ্ট হয় না, পল্লিগ্রামের অপ্রশস্ত রাস্তা জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া রহিয়াছে, কিছুই দেখা যায় না। কেবল মধ্যে মধ্যে দুই একটী লোকের পদনিক্ষেপের শব্দ কর্ণগোচর হয়। পূর্ণবাবু বিরাজমোহনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া এক্ষণও ফিরিয়া আইসেন নাই, সন্ধ্যা অতীত হইল, তবুও আসিলেন না। দীননাথ সরকার এবং গণক বসিয়া বিবাহ সম্বন্ধেই কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। স্বর্ণলতা এবং হরকুমারী গোপনে গোপনে বিবাহের আয়োজন করিতেছেন।

বিবাহ বিশুদ্ধ প্রণালীতে হইবে, নচেৎ পূর্ণবাবু বিবাহ করিবেন না, তজ্জন্য মঙ্গল ঘট প্রভৃতির কোন আয়োজন নাই, বরণডালা প্রভৃতিরও আয়োজন নাই। বিবাহমণ্ডপটী বৃক্ষাচ্ছাদিত পুষ্প মালায় শোভিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে মধ্যে পাখীর পিঞ্জরা রহিয়াছে। বিবাহের জন্য যে দুইটী গান প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা স্বর্ণলতা এবং হরকুমারী অভ্যস্ত করিতেছিলেন,

আর একটী দৃশ্য বড়ই প্রীতিকর; প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষরকারিণী রমণীমণ্ডলী একত্রিতা হইয়া মঙ্গল সূচনা করিতেছেন। গ্রামের লোক সমূহ অধি-কাংশই পূর্ণচন্দ্রকে অত্যন্ত ভালবাসিত, তাহারা আজ বিশেষরূপ আনন্দিত হইয়াছে। তবে যাহারা বৃদ্ধ, তাঁহাদিগের মধ্যে দুই চারিজন দীননাথ সর-কারের অবৈধ কার্য্যের জন্য নিন্দাবাদ করিতেছিলেন।

এদিকে দীননাথ সরকারের স্ত্রী, বিনোদিনীর মাতা, বিনোদিনীকে বলি-লেন, বিনো! আমি বাহিরে যাইব, যে অন্ধকার, তুই আমার সঙ্গে আসিয়া একটু দাঁড়া। বিনোদিনী মাতার কথা পালন করিবার জন্য যাই বাহির হইলেন, অমনি সেই অন্ধকারের মধ্য হইতে একখানি পাল্কী আসিয়া উপস্থিত হইল, পাল্কীর সম্মুখে গোবিন্দচন্দ্র বসু দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন; বিনোদিনী এই সকল দেখিতেছিলেন, ইতিমধ্যে তাঁহার বিমাতা সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন, বিনোদিনী বারম্বার মা, মা বলিয়া ডাকিলেন। মাতা উত্তর করিলেন না, কিন্তু গোবিন্দচন্দ্র ভীমরবে বলিলেন 'চুপ কর; এই আমার হাতে কি রয়েছে, দেখছিস্ ত, যদি চুপ না কর্‌বি ত এখনিই তোর বিবাহের সাধ মিটাব।' বিনোদিনী মহা সঙ্কটে পড়িলেন, ৮ ঘণ্টা পূর্ব্বে তাঁহার মনে যে সকল কথা

উঠিয়াছিল, তাহা আবার জাগিয়া উঠিল, বিমাতার নিষ্ঠুরাচরণ হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিতে লাগিল; কি করিবেন, কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। ঠিক করিতে পারিলেন না,—এদিকে পাষণ্ড গোবিন্দবসু বিনোদিনীকে বলপূর্ব্বক পাল্কীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দরজা বন্ধ করিল। বেহারাগুলি দ্রুতপদ নিক্ষেপে পাল্কী লইয়া চলিল। বিনোদিনীর মৃত্যুর ভয় চলিয়া গেল, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া "দাদা, দাদা," বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। পাল্কীর পশ্চাতে একদল লাঠিয়াল ছিল, তাহারা বন্দুকের আওয়াজ করিতে লাগিল; বিনোদিনীর চিৎকার কাহারও কাণে গেল না।

এদিকে বিনোদিনীর বিমাতা ঘরে যাইয়া রটাইয়া দিলেন যে, ডাকাইত পড়িয়া বিনোদিনীকে অপহরণ করিয়া লইয়া গেল, তোমরা রক্ষা কর, তোমরা রক্ষা কর।

গ্রামে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। কি হইল, কি হইল, বলিয়া চতুর্দ্দিকের লোক একত্রিত হইল; কেহ বলিতে লাগিল—দীননাথের স্ত্রী কই? কেহ বলিল,—বিনো কই? গোলমালে সকলেই ব্যস্ত, কিন্তু কি করা উচিত, তাহার প্রতি কাহারও মন নাই, গোবিন্দচন্দ্রের লোক ইত্যবসরে অনেক দূর চলিয়া গেল।

দুইটী লোক সংবাদ পাইবামাত্রই দুইখানি তরবারি লইয়া ডাকাইতদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। সে দুইটী লোক পূর্ণবাবু এবং বিরাজমোহন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সেই ভীষণ রজনীতে।

স্বর্ণলতা যখন বিনোদিনীর হরণের কাহিনী শুনিলেন, তখন বুঝিলেন, গোবিন্দ বসুর দ্বারাই এ সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, বুঝিলেন, দীননাথ সরকারের স্ত্রীই এই ঘটনার মূল। স্বর্ণলতা ইতস্ততঃ না করিয়া একেবারে যুদ্ধের বেশ পরিধান করিলেন। যুদ্ধের বেশভূষা দেখিয়া হরকুমারী ভীত হইয়া বলিলেন, 'ওমা, বউ! একি বেশ? আমার দেখে ভয় করে যে, তুমি কোথায় যাবে?

স্বর্ণলতা ভীমরবে উত্তর করিলেন, কোথায় যাইব, তুমি তাহা কি বুঝিবে? যেখানে পতি গিয়াছেন, সেইখানে যাইব। বিনোদিনীকে উদ্ধার করা বিরাজমোহনের উচিত কর্ম্ম, আমার কর্ত্তব্য কার্য্য স্বামীকে রক্ষা করা; আজ স্বামীকে যদি অক্ষত শরীরে ফিরাইতে না পারি, তবে আর সতীর বল কি?

হরকুমারী আবার বলিলেন, তুমি যাও, বিনোকে রক্ষা কর, আমি ভগ্নী হইয়াও কিছুই করিতে পারিলাম না, কিন্তু তোমাকে দেখে আমার ভয় হয়, তোমার এই কোমল শরীর, পুরুষের এক আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে; তুমি কি আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবে?

স্বর্ণলতা বলিলেন,—তুমি কুলকলঙ্কিনী, সতীর হৃদয়ের বল তুমি কি বুঝিবে?—প্রমীলার এমন কি বল ছিল যে, সে রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে? কিন্তু চাহিয়া দেখ—সতীর মন ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া, রামচন্দ্রের মনেও ভয় সঞ্চার করিয়াছিল। ক্ষমতা অনুমান করিয়া কে কার্য্য করিতে পারে? কিন্তু যখন আমার স্বামী বাহির হইয়াছেন, তখন আমি আর কোন্ প্রাণে ঘরে থাকিব? যাহার অস্ত্র স্বামীর বিরুদ্ধে উত্তোলিত হইবে, তাহার মস্তক চূর্ণ করিব, পতিকে যদি রক্ষা করিতে না পারি, তবে জীবনে কাজ কি? এই বলিয়াই স্বর্ণলতা বিদ্যুৎবৎ অন্তর্হিত হইলেন। হরকুমারী দেখিয়া চমকিত হইলেন, ভাবিলেন, আবার সেই মেয়ে, আমরা ত কেবল স্বামীর সুখেরই অংশী, বিপদের সময় আমরা স্বামীর যেন কিছুই না; ধন্য স্বর্ণলতার বল, সাহস ও পতিভক্তি, ধন্য স্বর্ণলতার পরাক্রম। স্বর্ণলতা যখন যাইতে লাগিলেন, তখন আরো অনেক লোক, দীননাথ সরকারের দ্বারা প্রেরিত হইয়া, বিনোদিনীকে উদ্ধার করিবার জন্য যাইতেছিল, সকলের হাতেই ঢাল ও সড়কি ছিল। স্বর্ণলতা দ্রুত পদনিক্ষেপে সকলকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রে গেলেন, কে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখাকে বাধা দিতে পারে?

অনেক দূরে, স্বর্ণলতা একটী আলো দেখিতে পাইলেন, মনে মনে ভাবিলেন, হয়ত ঐ স্থানে বিরাজমোহন ও পূর্ণবাবু ডাকাইতদিগকে ধরিতে পারিয়াছেন। বিরাজমোহন এবং পূর্ণবাবুর বল সামান্য হইলেও, স্বর্ণলতা ভাবিলেন, হয় ত বিনোদিনীকে উদ্ধার করা হইয়াছে। যতই অগ্নিশিখা নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই স্বর্ণলতার আশা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; নিকটে যাইয়া দেখিলেন—'পূর্ণবাবু স্বীয় অসির উপর মস্তক স্থাপন করিয়া অধোমুখে

বসিয়া রহিয়াছেন, বিরাজমোহন পূর্ণবাবুকে ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন আর সম্মুখে বিনোদিনীর ন্যায় একটী যুবতীর মৃত শরীর,—গায়ে অস্ত্রাঘাত, রক্তে সমস্ত শরীর সিক্ত। এই হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখিয়া একদিকে স্বর্ণলতার প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল. অপরদিকে শোণিত আরো উষ্ণ হইল, স্বর্ণলতা বলিলেন,—এই দৃশ্য দেখিয়াও বিরাজমোহন, তোমরা চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছ? যে বিনোদিনীর জন্য পূর্ণবাবু সমস্ত সংসার ছাড়িতে প্রস্তুত, এই কি সেই বিনোদিনীর শরীর? যে বিনোদিনীর একটু কষ্ট দেখিলে, বিরাজমোহন, তোমার হৃদয় বিদীর্ণ হইত, সেই বিনোদিনীর এই প্রকার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়াও তোমরা শান্ত মনে রহিয়াছ? কাপুরুষ তোমরা!

বিরাজমোহন এই সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, স্বর্ণ! স্থির হও। আমাদের হৃদয় অবসন্ন হইয়াছে, আমরা এক্ষণ মৃতবৎ। তোমার সাহস প্রশংসার উপযুক্ত, কিন্তু প্রতিশোধ ইচ্ছা রমণী হৃদয়ের বিরোধী কাজ। মনুষ্যের অপরাধের জন্য মানব কি দণ্ড বিধানের অধিকারী? ঈশ্বর আছেন, তিনিই বিচার করিবেন? আমরা কি করিব?

স্বর্ণলতা বলিলেন, যাহারা ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত সকল কার্য্যেই দেখিতে পায়, এ সংসারে কোন ঘটনা তাহাদের মনে হর্ষ ও বিষাদ উপস্থিত করিতে পারে না। বিনোদিনীর মৃত্যুর মধ্যে কি সেই সর্ব্ব মঙ্গলময় ঈশ্বরের হস্ত নাই? যদি থাকে, তবে তোমরা বিষণ্ণ বদনে বসিয়া রহিয়াছ কেন? এ সংসারে কে চিরদিনের আসন লইয়া আসিয়া থাকে? তবে আক্ষেপ কি? বরং ঈশ্বরের এই মঙ্গল কার্য্য যিনি সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহাকে শত মুখে প্রশংসা করা উচিত। কাপুরুষ তোমরা! যদি সংসারের সকল লোকের মনে এই প্রকার ভাব হইত তাহা হইলে এ সংসার সুখের হইত বটে, কিন্তু যখন পৃথিবীর সমস্ত লোক পরস্পরের অনিষ্ট চিন্তায় রত, তখন এক বা দুইজন ধৈর্য্যশীল হইলে কি হইবে?

বিরাজমোহন বলিলেন, বিনোদিনীর মৃত্যুতে মনে দুঃখ হয় কেন, তাহা জানি না, কিন্তু যাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা ইহাতে পূর্ণ হইয়াছে, তাঁহার প্রতি মন অবিচলিত ভাবেই আছে। তুমি কি দেখিতেছ না যে, আমরা কি ভাবে বসিয়া রহিয়াছি? বিরাজমোহন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন; স্বর্ণলতা দেখিয়া দেখিয়া সেখান হইতে চলিলেন।

স্বর্ণলতাকে আরো অগ্রসর হইতে দেখিয়া, পূর্ণবাবু বিরাজমোহনকে

বলিলেন, বিরাজ, তোমার স্ত্রী মৃত্যুমুখে আত্মসমর্পন করিতে যাইতেছে, তুমি কি করিতেছ? নিবারণ কর, যাইতে নিষেধ কর।

বিরাজমোহন ডাকিলেন, স্বর্ণ! যাইও না। স্বর্ণলতা ফিরিয়া আসিলে, বিরাজমোহন বলিলেন,—চল আমরা বাড়ীতে যাই, আর কেন?

স্বর্ণলতা উত্তর করিলেন,—স্বামি! আমাকে ক্ষমা কর; আমার মন যে দিকে, আমি নিশ্চয় সেদিকে যাইব; সংসারে থাকিয়া হীনবলের পরিচয় আমি দিতে পারি না; আমি যাইব, তুমি আমাকে নিষেধ করিও না।

বিরাজমোহন।—তুমি মরিতে যাইবে? সে ভীষণ অনলে যাইয়া নিশ্চয় তুমি ফিরিতে পারিবে না।

স্বর্ণলতা।—মরিব, তার ভয় কি? মৃত্যু সময়ে কে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে? যতক্ষণ বল ও শক্তি আছে, ততক্ষণ মনের বাসনা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিব। যখন মরিব, তখন ত মরিবই, কিন্তু জীবিত থাকিতে মৃতের ন্যায় আমি থাকিতে পারি না, এই বলিয়াই স্বর্ণলতা চলিলেন। বিরাজমোহনের কি সাধ্য যে, সে অনলের বেগ নিবারণ করিবেন?

স্বর্ণলতা যাইবার সময় ভাবিতে লাগিলেন,—নৃশংস গোবিন্দচন্দ্রের ন্যায় নরাধম পাষণ্ড আর কে? প্রভাতের কুসুমের ন্যায়, নিরপরাধিনী বিনোদিনীর পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক শরীরে কেমন করিয়া অস্ত্রাঘাত করিল? উঃ, ভাবিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়! এখন যদি নৃশংসের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তবে কি করি? প্রতিশোধ ইচ্ছা ন্যায় কি অন্যায়, তাহা ভাবিতে বসিলে সংসারের পাপস্রোত আরো প্রবল হয়; গোবিন্দচন্দ্র যদি এবার উপযুক্ত শাস্তি না পায়, তাহা হইলে, আরো কত লোকের প্রাণ বিনষ্ট হইবে। তাতে আমার ক্ষতি কি? আমার ক্ষতি থাকুক বা না থাকুক, সংসারের উপকারের বিষয় কি একবারও ভাবিব না? আমার এই অসি দ্বারা নিশ্চয় তার বক্ষে আঘাত করিব। কেন? দেশের রাজা কি উপযুক্ত শাস্তি বিধান করিবে না? দেশের রাজা কণ্টক স্বরূপ; আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর মৃত্যুর বিচারে বেশ বুঝিয়াছি, রাজা অর্থের গোলাম। আবার কি সেই বিচারের উপর নির্ভর করিয়া থাকিব? গোবিন্দ বসুর সকল কথা জানিয়াছি, এক্ষণ আর ভয় কি? বিষয়ের জন্য গোবিন্দচন্দ্র যাহা করিয়াছে, সকলি আমার হাতে, উইলখানি রেজেষ্টারি হয় নাই, আর সে উইলও ত আমার হাতে রহিয়াছে, আজ উইলখানি ছিঁড়িয়া ফেলিব। আমার মনের মধ্যে যে আগুণ জ্বলিতেছে, এক

বার গোবিন্দ বসুর সহিত সাক্ষাৎ হয়, তবে আজ এতদিনের মনের বাসনা পূর্ণ করি। রমণীর হস্ত কলঙ্কিত হইবে? যে ভাবে সে ভাবুক, আমার এই অসির বেগ কে নিবারণ করিবে? এই সকল বিষয় ভাবিতে ভাবিতে স্বর্ণলতা সুরম্য গ্রাম ছাড়িলেন। সুরম্য গ্রাম অতিক্রান্ত হইলে, একটী ময়দানের মধ্যস্থলে আবার আলো দেখা গেল, সেই আলো লক্ষ্য করিয়া স্বর্ণলতা আরো অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ফিরিলেন না।

এদিকে গোবিন্দ চন্দ্রের বাড়ীতে অল্প রাত্রি থাকিতে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। দীননাথ সরকারের স্ত্রী প্রভৃতি গোবিন্দচন্দ্রের পক্ষীয় লোকেরা মনে করিলেন, অন্য পক্ষের লোক গোবিন্দচন্দ্রের বাড়ী আক্রমণ করিয়াছে। আর যাহারা নিরপেক্ষ, তাহারা যাইয়া দেখিল, ভয়ানক ব্যাপার! দেখিল, গৃহে দীপ জ্বলিতেছে, গোবিন্দ চন্দ্রের একহাতে তাহার স্ত্রীর কেশগুচ্ছ, অন্য হাতে একখানি অস্ত্র, গোবিন্দচন্দ্র বলিতেছেন—আমি যাহা করিব, তাতে আবার বাধা দেয়, এমন সাধ্য কার? সে দিন স্বর্ণলতার কথায় বুঝিয়াছি, তুই আমাদের ঘরের কথা বিরাজমোহনের নিকট বলিয়াছিস, সেই দিন তোর মুণ্ডচ্ছেদন করিতাম। তোর সতিনের জ্বালা বুঝি আর সয় না? আজ আবার সন্দাবি করে, আমার কার্য্যের দোষ ঘোষণা করে, আমাকে মন্দ বল্‌ছিস; আমি আজই কণ্টক পরিষ্কার করি। বিনীকে আমি যা করি, তাই পারি, তোর সে খবরে কাজ কি? না বিরাজ বাবাকে বলা হবে বুঝি? হারামজাদি, এখনই তোর মুণ্ডপাত করব।

ভীষণ স্বরে এই কথা বলা হইতে না হইতে গোবিন্দচন্দ্রের উত্তোলিত দক্ষিণ হস্ত অস্ত্রের সহিত তাঁহার স্ত্রীর শরীরে পতিত হইল; প্রথম আঘাতে প্রাণ বাহির হয় নাই, তাহার স্ত্রী বলিতে লাগিলেন,—'আমার জীবনে আর কি সুখ? তোমার হাতে মরিলাম, এ সুখের তুলনা কোথায়? কিন্তু আমার ভয় হইতেছে, তুমি আমাকে বধ করিয়াও রাজার নিকট নিষ্কৃতি পাইবে না। যদি সম্ভব থাকিত, তবে আজ রাজার পা ধরিয়া বলিতাম—'আমাকেই আমি মারিয়াছি, তোমাকে যেন শাস্তি পেতে না হয়।' কিন্তু রাজা কি সে কথা শুনিবে?' আমি ত চলিলাম, মৃত্যু সময়েও তোমাকে বলিয়া যাই,—বিনোদিনীকে ছাড়িয়া দিও, মৃত্যু সময়েও বলিয়া যাই, বিরাজমোহনের প্রতি আর দুর্ব্যবহার করিও না। আর ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন তোমাকে এই সকল পাপের জন্য অপরাধী না করেন।'

গোবিন্দচন্দ্র বলিলেন, পাপীয়সি ! আবার সেই কথা ? এই বলিয়াই আবার উপর্য্যুপরি আঘাত করিতে লাগিলেন ; এই সময়ে গৃহের দরজা ভাঙ্গিয়া অনেক লোক প্রবেশ করিল। গোবিন্দচন্দ্র তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমার স্ত্রীর উপর আমার ক্ষমতা, তাহাকে মারিব, তাহাতে কে বাধা দেয় ? সাহস থাকে আয়, মুণ্ডচ্ছেদন করে জ্বালা মিটাই।

অন্য অন্য লোকেরা আর নিকটে যাইতে সাহসী হইল না, গোবিন্দচন্দ্র আবার আঘাত করিতে লাগিলেন। তাহার স্ত্রী দুই একবার আর্ত্তনাদ করিয়াই যন্ত্রণার হাত হইতে নিস্কৃতি পাইলেন। অন্যদিক হইতে দীননাথ সরকারের স্ত্রী আসিয়া, কি করিলেন, কি করিলেন, বলিতে বলিতে গোবিন্দ বসুর হাত ধরিয়া উপরকার ঘরে লইয়া গেলেন।

এদিকে রজনী প্রভাত হইলে, পূর্ণবাবু এবং বিরাজমোহন সেই মৃত যুবতীর পানে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলেন, চাহিয়া চাহিয়া দুই জনেই অবাক হইলেন। শরীরের অনেক স্থানের সাদৃশ্য সত্ত্বেও দুই জনেই বুঝিলেন, সে দেহ বিনোদিনীর নহে। বিরাজমোহন একটু ভাবিয়া পূর্ণবাবুকে বলিলেন, একি স্বপ্ন দেখিতেছি ? আমরা কি দেখিয়া ভুলিয়াছিলাম ? পূর্ণবাবু আপনাদিগের ভ্রমবশতঃ যে ক্ষতি হইয়াছে, সেই বিষয় কল্পনা করিতে করিতে অস্থির হইলেন। বিরাজমোহন পুনরায় বলিলেন, চলুন, এখন যাই, বোধ হয় বিনোদিনী জীবিতা আছে ; বাড়ী যাইয়া তারপর আবার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

পূর্ণবাবু হতবুদ্ধি হইয়া বিরাজমোহনের সহিত বাড়ীর দিকে চলিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কোন্ বলের ক্ষমতা অধিক ?

বাঙ্গালী পাঠক ! আজ এক মুহূর্ত্তের জন্য তোমাদিগের সহিত আলাপ করি। তোমাদের মন আর আমাদের মন সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তথাপি তোমরাও বাঙ্গালী, আমরাও বাঙ্গালী। তোমাদের মতের সহিত আমাদের অনেক মতের ঐক্য নাই, কিন্তু তথাপি অনেক বিষয়ে তোমাদের অভাব এবং

আমাদের অভাব একপ্রকার। আজ সামাজিক এবং নৈতিক বিষয়ে আমাদিগের মতের অনৈক্যতা থাকিলেও, ইহা অস্বীকার করিতে পারিবে না যে, রাজার শাসনে তোমাদের এবং আমাদের মনে একইরূপ ফল প্রদান করিতেছে, অস্বীকার করিতে পারিবে না যে, আমাদের নিকট রাজার যে চর বিষ বর্ষণ করিয়া যায়, তোমাদের নিকটও সে বিষ ঢালিয়া দেয়। তাই ত তোমাদের সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা করে। ভাই। এই দুর্দিনে তোমাদের নিকট মনের কথার বিনিময় করিব না ত কোথায় যাইব?

কোন্ বিষয় লইয়া আলাপ করিব? তোমাদের রুচী আর আমাদের রুচী হয়ত সম্পূর্ণ বিভিন্ন; হয়ত তোমরা আমাদের প্রতি মনে মনে বিরক্ত হইয়া রহিয়াছ; আমরা যে চিত্র লইয়া তোমাদিগকে কাঁদাইতে আসিয়াছি, হয়ত তোমরা সে চিত্র দেখিয়া হাসিতেছ মনে মনে ঠাট্টা করিতেছ, আর বলিতেছ উপন্যাসে এ সকল চিত্র কেন? তোমরা জ্ঞানী, বিদ্বান, চিন্তাশীল, ঠাট্টাই কর আর যাহাই কর, আমাদের কথাকে হাসির উচ্ছ্বাসে উড়াইয়াই দেও, আর যাহাই কর; আমরা তোমাদিগকে মান্য করি, বিশ্বাস করি, তাই মনের কথা বলিতে চাই। আমাদিগের আশা ভরসা সকলই তোমরা, তোমাদিগকে মনের কথা বলিব না ত কি শ্বেত-সাগরে মনের কথা ভাসাইব? সে যাহা হউক, কোন্ বিষয় লইয়া আজ আলাপ করিব? অন্য কোন কথা বলিবার যো নাই,—সে দিন এক দেশের রাজা বিনা অপরাধে অন্য দেশের একটী বলহীন বালক রাজাকে বলপূর্ব্বক সিংহাসন চ্যুত করিয়াছে, সে কথা বলিলে দুর্দ্দশা ঘটিবে। একটী বিড়াল সে দিন একটী ইঁদুরকে ধরিয়া, রক্ত পান করিবার জন্য বধ করিয়াছে, সে কথা বলিলে বিড়াল হাতে কামড়াইবে। আর এক দিন, একদল ডাকাইত একটী ধনীর বাড়ীতে পড়িয়া সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছিল, সে কথা বলিলে ডাকাইত আবার আমাদের বাড়ীতে পড়িবে। কোন্ কথা বলিব? আর ত এমন কোন বিষয় দেখি না, যাহা লইয়া দুদণ্ড আলাপ করিলে পৈতৃক হাড় কখানা শান্তি পাবে, কুশলে থাকিবে। তবে একটী সম্পত্তি আছে; এস, বাঙ্গালী পাঠক, আমরা ঘরের কথা লইয়া একটু আমোদ করি।

আমাদের বাল্যকাল কি সুখের সময় ছিল,—কিছু বুঝিতাম না, তবু হাসিতাম; কিছু বুঝিতাম না, তবু কাঁদিতাম। নির্ভয়ে মায়ের ক্রোড়ে যখন শুইয়া থাকিতাম, তখন কত আমোদ ছিল, কাহারও ভয় ছিল না, কত

সুখ, কত আমোদ ; আবার সন্ধ্যাকালে যখন আকাশে চাঁদ উঠিত, তখন মায়ের কোলে বসিয়া অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া চাঁদকে ডাকিতাম, আর মা বলিতেন, 'আয় চাঁদ নড়ে চড়ে', তখন কত সুখ হ'ত। তখন লজ্জা ছিল না, ভয় ছিল না, যাহা পাইতাম তাহাই খাইতাম, আর আহ্লাদে শুইয়া থাকিতাম। তার পর যখন একটু একটু বড় হতে আরম্ভ করিলাম, কুক্ষণে যেন ক্রমে ক্রমে সংসারের সকল চিন্তা ও প্রলোভন আসিয়া মনকে অধিকার করিতে লাগিল। আর একটু বড় হতে না হতেই শিক্ষকের তাড়না আরম্ভ হইল, তখন পিতা মাতার আদর যেন কর্কশ বোধ হইতে লাগিল। কি করিব, নিস্তার নাই, অতি কষ্টে গুরু মহাশয়ের হাত এড়াইলাম, বেত্রাঘাতের অভাবে পৃষ্ঠ দিন কয়েক শান্তি পাইল ; ভাবিলাম, পৃথিবীর যন্ত্রণার হাত বুঝি এড়াইলাম। তারপর ওমা,—আবার শুনিলাম, ইংরাজি পড়িতে স্কুলে যেতে হবে ; বিষম দায়ে পড়িলাম ; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেখানে বেত্রের আধিপত্য তত ছিল না, অল্পে অল্পে যাইতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে কে যেন আসিয়া অজ্ঞাতসারে মনকে অধিকার করিয়া ফেলিতে লাগিল। বাল্যকালে যাহা ভাল লাগিত, তাহা যেন ক্রমশঃ নীরস বোধ হইতে লাগিল। পূর্ব্বের আমরাই এই, ইহা স্মরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে মনে আক্ষেপ জন্মিতে লাগিল। কিছু দিন পরে বুঝিলাম, আমরা জ্ঞানের দ্বারে আঘাত করিতে অগ্রসর হইতেছি, জ্ঞান কুটীরে অমূল্য রত্ন রহিয়াছে। প্রলোভনে মন ভুলিল, অধ্যবসায় সহকারে ধীরে ধীরে আঘাত করিতে লাগিলাম। প্রথমে সমপাঠী অনেকে একত্রিত হইয়া আঘাত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম,—কিছুদিন পরে দেখিলাম, অনেকে নৈরাশ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে, অনেকে আমাদিগকে ছাড়িয়াও উপরে উঠিয়াছে। বুঝিলাম না বৃত্তান্ত কি, আবারও আঘাত করিতে লাগিলাম। আঘাত করিতে করিতে দেখিলাম, মনের নয়ন যেন প্রস্ফুটিত হইল, তখন সংসারের প্রলোভন সকল আসিয়া সেই নয়ন সন্নিধানে পড়িতে লাগিল, তখন মনের অধ্যবসায় চলিয়া গেল, মন এদিক ওদিক ভ্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু হস্ত অনবরতই সেই দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। আর কয়েক বৎসর পরে কে যেন বলিল, তোমরা শেষ দ্বার অতিক্রম করিয়াছ, আর তোমাদের আঘাত করিবার অধিকার নাই। ভাই! তখনও মন তৃপ্ত হয় নাই ; তথাচ সংসারের প্রলোভনে টান দিল, আমরা অন্যমনস্ক হইয়া, কি করিব, ইহা ভাবিতেছিলাম, এমন সময়ে একজন বলিল,—

ঐ কুটীরে প্রবেশ করিবার গুপ্ত দ্বারও আছে, সেই দিকে যাইয়া আঘাত করি। আমরা ভুলিয়া ফিরিলাম, আমাদের সম-আঘাতকারীগণও ফিরিলেন; তারপর কোথায় গেলাম? সমদুঃখী পাঠক, একটু মনোযোগী হইয়া দুঃখের কথা শুন।

আমরা যখন ফিরিলাম, তখন আমাদের কপালে যে চিহ্ন পড়িয়াছিল, তাহার বিষয় ধারণা ছিল না, আসিবার সময় সকলেই সাধ্যমত সেই ছিন্ন দ্বারের অবশিষ্টাংশ বহন করিয়া আনিয়াছিলাম। তারপর কি বলিব, আমরা এমন স্থানে আসিয়া পড়িলাম, যেখানে দেখি আমাদের জন্য মান ও গৌরব একাধারে সঞ্চিত রহিয়াছে; তখন আমরা বুঝিলাম, আমরা এক জন হইয়াছি। আর একটু অগ্রসর হইতে না হইতেই দেখি, কেহ আমাদিগকে পুষ্পের মালা উপহার দিবার জন্য আসিয়াছে, কেহ মান, কেহ সম্ভ্রম, কেহ আশীর্ব্বাদ, আর কেহ? দেখিলাম—আর কেহ অর্থের পাত্র হাতে করিয়া একটী ফাঁস দেখাইয়া বলিতেছে, উহার ভিতর মস্তক প্রবেশ করাও, ঐ অর্থরাশি পাইবে। দেখিলাম, সকলেই সেই দিকে চলিলেন। সকলকে যাইতে দেখিয়া আমরাও গেলাম। ছুটাছুটী যাইবার সময়, অনেকের সঞ্চিত ইষ্টক খণ্ডই ভূমিতে পড়িয়া গেল, আমাদেরও সকলই গেল, কেবল মাত্র একখানি ছিল। যেই ফাঁসের মধ্যে মাথা দিলাম; আর ক্রমে ক্রমে অর্থ পাইতে লাগিলাম; সেই যে আসিবার সময় একজন বলিয়াছিল 'কুটীরে প্রবেশ করিবার আরো দ্বার আছে,—সে কথা ভুলিয়া গেলাম, কেহ কেহ একবার স্মরণ করাইয়া দিলেও যেন আর তাদৃশ আকর্ষণ হইত না। সেখানে প্রবেশ করিয়াও দিন কয়েক ভাল ছিলাম, কেহ সেক্ষপিয়রের রসযুক্ত কাহিনী মুখে বলিত, কেহ কালীদাসের অমৃতময় কবিতা বলিত, কেহ বা গণিতের দুটা কথা বলিত, আর আমরা? আমাদের কিছুই স্মরণ ছিল না, হাতে একখান যে ইষ্টক ছিল, তাহার পানে তাকাইয়া দুই একটী নীরস ধর্ম্মের কথা বলিতাম; কিন্তু আমাদের কথা কোন কাজেই আসিত না। ক্রমে ক্রমে অর্থের মহিমায় সকলের সে রোগ চলিয়া গেল, তারপর সুখ, বিলাস প্রভৃতি আসিয়া হৃদয়কে তোষিতে লাগিল। আমাদের হাতের ইষ্টকও অবশেষে সকলের চক্ষের শূল হইল; সকলে বলিল, উহাকে ফেলিয়া দেও, নচেৎ আর আমাদের নিকটে থাকিতে পারিবে না। আমাদের নিকট সেই ইষ্টক খণ্ড ভাল লাগিত, আমরা তাহার মায়া পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না, সুতরাং

আমাদিগকে সে স্থান পরিত্যাগ করিতে হইল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, প্রথমে যে স্থানের লোকেরা সমাদর করিত, তাহারা এইক্ষণ ঘৃণা করে, বুঝিলাম, আমরা যে স্থান পরিত্যাগ করিয়াছি, উহাই আদরনীয়। বুঝিয়াই বা কি করিব, একবার যাহা ছাড়িয়াছি, তাহা কি আর পাইতে ইচ্ছা করে ? ইচ্ছা করিলে আবার সেই দ্বারে যাইয়া আঘাত করিতাম। আমাদের একূলও গেল, ওকূলও গেল, আমরা নিরূপায় হইয়া সংসার সমুদ্রে ঝাঁপ দিলাম। সেই হইতে আমরা সংসার চক্রে ঘুরিয়া ফিরিতেছি।

ভাই পাঠক! আজ তোমাদের মুখ মলিন কেন ? তোমরাও ত একদিন সেই জ্ঞানের দ্বারে আঘাত করিতে গিয়াছিলে, কৃতকার্য্য হইয়াছ কি ? জ্ঞান কুটীরে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলে কি ? না আমাদের দশা ঘটিয়াছে ? গুপ্তদ্বারে আসিয়া আবার কি আঘাত করিয়াছিলে ? না আমাদের মত প্রলোভনে ভুলিয়া ফাঁদে পড়িয়াছিলে ? ভাই সকল! মনের কথা বল, আজ প্রাণ ভরিয়া শুনি। যে জ্ঞান কুটীরে প্রবেশ করিয়া ইংলণ্ড আজ পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে, যে জ্ঞানের বলে আমেরিকা বাল-সূর্য্যের ন্যায় চতুর্দ্দিকে জ্যোতি বিস্তার করিতেছে, যে জ্ঞানের প্রভাবে জর্ম্মানি আজ ফরাসীকে পদতলস্থ করিয়া রাজনীতির উচ্চ আসন অধিকার করিয়া রহিয়াছে, সেই জ্ঞান কুটীরে প্রবেশ করিতে পারিয়াছ কি ? যদি পারিয়া থাক, তবে আজ তোমাদের মুখ মলিন কেন ? তোমাদের হৃদয় যদি জ্ঞানবলে উন্নত হইয়া থাকে, তবে কেন নৈরাশ হও ? জ্ঞান বলে কি না সাধিত হয় ? জ্ঞানের প্রভাব যদি তোমাদের হৃদয়কে আকোলিত করিয়া থাকে, তবে বিদেশী মানব কে যে, তোমরা তাহাকে ভয় করিয়া চল ? ইতিহাসের পৃষ্ঠা আবরিত নহে, ঐ দেশ সকল জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে, জ্ঞান নয়নে দেখ, পৃথিবীর কোন রাজা কোন কালে লোক সমষ্টির বিরুদ্ধে চলিতে পারে নাই। কোন্ লোকের কথা বলিতেছি ? আমরাও ত লোক, কিন্তু আমাদের দেশে কি দেখিতেছি ? ভাই পাঠক! অহঙ্কার করিও না, মনে মনে চিন্তা করিয়া দেখ, বুঝিবে 'এমেও' জ্ঞান নহে, 'বিএও' জ্ঞান-কুটীর নহে। স্বীকার করি, সেক্সপিয়র, কালীদাস, মেকিয়াভেলী, মিল, বেন্থাম, স্কট, বায়রন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণের দুই চারিখানি পুস্তকের গন্ধ আমাদের মুখে ক্রীড়া করে। কিন্তু উহাই কি জ্ঞান ? জ্ঞানের যে একটী বল আছে, সে বল তবে কোথায় ? স্থির হও, চিন্তা কর। যদি জ্ঞানের বল

থাকিত, তবে রাজার কি সাধ্য ছিল যে, তোমাদিগের মতের বিরুদ্ধাচরণ করে? যদি জ্ঞানের ক্ষমতা তোমাদের থাকিত, তবে কে একতার জন্য ভাবিত? যে দেশে জ্ঞান আছে, সে দেশে একতা আছে, যে দেশে জ্ঞান আছে, সে দেশে একতার অবলম্বন আছে। যে দেশে জ্ঞানের চর্চ্চা আছে, সে দেশ স্বদেশ, বিদেশ বুঝে। আরো বলিব? যে দেশে জ্ঞান আছে সে দেশে ধর্ম্ম আছে, সে দেশে মানবের মহাবল আছে। জ্ঞান আর সংস্কার কি দুই ভিন্ন স্থানে থাকিতে পারে? যদি ভারতবর্ষে জ্ঞানের চর্চ্চা থাকিত, তবে ভারত এতদিন এক শুভ দিনের মুখ দেখিত। জ্ঞানের চর্চ্চা থাকিলে স্বেচ্ছাচারিতা দূর হইয়া যাইত। জ্ঞানী ঈশ্বরকে চরণে মর্দ্দন করিয়া স্বেচ্ছাচারী হয়, এ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা জ্ঞানের মর্ম্ম কি জানেন? জ্ঞানের মূলেই ঈশ্বর, মানবের মহাবল, স্বাধীনতার মূল সোপান।

ভাই! তুমি যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতে পার, তোমার যথেষ্ট বাহুবল আছে, তোমার ক্ষমতা দেখিয়া তুমি সন্তুষ্ট হইয়াছ? স্থির হও। আর, তুমি ভাই, ঈশ্বরকে বিশ্বাস না করিয়াও সংসারের উপকারের জন্য জীবন দিয়াছ? তুমিও স্থির হও। আর ভাই, তুমি কিছুই মান না, কেবল স্বীয় সুখের অন্বেষণেই মাতঙ্গের ন্যায় পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছ? বেশ, তুমিও একটু স্থির হও। স্থির হইয়া দেখ,—কে যেন অজ্ঞাতসারে তোমাদের পায়ে শিকল বেষ্টন করিয়া গেল। ঐ হিমালয় আর ঐ কুমারিকা দেখ অজ্ঞাতসারে একজনের শিকলে আবদ্ধ হইল। তোমার সুখ, তোমার অবিশ্বাস, আর তোমার বল, কোথায় রহিল? বল ত কোন্ বলে, তোমাদের পায়ে শিকল পড়িল? সেই জ্ঞান বলে। আর তোমরা বুঝিলে না কেন, সেই জ্ঞানের অভাবে। আজ এই দুর্দ্দিনে বৃথা চীৎকার করিলে কি হইবে, আবার আইস জ্ঞানের গুপ্ত দ্বারে সকলে আঘাত করিতে থাকি, যখন সময় আসিবে, যখন জ্ঞানকুটীর আমাদের প্রতি মুক্ত হইবে; তখন আইনই বল, আর যাহাই বল, কিছুই আমাদিগকে কিছু করিতে পারিবে না। প্রবঞ্চকের হাত হইতে মুক্ত হইবার একটী মাত্র ঔষধ আছে, জ্ঞান; সংসারের সমস্ত ক্ষমতাকে বিনাশ করিবার একটী শক্তি আছে, সেটী ধর্ম্মবল। ঈশ্বরকে মধ্যস্থলে রাখিয়া জ্ঞান বলে যে দেশকে উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার ন্যায় ধার্ম্মিকের অস্তিত্ব অসম্ভব। আর যদি কেহ ঈশ্বরকে মধ্যস্থলে না রাখিয়াও দেশের হিত সাধনে জীবন সমর্পণ করিতে পারে, সেও ধার্ম্মিক। যে কেবল স্বীয় স্বার্থ সাধনের জন্য

ঈশ্বরের উপাসনা করে, সেও অধার্ম্মিক ; আর যে ঈশ্বরের উপাসনা না করিয়াও দেশের উপকার করিতে পারে, সেও ধার্ম্মিক। যাঁহারা উৎকৃষ্ট পদবীতে আরোহণ করিবার জন্য উপাসনা করেন, দেশের উপকারের দিকে মনকে ধাবিত করিবার জন্য উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে শতবার প্রশংসা করি। ভাই পাঠক! আর হাসিও না, আর কতকাল হাসিবে? ভারতবর্ষের কি দুর্দশার সময় উপস্থিত, তাহা কি দেখিতেছ না? কি ছিলে, কি হইয়াছ, আর কতকাল এ সুখে থাকিবে বল ত? যৌবনের সুখ, ইন্দ্রিয়ের সুখ কি স্বাধীনতা অপেক্ষা প্রিয়তর? ভাই! ঠাট্টা বিদ্রূপের ক্ষণস্থায়ী সুখ কি একতার সুখ হইতেও প্রিয়তম? যত দিন তোমাদের কথা শুনিয়া আমরা হাসিব, কিম্বা আমাদের কথা শুনিয়া তোমরা হাসিবে, তত দিন একতা কেমন করিয়া হইবে বল ত?

আর একটী কথা,—প্রণয়ের কুহকজালের মমতা ছাড় ভাই। আমরা উপন্যাস লিখিতে আসিয়াও তোমাদের মন রাখিতে পারি না বলিয়া সঙ্কুচিত হই। আমাদের চিত্র দেখিয়া হাসিও না। এই স্থলে এত কথা বলিলাম কেন, বুঝিতে পার নাই কি? বিরাজমোহন এবং পূর্ণচন্দ্রের জীবনের উপলক্ষে আজ লক্ষ লক্ষ মনের কথা বলিলাম, অন্য উপায় নাই। আইস,—কোন ব্যক্তিবিশেষের দোষ গুণ না গাইয়া, পরস্পর পরস্পরের জীবন অধ্যয়ন করিয়া, জ্ঞান চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হই। জ্ঞানলাভ হইলে ধর্ম্ম আসিবে, ধর্ম্ম আসিলে একতা আর দূরে থাকিতে পারিবে না; আর একতা আসিলে কি হইবে, তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ। এখন চল যাই, ভাই! আমাদের উপন্যাসের চিত্র দেখিবে।

নবম পরিচ্ছেদ।

এ কোন্ বল ?

যখন মানব, সংসারের সুখের আশায় কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া অকৃতকার্য্য হয়, তখনই তাহার মনে নৈরাশ্য উপস্থিত হয়। বালিকার প্রভাত কুসুমের ন্যায় হাস্য, যুবতীর প্রসন্ন নয়ন, বৃদ্ধার আহ্লাদিত মন, যুবকের

থাকে, আর বৃদ্ধের শান্তি সকলি সংসারের দুঃখের সময় মলিন ভাব ধারণ করে। যে মানবের মন সুখে, দুঃখে, বিপদে ও সম্পদে সমভাবে থাকিতে পারে, যাঁহার উদ্যম কখনই বিনষ্ট হয় না, এ সংসার অশান্তির আলয় হইলেও, সে মানবের ন্যায় সুখী আর কেহই নহেন। কিন্তু সংসারের প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে অটল হিমাদ্রিশেখরস্থিত বরফ রাশিও স্থানভ্রষ্ট হইয়া যায়, প্রকাণ্ড প্রস্তর রাশি দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভূমি স্পর্শ করে, মানবের মন কোন্ ছার পদার্থ? মানব কোন্ বলে বলীয়ান হইয়া আপনাকে অটল রাখিতে সমর্থ হইবে? ধনবল নিমেষ মধ্যে নিঃশেষিত হইয়া যায়, বাহুবল রোগের সময় নিস্তেজ হইয়া পড়ে, লোকবল অসময়ে নিমেষ মধ্যে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। তবে কোন্ বলে মানব, স্থায়ী, অস্থায়ী, ঘোরতর, অল্পতর বিপদ রাশিতে অটল থাকিতে সক্ষম হয়? কেবল ধর্ম্মবল; ধর্ম্মবল ও জ্ঞানবল একত্রিত হইয়াই কেবল মানবকে রক্ষা করিতে পারে। পৃথিবীর সমস্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠা খোল, খুলিয়া দেখ, কোন্ বলের অভাবে মানবের অসাময়িক পতন লক্ষিত হয়। যাহাকে দেখিয়া পৃথিবী চমকিত হইয়া একদিন ভাবিয়াছিল, পৃথিবীর গৌরব বর্দ্ধন করিবার লোক জন্মিয়াছে, তাঁহার অসাময়িক পতনে পৃথিবীর বক্ষ বিদারিত হইল! মহাপরাক্রমশালী সিজর, নেপোলিয়ন এবং আলেকজাণ্ডার পৃথিবীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কত চেষ্টা করিলেন; কিন্তু দেখ, তাঁহাদের পতন কত বিষাদযুক্ত। তাঁহাদিগের বাহুবল, লোকবল এবং ধনবলের সহিত যদি ধর্ম্মবল সংযোজিত হইত, তবে পৃথিবী কত উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে সমর্থ হইত। সিজরের পতন! উঃ শরীর শিহরিয়া উঠে; সিজরের জীবন যদি ধর্ম্মবলে পরিশোভিত হইত, তাহা হইলে ক্রটসের কি ক্ষমতা ছিল, সেই বিষাক্ত অস্ত্রে তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করে! পৃথিবীর জয় একদিকে দর্শন কর,—সিজরের পতন, ক্ষমতার চরম সীমা, আর নেপোলিয়নের অধোগতি; সেই ফ্রান্স, আর সেই রোম আজও রহিয়াছে, কিন্তু নেপোলিয়নের আর সে গৌরব নাই,—সিজরের অহঙ্কার বিচূর্ণিত হইয়া সময়ের কন্দরে লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে। আর এক শ্মশান পানে দৃষ্টিকে ক্ষণকালের জন্য ফিরাও, দেখিবে,—ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন আর্য্যগণের বাহুবলে আর ভারত জাগরিত হয় না, কণিক এবং চাণক্যের ধর্ম্মবিবর্জিত রাজনীতির কথাও আর কাহার মুখে লীলা খেলা করে না। পৃথিবীর গৌরব ও সম্মান প্রতিষ্ঠিত করিবার সময়ে মহা পরাক্রমশালী লোক সকল মৃত্তিকায় মিশিয়া গেল, আর

ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার সময়ে সামান্য লোকের মস্তকও আকাশ ভেদ করিয়া উপরে উঠিল। সুখের সন্তান ধর্ম্মবলের ভাব আয়ত্ত কর, দীন দরিদ্র খ্রীষ্ট ক্রুশ কাষ্ঠে দেহত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু তাঁহার জয়ধ্বজা অদ্যাবধিও পৃথিবীকে পরিশোভিত করিয়া রাখিয়াছে। দেখ মহম্মদ, চৈতন্য, নানক, কবীর, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্যের সময় আর নাই, কিন্তু তাঁহাদিগের কীর্ত্তি-ধ্বজা আজও, যে ভাবেই হউক, পৃথিবীকে শোভিত করিতেছে। আর একবার চাহিয়া দেখ;—আয়ত্ত কর বিশ্বাসী পারকারের ক্ষমতা;—স্মরণ কর নব্য ইটালীর উন্নতি এবং ম্যাট্সিনির পরাক্রম; ঊনবিংশ শতাব্দীর দাসত্ব উঠাইয়া দিবার জন্য পারকার পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র খ্রীষ্টীয় উপাসক শত্রু দ্বারা বেষ্টিত, চতুর্দ্দিকে রব উঠিতেছে, 'পারকারের মুণ্ডচ্ছেদন কর,' সেই বিপদের সময়ও পারকারের মন একটুও সঙ্কুচিত হইল না; ঈশ্বর একদিকে, কর্ত্তব্য কার্য্য অন্য দিকে, 'কাহার সাধ্য আমার শরীরে হস্ত স্পর্শ করে' বলিয়া সুমহান্ স্বরে, অলৌকিক বলে, সহস্র সহস্র লোকের মন চমকিত করিলেন, কাহারও সাধ্য হইল না, সেই সময়ে পারকারের শরীর স্পর্শ করে; শত সহস্র ব্রুটসের ক্ষমতা পরাস্ত হইল; রাজার শাণিত তীক্ষ্ণ অস্ত্র বলহীন হইল; উৎসাহে, ও ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়া, পারকার স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন; তাঁহার নাম রাজা অপেক্ষাও ভয়ের কারণ ছিল, তাঁহার ক্ষমতা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইতেও ভীষণ ছিল। খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ের মস্তক বিচূর্ণিত হইল; অদ্যও তাঁহাদিগের শরীর কম্পমান। আবার দেখ;—ইটালীর দুর্দ্দশা স্মরণে যাঁহাদের হৃদয় অবসন্ন হইয়াছিল, অধীনতার ভয়ানক পরাক্রম দেখিয়া যাঁহারা নৈরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদিগের হৃদয় আবার হর্ষে পরিপূর্ণ হইল, ইটালী আবার স্বাধীনতায় উজ্জ্বল হইল। কে ভাবিয়াছিল, ইটালীতে আবার উজ্জ্বল জ্যোতি বিস্তার হইবে? কিন্তু বিশ্বাসী ম্যাটসিনী সামান্য অবস্থায় থাকিয়াও সকলের মুখ উজ্জ্বল করিতে সমর্থ হইলেন।—হইলেন কোন্ বলের কৌশলে?—জ্ঞান ও ধর্ম্মবলে। ইতিহাস খুলিয়া দেখ, ধর্ম্মবলের নিকট সকল বল নত স্বীকার করিয়াছে; আর আশ্বাসিত হইয়া ভবিষ্যতের প্রতি চাহিয়া দেখ, এই ধর্ম্মবলের প্রভাবেই ভারত একদিন আবার পূর্ব্ব গৌরব উদ্ধার করিতে সক্ষম হইবে। মানবের ধর্ম্মবলের ন্যায় আর বল নাই। বিধাতঃ! কতকাল আর ভারত এই ধর্ম্ম-বলহীন হইয়া থাকিবে, কত কালে ইহার দুর্দ্দশার শেষ হইবে!

এই ধর্ম্মবল কাহার মধ্যে আছে? যাঁহার হৃদয় প্রীতি এবং ভালবাসার সোপান, যাঁহার মন বিশ্বাস, চিন্তা, কল্পনা এবং বিচার শক্তির আধার; যাঁহার বিবেক পবিত্রতার সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র, এবং আত্মা অধ্যাত্মিক শক্তি নিচয়ের ভাণ্ডার, তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক। যিনি বিশ্বাস এবং জ্ঞানবলে সেই অবিনশ্বর মহাপুরুষের স্বরূপ হৃদয়ে প্রীতি দ্বারা আবদ্ধ করিতে পারেন; যাঁহার মন বুদ্ধি ও বিবেক দ্বারা চালিত এবং যাঁহার আত্মা সেই পবিত্র স্বরূপের প্রতিবিম্বের ন্যায়, তাঁহার মধ্যেই ধর্ম্মবল আছে। তাঁহার ধর্ম্ম কোন ঘটনার দাস নহে। ঈশ্বরের কার্য্যই তাঁহার উৎকৃষ্ট প্রার্থনা, তাঁহার দৈনিক জীবনই উৎকৃষ্ট উপহার, তাঁহার গৃহই দেব মন্দির, তাঁহার সকল দিবসই ঈশ্বর সেবার সময়। তাঁহার পবিত্র আত্মাই উপযুক্ত গুরু, বিশ্বাস এবং কার্য্য তাঁহার সঙ্গের সঙ্গী। তিনি ধর্ম্মের জন্য চিন্তাবৃত্তিকে বিসর্জ্জন করেন না, কিম্বা চিন্তার জন্য ধর্ম্মকেও ছাড়েন না। তাঁহার জীবন ন্যায়ের দ্বারা চালিত, সত্যে ভূষিত, এবং ভালবাসায় শোভিত হইয়া আশ্চর্য্য শোভা ধারণ করে। তাঁহার ঈশ্বর তাঁহার জীবনের প্রত্যেক বিভাগে, তাঁহার মস্তক সর্ব্বদা ঈশ্বরের চরণে অবনত। সুখ, দুঃখ তাঁহার দুই সমান। তাঁহার ধন, তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার ক্ষমতা সকলি ঈশ্বরের সন্তানগণের কল্যান সাধনের জন্য। সংসারে এমন কোন পদার্থই তাঁহার নহে, যাহাতে তাঁহার অন্য কোন দাতার আবশ্যক আছে। তাঁহার বিপদই সম্পদ, তাঁহার কষ্টই সুখ, পৃথিবীর কোন শোক যন্ত্রণায় তাঁহাকে কাতর করিতে পারে না। সংসারের তিরস্কার ও ভৎসনা তাঁহার নিকট নিকুঞ্জবিহারী সুন্দর পক্ষীর সুস্বরের ন্যায় অমৃত ঢালিয়া দেয়। সংসার তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেও তাঁহার মনে আশঙ্কা হয় না, কারণ বিশ্বাস বলে তিনি ঈশ্বরকে অনবরতই তাঁহার নয়ন সন্নিধানে দেখেন। মানবের স্নেহ, মানবের দয়া তাঁহার প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া প্রতারণা করিতে পারে, কিন্তু অনন্ত মঙ্গলময় করুণা-সিন্ধুর স্নেহ সর্ব্বদাই তাঁহার আত্মাতে বিচরণ করে। পৃথিবীর স্নেহ তাঁহাকে তুষ্ট না করিলে তাঁহার ভয় কি? গগণবিহারী নক্ষত্রমালা তাঁহার মনে অনবরত ঈশ্বরের স্নেহ স্মরণ করাইয়া বলিয়া দেয়, ভয় কি? পৃথিবীর সহানুভূতির সুন্দর দ্বার তাঁহার প্রতি রুদ্ধ হয়, তাহাতে তাঁহার চিন্তা কি? অনন্ত ঈশ্বরের হস্ত তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্য্যের উপরে থাকিয়া বলিয়া দেয়—'ভয় কি? তুমি আমার সন্তান, আমি তোমার সঙ্গেই আছি।' তিনি উপাসনাকে ধর্ম্মের অঙ্গ মনে করেন না, কিন্তু ঈশ্বরের কার্য্য সম্পন্ন করাই

তাঁহার ধর্ম্ম। যিনি বুঝিতে পারেন, অনুভব করিতে পারেন, ঈশ্বরকে জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তে, তাঁহার আবার উপাসনা কি ? তাঁহার জীবনই তাঁহার উজ্জ্বল বিশ্বাসের ফল স্বরূপ। ভারতবাসি ! ঠাট্টা, বিদ্রূপ ছাড়িয়া, উচ্চ কথার উপাসনা ছাড়িয়া, একবার ঈশ্বরের অস্তিত্বে ডুবিয়া জীবনকে উন্নত কর দেখি, কর্ত্তব্য পালন করিতে শিক্ষা কর দেখি, ভারতের আবার নবজীবন সঞ্চার হয় কি না ?

সুরম্যগ্রামে পূর্ণবাবু ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত, যাঁহারা শ্রদ্ধা করেন, তাঁহারাও ব্রাহ্ম বলিয়া ; আর যাঁহারা ঘৃণা করেন, তাঁহারাও ব্রাহ্ম বলিয়া, বাস্তবিক পূর্ণবাবু কি ? আমরা এ পর্য্যন্ত তাঁহার স্বভাব সমালোচনা করি নাই। ব্রাহ্মের লক্ষণ কি, অমরা জানি না ; তবে সচরাচর যাহা শুনিয়া থাকি, নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপাসনাই ব্রাহ্মের প্রধান লক্ষণ, দ্বিতীয় লক্ষণ ভক্তি, বিশ্বাস, বিনয় ; আর তৃতীয় লক্ষণ সাধনা ; ইহাই যদি ব্রাহ্মের প্রকৃত লক্ষণ হয়, তবে পূর্ণবাবু ব্রাহ্ম নহেন, তাহা আমরা বলিতে পারি। পূর্ণবাবু বলেন, ঈশ্বরের উপাসনা আবার নির্দ্দিষ্ট সময়ে কি ? ঈশ্বরের অস্তিত্বে মানবাত্মার নিমজ্জিত অবস্থাকেই তিনি উপাসনা বলেন। যখন মন তাঁহাকে চায়, তখনই মন তাঁহাকে ডাকিবে, তাহার আবার নির্দ্দিষ্ট সময় কি ? তিনি সাধনার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, বলেন, ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সম্পন্ন করাই উৎকৃষ্ট সাধনা। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যাঁহারা কেবল বসিয়া থাকেন, তাঁহারা সংসারের অলস, ঈশ্বরের প্রিয় হইবার অযোগ্য। পূর্ণবাবু ধার্ম্মিক কি অধার্ম্মিক, ব্রাহ্ম কি অব্রাহ্ম, তাহা আমরা বিচার করিতে অক্ষম ; তবে তাঁহার সৎকার্য্যসকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মন বলিয়া দেয়, পূর্ণবাবু অব্রাহ্ম হইলেও ধার্ম্মিক। ব্রাহ্ম জগৎ পূর্ণবাবুকে কি বলিবেন, কে জানে ?

আজ বিবাহের দিন,—সুরম্যগ্রাম বিষাদে পরিপূর্ণ। একদিকে গোবিন্দচন্দ্রের স্ত্রীর মৃত্যু, পুলিস আসিয়া গোবিন্দচন্দ্রের বাড়ী বেষ্টন করিয়াছে ; অন্যদিকে দীননাথ সরকারের বাড়ী আমোদ শূন্য, উৎসাহ শূন্য, আজ সুরম্য গ্রামের কাহারও মুখে হাসি নাই, সকলেই মলিন ভাবে চিন্তায় রত। আমরা কোন্ দিকে যাইব ? গোবিন্দচন্দ্রের যাহা হয় হইবে, আমরা এ সময় তাহাকে লইয়া কি করিব ? দেখি পূর্ণবাবু এবং বিরাজমোহন কি করিতেছেন।

পূর্ণবাবু এবং বিরাজমোহন বাড়ীতে আসিয়া প্রথমতঃ দীননাথ সরকারের নিকট গত রজনীর সকল বিষয় খুলিয়া বলিলেন। দীননাথ সরকার আবার

চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাইতে লাগিলেন। তখনও আশা একবারে বক্ষে ছুরিকা দেয় নাই, দীননাথ সরকার মনে মনে ভাবিতেছেন, সন্ধ্যার মধ্যে বিনোদিনীকে পাইলেও বিবাহ হইবে। পূর্ণবাবু বলিয়া আসিলেন, 'বিনোদিনীকে না পাওয়া গেলেও আপনি দুঃখিত হইবেন না, আমি আজ হইতে আপনার হইলাম।'

বিরাজমোহনের আর আপন বাড়ীতে যাইতে অভিলাষ হইল না, পূর্ণবাবুর হাত ধরিয়া তাঁহার বাড়ীর দিকে চলিলেন, পথের মধ্যে যাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইতে লাগিল, তাহারাই বলিতে লাগিল, 'বিরাজ! বিনোকে নাকি অপহরণ করেছে?' এই সকল কথা শুনিয়া বিরাজমোহনের মনের মলিনতা আরো বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পূর্ণবাবুর মুখ তত মলিনও নহে, প্রফুল্লও নহে; বিরাজমোহন বলিলেন, 'আপনার কি ভাবনা হইতেছে না? কি ভাবিয়া আপনি ঠিক আছেন, আপনার কি আশা আছে বিনোকে পাওয়া যাইবে?'

পূর্ণবাবু বলিলেন,—বিনোদিনীকে পাওয়া যাইবে, আমি এ আশা করি না, তবে স্বর্ণলতা এখন পর্য্যন্তও ফিরিয়া আসিলেন না, এটা একটা ভরসার বিষয় বটে, আমি তোমার স্ত্রীকে সামান্যা স্ত্রীলোকের ন্যায় মনে করি না। যাহাই হউক, আমরা চেষ্টা করিয়া যাহা সম্পন্ন করিতে না পারি, তাহার জন্য দুঃখিত হই না, বিবাহকে আমি নিতান্ত নীচ কার্য্য মনে করি না, যাঁহাকে মধ্যস্থলে রাখিয়া আমরা মিলিত হইব, তাঁহার ইচ্ছা সম্পন্ন হইবে, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস; মানব স্বেচ্ছায় কি করিতে পারে?

বিরাজমোহন বলিলেন, আবার মন অস্থির হইতেছে, সংসারের চতুর্দ্দিক যেন ক্রমশই অন্ধকারযুক্ত হইয়া আসিতেছে; যাহাতে একটু শান্তি পাইব মনে ভাবি, তাহাতেও এত বিঘ্ন।

পূর্ণবাবু।—বিরাজ! সংসারের কোন কার্য্যের মধ্যে শান্তি অন্বেষণ করিয়া কখনই সুখী হইতে পারিবে না। সংসার অন্ধকার হয় হউক, ভয় কি? উপরে দৃষ্টি করিয়া দেখ, ঈশ্বরের মঙ্গলময় হস্ত সর্ব্বদাই আমাদিগকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত। কেন দুঃখিত হও; ঈশ্বর তোমার সঙ্গেই আছেন, তাহা কি ভুলিয়াছ?

বিরাজমোহন।—আপনার মন কি একটুও বিচলিত হয় নাই?

পূর্ণবাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, তুমি এক্ষণও বালক, তুমি কি বুঝিবে? সংসারের কোন্ ঘটনা আমার মনের শান্তি ভঙ্গ করিতে পারে?

বিরাজমোহন অন্যমনস্ক হইয়া বলিলেন, আমরা এক্ষণ কি করিব?

পূর্ণবাবু।—স্বর্ণলতার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত মনে করি; তারপর যা হয় করিব।

বিরাজমোহন। স্বর্ণ ত এখনও আসিল না, সে যে জীবিতা আছে, আমার ত বোধ হয় না, চলুন, আমরা যাই।

পূর্ণবাবু।—কাহারও মৃত্যু আশ্চর্য্য ঘটনা নহে, কিন্তু সহসা স্বর্ণলতার শরীরে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারে, আমার এমন বোধ হয় না; স্বর্ণলতার যদি নিশ্চয়ই মৃত্যু হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা যাইয়াই বা কি করিব? এতক্ষণ তাহারা কোন্ রাজ্যে গমন করিয়াছে, নির্দ্ধারণ করা কি সহজ কথা?

বিরাজমোহন।—তবে কি হইবে? বিনোদিনীকে কি উদ্ধার করা হইবে না? যদি বিনোদিনীকেই না পাই, তাহা হইলে আর বাঁচিয়া কি করিব? মাতার সহিত আজীবন সাক্ষাৎ নাই; স্বর্ণলতাও বোধ হয় দস্যুর হাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে;—আর যদি বিনোদিনীকেই না দেখিতে পাই, তবে আর বাঁচিয়া কাজ কি?

পরদিন প্রত্যুষে পূর্ণবাবু সকলের অগ্রে উঠিলেন। উঠিয়া বিরাজমোহনকে জাগ্রত করিলেন; তারপর বলিলেন, বিরাজ! মনকে ঠিক করিয়াছি; চল, আজ বিনোদিনী এবং স্বর্ণলতার অনুসন্ধানে বহির্গত হই।

বিরাজমোহন উৎসাহিত চিত্তে গৃহ পরিত্যাগ করিলেন, উৎসাহিত মনে গত রজনীর সকল কথা বিস্মৃত হইয়া, পূর্ণবাবুর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

কিয়দ্দূর যাইতে যাইতেই দেখিলেন, একটী স্ত্রীলোক আসিতেছে। পূর্ণবাবু বলিলেন 'বিরাজ! কে আসিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছ কি? আমার বোধ হয় স্বর্ণলতা আসিতেছেন।

বিরাজমোহন চমকিত হইয়া বলিলেন,—আপনি কি প্রকারে বুঝিলেন? স্বর্ণলতার ন্যায় ত উঁহাকে দেখা যাইতেছে না। আপনি কি প্রকারে বুঝিলেন?

পূর্ণবাবু—আর একটু পরেই দেখিতে পাইবে, এত চঞ্চল হও কেন?

কিয়ৎক্ষণ পর যখন স্বর্ণলতা নিকটবর্ত্তিনী হইতে লাগিলেন, তখন বিরাজমোহনের মন আহ্লাদে আপ্লুত হইতে লাগিল। পূর্ণবাবু দেখিলেন, স্বর্ণলতার পূর্ব্ব বেশভূষা কিছুই নাই, দেখিয়া মনে বিপদ গণনা করিলেন।

স্বর্ণলতা নিকটে আসিলেন, বিরাজমোহন আহ্লাদে স্বর্ণলতার দক্ষিণ হস্ত

ধরিয়া বলিলেন, স্বর্ণ! স্বর্ণ! আর বাক্য ফুটিল না; মনের মধ্যে এত আহ্লাদ হইতেছিল, যে বাক্যে মনোভাব ব্যক্ত হইল না।

স্বর্ণলতা বলিলেন, 'তোমরা কোথায় যাইতেছ?' পূর্ণবাবুর শরীর কাঁপিয়া উঠিল; বলিলেন, আর কোথায় যাইব, আপনাদিগকে অনুসন্ধান করিতে যাইতেছিলাম। বিনোদিনীর অনুসন্ধান পাইয়াছিলেন কি?

স্বর্ণলতা কাতরস্বরে বলিলেন দেখা পাইয়াছিলাম বটে, কিন্তু পাইয়াও কিছুই করিতে পারি নাই। আমার সহিত আর দশজন লোক থাকিলে নিশ্চয় বিনোদিনীকে উদ্ধার করিতে পারিতাম।

পূর্ণবাবু বলিলেন, লোকের ভাবনা কি? চলুন এখনই বিনোদিনীকে উদ্ধার করিব। দশজন কেন, আপনার আশীর্ব্বাদে ৫০০ লোকের আয়োজন আছে; সন্ধান পাইলে কাহার সাধ্য বিনোকে আবদ্ধ করিয়া রাখে?

বিরাজমোহনের নির্জ্জীব শরীর উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, বিনোদিনীর অনুসন্ধান পাওয়া গিয়াছে, এই সংবাদে তাঁহার শরীরে যেন দ্বিগুণ বল সঞ্চার হইল; বলিলেন 'স্বর্ণ! তুমি লোকের জন্য চিন্তা কর কেন? চল, এখনই তোমার মনের দুঃখ মিটা'ব।

স্বর্ণলতার মুখ আরো মলিন হইল, অতি মৃদুস্বরে বলিলেন—আর সময় নাই, এখন সহস্র লোকেও কিছুই করিতে পারিবে না, আর কেন, চল বাড়ীতে ফিরিয়া যাই।'

বিরাজমোহনের হৃদয়ে সহসা যেন কালসর্প দংশন করিল; দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'স্বর্ণ! কি হইয়াছে শীঘ্র বল, আমার মন একেবারে অস্থির হইতেছে।'

স্বর্ণলতা। বলিব কি? তোমাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া অনেক দূর চলিয়া গেলাম, সুরম্যগ্রামের দক্ষিণদিকের ময়দানে বাহির হইয়া উহার মধ্যস্থানে আলো দেখিতে পাইলাম, তখন মন সাহসে পূর্ণ হইল, আলো লক্ষ্য করিয়া একাগ্রমনে সেইদিকে যাইতে লাগিলাম। পথিমধ্যে গোবিন্দ বসুর সহিত সাক্ষাৎ হইল, দেখিলাম গোবিন্দ বসু চঞ্চল চিত্তে ফিরিয়া আসিতেছে। সেইখানে গোবিন্দ বসুকে দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিতা হইলাম, ভাবিলাম, বিনোদিনীকে হত্যা করিয়া আবার পামর কোথায় গিয়াছিল। তখন ক্রোধে শরীর স্ফীত হইল, আমার হাতের অসি অজ্ঞাতসারে উত্তোলিত হইল, এমন সময়ে গোবিন্দ বসু বলিল 'স্বর্ণ! এ কি? তুমি আমার প্রতি এত নিষ্ঠুর

হইতেছ কেন ?' ইতিমধ্যে একজন লোক আমার উত্তোলিত অসি ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিল, আমার অসি তখন বজ্রের ন্যায় পামরের প্রতি পতিত হইতেছিল, সহসা আঘাতে সেই লোকের দক্ষিণ হস্ত দ্বিখণ্ড হইয়া গেল, তখন পামর বলপূর্ব্বক আমার হাত ধরিল। আমি বলিলাম 'নৃশংস! স্ত্রীজাতি কি এতই নিস্তেজ যে, পাপীর হস্ত হইতে আত্মরক্ষায় অক্ষমা, এই দ্যাখ্।' বলিয়া বলপূর্ব্বক আমি হস্ত অপসৃত করিলাম, গোবিন্দচন্দ্র আবার করুণস্বরে কহিল, 'স্বর্ণ! আমি বিনোদিনীকে অপহরণ করিয়া তোমার ক্রোধের পাত্র হইব জানিলে, আমি কখনই এ কুকার্য্য করিতাম না, আমাকে ক্ষমা কর, তুমি যাহা বলিবে আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি। বোধ হয় আমার স্ত্রীকে হত্যা করি নাই বলিয়া তুমি এত ক্রোধান্বিতা হইয়াছ; যাই, এখনই স্ত্রীর বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিয়া তোমার কণ্টক পরিষ্কার করিব।' পামরের কথা শুনিয়া আমার শরীর জ্বলিয়া যাইতে লাগিল, তখন বিনোদিনী সম্বন্ধে যথার্থ কথা জানিবার জন্য একান্ত ইচ্ছা হইল, বলিলাম—'তুই কোন্ প্রাণে বিনোদিনীর বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিলি।' পামর উত্তর করিল, 'কে বলিল, বিনোদিনীকে হত্যা করিয়াছি? ঐ যে আলো দেখা যাইতেছে, ঐখানে বিনোদিনী আছে। পথিমধ্যে যে স্ত্রীলোকের মৃতদেহ দেখিয়াছ, উহা হরাই দাসের মেজো মেয়ের মৃতদেহ, বিনোর চীৎকার শুনিয়া ঐ মেয়েটা আসিয়া আরো চীৎকার করিতেছিল বলিয়া উহাকে হত্যা করিয়াছি।' নৃশংসের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া শরীর আরো জ্বলিতে লাগিল, কিন্তু তখন বিনোদিনীকে উদ্ধার করিবার সুযোগ মনে করিলাম, তাই আর কিছু কর্কশ কথা না কহিয়া, বলিলাম—'বিনোদিনীকে আমার হস্তগত করিতে পারিস্ ত তোকে ক্ষমা করি।' এই কথা শুনিয়া গোবিন্দ বসু সহসা কাঁদিতে কাঁদিতে আমার পায়ের উপর পড়িয়া গেল, আমি তাহার হাত ধরিয়া তুলিলে, সে বলিল—"স্বর্ণ! আমাকে রক্ষা কর আমাকে ক্ষমা কর বিনোকে এক্ষণ অন্যের হাতে অর্পণ করেছি, আমার কোন হাত নাই, আমি কি করিব?" আমি মহা বিপদের আশঙ্কা করিলাম, ভাবিলাম যদি গোবিন্দ বসুর কথা যথার্থ হয়, তাহা হইলে যত বিলম্ব হইবে, ততই বিনোকে লইয়া উহারা দূরে যাইবে, এই ভাবিয়া আমি বলিলাম—'তোর সঙ্গের লোকগুলি আমার সঙ্গে দে, আমি বিনোকে উদ্ধার করিতে যাইব।' গোবিন্দচন্দ্র বলিল, 'যাইও না, বিনোকে আর উদ্ধার করিতে পারিবে না, এক্ষণ বিনো যাঁহাদের হাতে তাহারা ভয়ানক দস্যু।' আমার

মন অস্থির হইল, আমি বলিলাম, তবে কি করিব? তুই যদি কোন উপায় বলিয়া না দিবি ত এখনই তোর বক্ষে এই অসি নিক্ষেপ করিব। গোবিন্দ বসু বলিল, 'এক উপায় আছে, বলিতেছি; কিন্তু কোন ফল দর্শিবে এরূপ আশা করি না; আমার সঙ্গের একটী সর্দ্দারকে দিতেছি, সর্দ্দার জীবিত থাকিতে তোমার মৃত্যু নাই, কিন্তু একটু সাবধান থাকিও, সে দস্যুদলের মধ্যে তুমি কিছু করিতে পারিবে মনে হয় না। আমি গোবিন্দ বসুর নিষেধ না শুনিয়া, সেই সর্দ্দারকে সঙ্গে লইয়া আলো লক্ষ্য করিয়া চলিলাম, তাহারাও দ্রুত যাইতেছিল, আমরা রাত্রি থাকিতে আর তাহাদিগকে ধরিতে সক্ষম হইলাম না, যখন রজনী প্রভাত হইল, তখন সেই দস্যুদল বেষ্টিত পাল্কীর নিকটে পৌঁছিলাম; কি করিব, কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। পাল্কীর চতুর্দ্দিকে প্রায় ২০।২৫ জন মুসলমান লাঠীয়াল, সকলের হাতেই অস্ত্র, আমি একা সেই দলে পড়িয়া কিছু করিতে পারিব, এমন ভরসা আর হইল না। ইতিমধ্যে একটী ভদ্রলোক আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—'তুমি এবেশে এখানে আসিয়াছ কি জন্য? তোমার নিবাস কোথা?' আমি বলিলাম, আমি যেই হই না কেন, তাহা পরে জানিবেন, আমি পাল্কীস্থিত বিনোদিনীকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছি।" আমার কথা শুনিয়া সেই লোকটী হাসিয়া ফেলিলেন, আমি সে হাসির মর্ম্ম বুঝিলাম, বুঝিলাম আমাকে তৃণবৎ জ্ঞান করিতেছেন; তখন বল প্রয়োগের সময় ছিল না। আমার সঙ্গের সর্দ্দারটী বলিল, ইনি সুরম্যগ্রামের জমিদার বাবুদের স্ত্রী, গোবিন্দ বাবু ইহাঁর শরীরে হস্তস্পর্শ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।' সেই লোকটী সর্দ্দারের কথা শুনিয়া বলিল, শরীরে হস্তস্পর্শের আবশ্যক কি? তবে ইহাকে অদ্য আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। তারপর কার্য্য সমাধা হইলে কল্য প্রাতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে।' এই বলিয়া সর্দ্দারকে বলিল তুই সরিয়া যা। সর্দ্দার আমাকে ফেলিয়া সরিয়া গেল, আমি একাকিনী সেইখানে দস্যুদিগের হস্তে আবদ্ধ হইলাম। দেখিতে দেখিতে পশ্চাৎদিক হইতে আমার হস্তের অস্ত্র লুণ্ঠিত হইল; আর এক মুহূর্ত্ত পরে আমি দেখিলাম, আমাকে চতুর্দ্দিক হইতে বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে; বিনোদিনীকে উদ্ধার করা দূরে থাকুক, আমি তখন মনে করিলাম, পলায়ন করিয়া আসিতে পারিলে তোমাদিগকে সংবাদ দিতে পারি, কিন্তু সাধ্য হইল না; সেই লোকটী ভদ্রভাবে বলিল,—'তুমি ভদ্রঘরের মেয়ে, তোমাকে আর কিছু বলিলাম না, আমার কথা শুন, ঐ পিঁজরের মধ্যে প্রবেশ

কর। আর যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রবেশ না কর, তাহা হইলে বলপূর্ব্বক উহাতে প্রবেশ করাইব।' আমার শরীরের রক্ত উষ্ণ হইয়া উঠিল, বলিলাম "মৃত্যুকে ভয় করে কে? পামর! তুই আমার শরীরে হস্তস্পর্শ করবি? আয়" আমার হস্তে কিছুই ছিল না। কেমন করিয়া আত্মরক্ষা করিব? আমার মনের আগুণ শতগুণে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল, আমি উচ্চৈঃস্বরে ডাক ছাড়িলাম; কিন্তু আমার ডাকে কেহই সাহায্য করিতে আসিল না। তখন আমাকে আসিয়া সেই পামর বলপূর্ব্বক ধরিল, এমন সময়ে সেই সর্দ্দার আসিয়া ভীম রবে বলিল, 'গোবিন্দ বাবুর কথার অমান্য করছিস্, সাবধান।' এই গর্জ্জন শুনিয়া আমার চতুর্দ্দিকের দস্যুগণ সরিয়া দাঁড়াইল; সেই পামর আমার হাত ছাড়িল। আমি বলিলাম সর্দ্দার,—আমার অবমাননা, তুই চক্ষে দেখলি, গোবিন্দ বাবুর কথা অমান্য করিলি? সর্দ্দার বলিল,—গত বিষয় বিস্মৃত হউন, আপনি উহার কথা শুনুন, কারণ আমরা নিরাশ্রয়; গোবিন্দ বাবুর আজ্ঞা অবহেলার শাস্তি পরে পাইবে, কিন্তু এক্ষণ আমি একা কি করিব? সর্দ্দারের কথায় আমার রক্ত শীতল হইয়া আসিল, সহসা যেন বিদ্যুৎবৎ সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া একটা স্রোত চলিয়া গেল, আমি হতচেতন হইয়া সেই স্থানে পড়িয়া গেলাম; তারপর কি করিল, কিছুই জানিলাম না।" বিরাজমোহনের নয়ন হইতে অশ্রু পর্ব্বতবাহিনী নির্ঝরিণীর ন্যায় পড়িতে লাগিল, পূর্ণবাবু গম্ভীরভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

স্বর্ণলতা বলিলেন, 'তারপর যখন আমার চৈতন্য হইল, তখন দেখি আমাকে এক লৌহাবৃত ব্যাঘ্রের পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়াছে। বিনোদিনীকে কোথায় রাখিয়াছে, কিছুই জানিতে পারিলাম না। অপরাহ্নে দেখিলাম, সেই পিঞ্জরের চতুস্পার্শ্বে অনেক স্ত্রীলোক আমাকে দেখিতে আসিয়াছে যাহার মনে যাহা উঠিতেছে, সে তাহাই বলিতেছে। তাহাদিগের কথার ভাবে বুঝিলাম, বলপূর্ব্বক বিনোদিনীর বিবাহের আয়োজন হইয়াছে। কি করিব, কি করা উচিত, কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না। সকল লোক চলিয়া গেলে, একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল; তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, যে মেয়েটীর আজ বিবাহ হইবে, তাহাকে তুমি দেখিয়াছ?' সে বলিল না বাছা! দেখিতে পাই নাই, তাহাকে একটী ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, কাহাকেও দেখিতে দেয় না।' সেই স্ত্রীলোকটীর সহিত অনেক বিষয়ে আলাপ করিয়া নৈরাশ হইয়া পড়িলাম, কোন বিষয়ে দন্তস্ফুটও করিবার

ক্ষমতা নাই বুঝিলাম; বিবাহের সময় আমার পিত্তরাটী ধরাধরি করিয়া বিবাহস্থলে লইয়া গেল; আমি বিবাহের সময় দেখিলাম, বিনোদিনীর রোদন ধ্বনিতে বিবাহ মণ্ডপটী প্রতিধ্বনিত হইতেছে ঢুইটী অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক বিনোকে সান্ত্বনা বাক্য দ্বারা বুঝাইতেছে। আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, ইচ্ছা হইল সেই স্থানে আত্মঘাতিনী হই, কিন্তু বিনোদিনীকে দেখিয়া তাহাও সম্বরণ করিলাম, ভাবিলাম, বিনো যখন আমার মৃত্যুর কথা শুনিবে, তখন কি প্রকারে বাঁচিয়া থাকিবে? বিবাহ শেষ হইয়া গেল, আর আমাকে আবার স্থানান্তরে লইয়া গেল; তারপর আর বিনোকে দেখিতে পাইলাম না। রজনী প্রভাত হইতে না হইতে পাঁচ জন লোক আসিয়া বলিল, তোমাকে সুরম্যগ্রামে রাখিয়া আসিতে আমাদের প্রতি আদেশ হইয়াছে, আর বিলম্ব করিও না, আমাদিগের সহিত আইস। এই বলিয়া দরজা খুলিয়া দিল, আমি আস্তে আস্তে বাহির হইলাম, আকাশে তখনও নক্ষত্রমণ্ডলী মিটী মিটী জ্বলিতেছিল, আমি বাহির হইলাম। সুরম্যগ্রামে ফিরিয়া আসিতে ইচ্ছা হইল না,—একাকিনী গৃহে যাইয়া কি করিব? কিন্তু সেই পাঁচ জন প্রহরী আমার মনোবাঞ্ছাপূর্ণ করিতে দিল না তাই আবার তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল।"

স্বর্ণলতার কথা শেষ হইতে হইতেই স্বর্ণলতা আবার হতচেতন হইয়া পড়িয়া গেলেন, পূর্ণ বাবু বিরাজমোহনকে ধরিলেন, বিরাজমোহনেরও চৈতন্য বিলুপ্ত হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

একি অমৃতের খনি।

অনেকক্ষণ পর স্বর্ণলতা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। পূর্ণ বাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"আপনিই যদি এত অস্থির হইয়া পড়িলেন, তবে আর বিরাজমোহনকে কি প্রকারে রাখিবেন? বিরাজমোহনের কোমল শরীর ও মন বিষে বিষে একেবারে জর্জ্জরিত হইয়াছে, এই সময়ে আমি আর এমন কোন

উপায় দেখি না, যাহা অবলম্বন করিলে বিরাজের মন সুস্থ হইতে পারে। চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন,—আপনাকে কেবল মাত্র একটী উজ্জল নক্ষত্র দেখিতেছি, আপনিও যদি অস্থির হন, তবে ত আর কোন পথই দেখি না।

স্বর্ণলতা সজল নয়নে মৃদুস্বরে বলিলেন,—আমি ইচ্ছা করি না, তবুও যে কেন অচেতন হইয়া পড়ি, তাহাত বুঝিতে পারি না। যাহা হউক, আপনি যে একই ভাবে রহিয়াছেন, ইহা বড়ই সুখের বিষয়। আমি ভাবিয়াছিলাম, আপনাকে ঠিক রাখিতে পারিব না; ঈশ্বর যে আপনার মনকে এত উন্নত করিয়াছেন, ইহা অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয়। যাহা হউক বিনোর ত আর কোন উপায় দেখি না, এক্ষণ বিরাজমোহনের ;—

এই সময়ে গণক আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন; বিরাজমোহনকে সেই প্রকার হতচেতন অবস্থায় দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত বলিলেন পূর্ণ বাবু! একি দেখিতেছি? বিরাজমোহন অচেতন কেন? আর আপনারাই বা এই প্রকার দেখিয়াও কিরূপে দাড়াইয়া রহিয়াছেন?

পূর্ণ বাবু বলিলেন,—এই প্রকার বিপদের সময় কি করিতে হয়, তাহা জানি না। আপনি আসিয়াছেন ভালই হইয়াছে। যাহা ঘটিয়াছে তাহা পরে শুনিবেন, এক্ষণ বিরাজমোহনের জন্য কি করিতে হইবে, বলুন।

গণকঠাকুর দ্রুতবেগে একখান পাল্কী আনিতে চলিলেন, পূর্ণ বাবুকে বলিয়া গেলেন, মাথায় জল দিন।

পূর্ণ বাবু তাহাই করিতে লাগিলেন, স্বর্ণলতা অনিমেষ নয়নে বিরাজমোহনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; দেখিতে দেখিতে তাঁহার নয়ন হইতে ধারাবাহী হইয়া জল পড়িতে লাগিল।

অল্পকাল পরেই গণকের সঙ্গে একখান পাল্কী আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই পাল্কীতে তুলিয়া বিরাজমোহনকে বাড়ীতে আনয়ন করা হইল।

পূর্ণবাবু গণকের নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিলেন, গণকঠাকুর শুনিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, তারপর বলিলেন, দীননাথ বাবুর নিকট এ সকল কথা সহসা বলিবেন না, আমি অগ্রে সেই স্থানে যাইয়া সংবাদ লইয়া আসি।'

পূর্ণবাবু বলিলেন,—তিনি জিজ্ঞাসা করিলে, কি বলিব? তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিতে আপনি নিষেধ করিতেছেন কি জন্য?

গণকঠাকুর উত্তর করিলেন,—দীননাথ বাবু এ সকল কথা শুনিলে এই-

ক্ষণেই ক্রোধে অন্ধ হইয়া পড়িবেন, তাঁর কন্যাকে অন্যায় পূর্ব্বক বিবাহ করে,, এমন ক্ষমতা এঅঞ্চলে কাহার?

পূর্ণবাবু পুনরায় বলিলেন,—যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা ত আর ফিরিবে না? তবে আর রাগ করিলে কি হইবে? গণকের চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, বলিলেন,—যাহা হইয়া যায়, তার যদি আর উপায় না থাকিত, তবে ত দেশ এত দিন স্বেচ্ছাচারী লোকের অন্যায় আচরণে অরাজকের ন্যায় হইয়া পড়িত। আপনি আইনের কি বুঝেন? আপনি জমিদারদিগের পরাক্রম কি জানেন?

পূর্ণচন্দ্র।—আইন জানিয়া কি করিব? বিবাদ, বিসম্বাদ, গঞ্জনা আর ভাল লাগে না। আপনি আর অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে চেষ্টা করিবেন না।

গণক।—চেষ্টা করিয়া দেখি, সহজে যদি কার্য্যোদ্ধার হয়, তবে আর আগুণ জ্বালাইব কেন? আর যদি সহজে কিছু না হয়, তবে দেখিবেন। আপনি এই প্রকার নিস্তেজ ভাবের কথা বলিতেছেন কেন? যে বিনোদিনীর অবস্থা পরিবর্ত্তন করিবার জন্য আপনি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তাহার এইরূপ শোচনীয় অবস্থা কি প্রকারে আপনি সহ্য করিতেছেন?

পূর্ণচন্দ্র।—বিনোদিনীর বিবাহ হইয়াছে, ইহাপেক্ষা আর ভাল অবস্থা কি হইবে? আমার স্বার্থ পূর্ণ করিবার মানসে আমি বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিতে যত্ন করি নাই; এদেশে যাহাতে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হয়, তাহাই আমার ঐকান্তিক কামনা; যে প্রকারেই হউক, এদেশীয় লোক বিধবা বিবাহ করিতে সম্মত হইল, ইহাপেক্ষা আর কি সুখের বিষয় হইতে পারে?

গণক।—যে বিনোদিনী আপনার হইত, সে অন্যের হইল, ইহাতে কি আপনার একটুও কষ্ট হয় না? বিনোদিনী যাহার হাতে পড়িল, তাহার দ্বারা কি একদিনও সে সুখী হইতে পারিবে?

পূর্ণচন্দ্র।—যে বিনোদিনী আমার হইত সে আজও আমারই আছে? আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি ভালবাসার মর্ম্ম কি বুঝিবেন? বিনোদিনীর ভালবাসা, আমার মন; আপনি কি প্রকারে অনুমান করিবেন? আমি জানি, আমি বুঝি,—বিনোদিনী যেখানে থাকুক না কেন, সে আমারই।

গণকঠাকুর অত্যন্ত বিরক্তি সহকারে বলিলেন, আপনি সংসারে থাকেন কেন? বনে গমন করুন। আপনি সংসারি লোকের মন কিছুই জানেন না। বিনোদিনীর প্রতি যখন সেই অত্যাচারী পশুবৎ ব্যবহার করিবে, তখন

বিনোদিনীর সুখ থাকিবে কোথায়? আর আপনার ভালবাসাই বা কাহার চিত্তকে শীতল করিবে?

পূর্ণবাবু। আপনি বিরক্ত হইবেন না। বিনোদিনী স্বীয় দৃষ্টান্তে অত্যাচারীর মনকে যদি বশ করিতে না পারে, তবে সে কথা আপনি বলিতে পারেন বটে। কিন্তু আমার বেশ বিশ্বাস আছে, বিনো পাষাণকেও গলাইতে সমর্থ হইবে।

গণক বলিলেন,—বিনোদিনীর কোমল শরীর, কোমল মন কি প্রকারে সেই নৃশংস মূর্খের হাতে ভাল থাকিবে, তাহা বুঝিতেও মন চায় না। যাহা হউক আমি আর কথা শুনিতে চাই না, আমার কর্ত্তব্য আমি পালন করিবই করিব। আপনার কিছু বলিতে ইচ্ছা হয়, দীননাথ বাবুকে বলিবেন।

পূর্ণবাবু বলিলেন, তবে আপনি গমন করুন, এ সকল কথা তবে না বলাই ভাল, আপনি আসিলে যাহা হয় হইবে। পারেন ত বিনোদিনী দ্বারা একখান পত্র লেখাইয়া আনিবেন। এই কথার উত্তরে গণকঠাকুর কেবল মাত্র বলিলেন, একখান পত্রও আনিতে পারিব না?" এই বলিয়াই তিনি চলিলেন।

এতক্ষণ স্বর্ণলতা কোন কথাই বলেন নাই, গণকঠাকুরের গমনের পর বলিলেন, পূর্ণবাবু আপনার কেমন বোধ হইতেছে?

পূর্ণবাবু দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, কোন উত্তর করিলেন না। এ দিকে বিরাজমোহনের চেতনা হইল, স্বর্ণলতা বিরাজের মুখ ধরিয়া ফিরাইলেন, বাষ্পপূর্ণ নয়ন মৃদুমৃদুভাবে স্বর্ণলতার মুখের দিকে ফিরিল; স্বর্ণের নয়ন হইতেও কয়েক ফোঁটা জল বিরাজের নয়নে পতিত হইল; এই দৃশ্য দেখিয়া পূর্ণবাবু নীরবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন।

স্বর্ণলতা বলিলেন,—স্বামি! তোমার জননীকে দেখিবে। আমি জননীর সংবাদ পাইয়াছি।

পূর্ণবাবুর শরীর শিহরিয়া উঠিল, অভূতপূর্ব্ব এক প্রকার আনন্দলহরী এই নিরানন্দের সময় সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া প্রবাহ পাইল,—নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু নিমেষ মধ্যে বার বার পতিত হইল।

বিরাজমোহন সচকিত হইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন,—স্বর্ণ! তুমি কি স্বপ্ন দেখাইয়া আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছ? আমার এই নিরানন্দের সময় আশার মূলে কেন বৃথা আঘাত করিয়া, স্মৃতির মূলে অস্ত্রাঘাত করিয়া, আরো যন্ত্রণা বৃদ্ধি করিতেছ?

স্বর্ণলতা বলিলেন,—স্বামি! সেই দিন (মনে করিয়া দেখ) তোমাকে এ সকল কথা বলিয়া সুখী হইব ঠিক করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমার নিষ্ঠুর আচরণে ব্যথিত হইয়া সকলই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তোমাকে প্রবঞ্চনা করিবার ইচ্ছা আমার মনে একদিনও হয় নাই; বাস্তবিকই জননীর সংবাদ পাইয়াছি।

পূর্ণবাবু বলিলেন, তবে আপনি এতদিন এ কথা বলেন নাই কেন? আপনার নিকট এত অমৃতময় সংবাদ থাকিতেও কেন আমরা নিরাশ হইয়া পড়িতেছিলাম?

স্বর্ণলতা।—এতদিন বলিলে, অদ্যকার কষ্ট কোন্ উৎসবে নিবারিত হইত? পূর্ব্বে বলিলে অদ্যকার কষ্টই জীবন নাশের কারণ হইয়া দাঁড়াইত।

বিরাজমোহন উঠিয়া বসিলেন, যে শরীর একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিল, সহসা যেন তাহাতে বলসঞ্চার হইল, আশাশূন্য হৃদয়ে নিমেষ মধ্যে প্রবল বেগে আশা-পবন বহিতে লাগিল, সবিস্ময়ে বলিলেন,—"স্বর্ণ! মা কোথায় আছেন, বল, আর বিলম্ব করিও না।

স্বর্ণলতা বলিলেন,—স্বামি! অধৈর্য্য হ'ওনা, যখন সংবাদ পাইয়াছি, তখন নিশ্চয় জননীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে; কিন্তু একটা কথা আছে, জননীকে গ্রহণ করিবে অগ্রে প্রতিজ্ঞা কর, তারপর দেখা পাইবে। হঠাৎ সাক্ষাৎ করিয়া তারপর যদি তুমি জননীকে গ্রহণ করিতে না চাও, তবে বলিব কি জন্য?

বিরাজমোহন।—তুমি কি উন্মত্ত হ'য়েছ? আমার মাকে আমি গ্রহণ করিব না, তবে কে করিবে? তুমি ওপ্রকার কথা বলিতেছ কি জন্য?

স্বর্ণলতা।—আমি ত তোমাকে জানিই, তবুও প্রতিজ্ঞা করাইব, কি জানি যদি জননীর সকল কথা শুনিয়া তুমি বিরক্ত হও।

বিরাজমোহন। তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধের ন্যায় কথা বলিতেছ। আমি জানি, এ সংসারে আত্মীয়, বান্ধব, সমাজ,—হৃদয়ের বন্ধু সকলও যদি জননীর জন্য পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও আমি কাতর নহি। জননীর ন্যায় এই সংসারে আপন কে, আমি তা জানি না, সেই জননী যাহাই হউন না কেন, আমার ত মা, আমি ত তাঁহার শরীরের রক্ত হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধের ন্যায় কথা বলিতেছ।

"পূর্ণবাবু বলিলেন, বিরাজ! ওপ্রকার কথা বলিও না, অবশ্য কোন কারণ

আছে, তোমার স্বর্ণলতা অল্প বুদ্ধির অধিকারিণী নহেন ; তুমি অগ্রে প্রতিজ্ঞা কর, তারপর সকল কথা শুন, শুনিয়া যাহাতে কার্য্যোদ্ধার হইতে পারে, তার চেষ্টা কর।

বিরাজমোহন বলিলেন, কি প্রতিজ্ঞা করিব ?

স্বর্ণলতা বলিলেন, আমি যাহাই বলি, তাহাই বল ;—"ঈশ্বরকে সম্মুখে রাখিয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, জননীর যে প্রকার দুরবস্থাই হউক না কেন, আমি তাঁহাকে গ্রহণ করিবই করিব।"

বিরাজমোহন আহ্লাদিত মনে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলে, স্বর্ণলতা সকল বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন। পূর্ণবাবু একটু ভাবিয়া স্বর্ণলতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—'ধন্য আপনার ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়, ধন্য আপনার ভালবাসা। বিরাজমোহনের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—'বিরাজ ! আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, তোমার ভার্য্যা সামান্যা স্ত্রীলোক নহেন। এখন চল, তোমার কার্য্যক লইয়া তোমার জননীকে উদ্ধার করিতে চেষ্টায় রত হই। বিরাজমোহনের হৃদয়ের স্তরে স্তরে আনন্দলহরী প্রবিষ্ট হইতে লাগিল ; বলিলেন, 'স্বর্ণ, জীবন ! তোমার হৃদয়ে যে এত ভালবাসা ছিল, তাহা ত স্বপ্নেও জানি নাই। আজি তোমার দ্বারা আমার জীবন লাভ করিলাম।

এই কথা শুনিতে শুনিতে স্বর্ণলতা পূর্ণবাবুর প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন,—পূর্ণবাবুর নয়ন জ্যোতি বিহীন হইয়া আকাশের পানে ফিরিল, আর শুনিলেন, পূর্ণবাবু একাগ্রমনে বলিতেছেন—'ঈশ্বর, তোমার ইচ্ছা এ জগতে পূর্ণ হউক।'

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

আবার কুমন্ত্রণা।

গোবিন্দ বসুকে যখন পুলিস গ্রেপ্তার করিল, তখন দীননাথ সুব দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। এবার যাইবার সময় গোবিন্দচন্দ্রের মনে রক্ষা পাইবার আর আশা ছিল না ; একদিকে অনুতাপে মনকে অস্থির করিতেছিল, অন্যদিকে গোবিন্দচন্দ্রের সরকার এই বলিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিতেছিল, 'মহাশয় ! আপনি ত চলিলেন, আমরা কি করিব ?'

চতুর্দ্দিকে লোকারণ্য, স্বীয় অধীনস্থ প্রজাপুঞ্জ, অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণ সকলে চতুর্দ্দিকে একত্রিত হইয়া মনে মনে হাসিতেছিল, আর তাহার নিন্দা করিতেছিল। কতকগুলি কর্ম্মচারী বাকী তলবের জন্য তিরস্কার করিতেছিল— "আপনি চলিলেন, আমাদের বেতন কে দিবে?" গোবিন্দচন্দ্র বুঝিলেন, এবার আর ফিরিবার আশা নাই।

যাইবার সময় গোবিন্দচন্দ্র ভাবিতেছিলেন, বিষয় আশয় সকলি আমার হাত ছাড়া হইতে চলিল, তাতে তত দুঃখ নাই, কিন্তু যে জন্য অন্নপূর্ণাকে হত্যা করিলাম, সে বাসনা পূর্ণ করিতে পারিলাম না,—স্বর্ণলতাকে একবার হৃদয়ের সহিত আলিঙ্গন করিতে পারিলাম না।

গোবিন্দচন্দ্রকে যাই লইয়া চলিল, চতুর্দ্দিকের লোক অমনি কলরব করিয়া উঠিল, সকলেই আহ্লাদিত মনে ইষ্টদেবের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল,—'অত্যাচারী গোবিন্দ বসু যেন আর না ফিরে।' এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে গোবিন্দচন্দ্র চলিলেন,—গোবিন্দচন্দ্রের স্বপক্ষে একটী লোকও নাই, সকলেই বিরোধী, এ দৃশ্য আজ গোবিন্দচন্দ্রের অহঙ্কারী মনের দর্প চূর্ণ করিল, গোবিন্দচন্দ্র নৈরাশ মনে পুলিস দ্বারা বেষ্টিত হইয়া, এত সাধের, এত গৌরবের সুরম্যগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। মনে একটী আশা রহিল— 'আর না হয় মৃত্যু সময়েও স্বর্ণলতাকে দেখিয়া মরিতে পারিব।'

এদিকে দীননাথ সরকারের স্ত্রী ঘরে আসিয়া দীননাথ বাবুর নিকট বলিতে লাগিলেন;—চুপ করিয়া ঘরে বসিয়া থাকিলে কি বিনোকে উদ্ধার করা হইবে? আমি এতক্ষণ পর্য্যন্ত গোবিন্দ বাবুর নিকটে ছিলাম, তাঁহার নিকট বিনোদিনীর সকল সংবাদ শুনিয়াছি, তিনি বলিলেন, 'চেষ্টা করিলেই আমি বিনোকে আনিতে পারি।'

বৃদ্ধ দীননাথ সরকার শোকে অস্থির, ভার্য্যার নিকট একটু আশ্বাস যুক্ত কথা শুনিয়া বলিলেন, 'তবে ভালই ত, গোবিন্দ বাবুকে বল না কেন, বিনোকে আনিয়া দেয়।

স্ত্রী উত্তর করিলেন,—তা কি বলিতে ছাড়িয়াছি, তিনিও ত স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু তাঁকে যে গ্রেপ্তার করে লয়ে গেল, তার উপায় কি বল? তাঁকে যদি খালাস করে আন্‌তে পার; তবেই বিনোদিনীকে হাতে পাওয়া যায়।

দীননাথ সরকার বলিলেন,—সে খুনী আসামী, তাকে কি প্রকারে খালাস করে আনব?

স্ত্রী।—টাকাতে কি না হয়? যেখানে ৫০০ শত, সেখানে ৫.০০ হাজার দিলেই হবে, তা টাকা কি আর শোধ হবে না, গোবিন্দ বাবু ক্ষমতাপন্ন লোক, তিনি খালাস হইলেই তোমার টাকা পরিশোধ করিবেন, তবে একবার বিনোকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা কর না কেন?

দীননাথ সরকার বলিলেন, তুমি ত বিনোর সংবাদ পেয়েছ, তবে বলনা কেন, আমিই তাকে উদ্ধার করিব, গোবিন্দ বসুকে খালাস করিলে কি হইবে? বিরাজমোহনকে আমি আর পথের ভিকারী হতে দিতে পারি না, গোবিন্দ বসুর ন্যায় বদমায়েস্‌কে আমি প্রাণান্তেও খালাস করিবার জন্য চেষ্টা করিব না।

স্ত্রী।—তবে আর তোমার মেয়েকে উদ্ধার করিতে ইচ্ছা নাই?

দীননাথ সরকার বলিলেন, আমি একদিকের সুখ বজায় রাখিতে অন্য দিকের সর্ব্বনাশ করিতে পারি না, গোবিন্দ বসুর দ্বারা সুবর্ণগ্রাম একেবারে দগ্ধ হয়েছে, এইবার তার যাতে উপযুক্ত দণ্ডবিধান হয়, তার জন্য বরং চেষ্টা করিতে পারি; আমার ক্ষমতা থাকে, আমি বিনোকে উদ্ধার করিতে পারিব, আর না পারিলেই বা কি করিব? ঐ নৃশংসের জন্য আমি কিছুই করিতে পারিব না।

স্ত্রী। তুমি সহ্য করিতে পার, তুমি কর; আমি বিনোর কষ্ট সহ্য করিতে পারি না, আমি গলায় দড়ি দিয়া মরিব। পাড়ার লোকের মুখে যা আসবে, তাই বলে যে আমাকে ঠাট্টা করবে, তা আমার সহ্য হবে না।

দীননাথ সরকার স্ত্রীর দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন না, প্রকাশ্যে আস্তে আস্তে বলিলেন,—বিনোদিনী কোথায় আছে বলিয়া দেও, আমি নিশ্চয় উদ্ধার করিব। আর যদি না পারি, তবে তখন মরিতে হয়, মরিও। এখন মরিবে কি জন্য?

দীননাথ সরকারের স্ত্রীর মুখ মলিন হইয়া আসিল, আর পূর্ব্বের সেদিন নাই, আর পূর্ব্বের ন্যায় দীননাথ তাঁহার কথা শুনেন না, এ সকল ভাব বেশ হৃদয়ঙ্গম হইল। একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'তবে আমি আমার জন্য তোমার একটুও মমতা হয় না? আমি আর থাকিয়া কি করিব, তুমিও যদি আমাকে না ভাল বাস, তবে আমার মরাই ভাল, তবে আমি দুঃখের জীবন রাখিব না, নিশ্চয় গলায় দড়ি দিয়া মরিব।

দীননাথ।—আমি তা কি করিব? একদিন তোমার কথায় ভুলিয়া

হরকুমারী এবং বিনোদিনীকে পথের ভিখারিনী করিয়াছিলাম, একদিন তোমার মধুমাখা কথায় ভুলিয়াছিলাম, তাই বিরাজের জন্য এপর্য্যন্ত একটুও কষ্ট স্বীকার করি নাই; তাহাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য একটুও চেষ্টা করি নাই; আজ আর কি করিব? তোমার বাক্য আর আমার মন ভুলিবে না। তবে তোমাকে একেবারেই ভালবাসি না, তাহাও বলি না; তুমি আমার স্ত্রী, যতদূর ভালবাসা উচিত, তাহা বাসি; তবে অন্যের ভালবাসা অপহরণ করিয়া, অন্যকে আমার যে ভালবাসা দিয়াছি, তাহা কাড়িয়া লইয়া তোমাকে আর ভাল বাসিতে পারি না। তুমি মরিবে কেন? আমি জানি না।

স্ত্রী।—তুমি সকলকে যে প্রকার ভালবাস, আমাকে তদপেক্ষাও কম ভাল বাস; কোথায় না সকলের চেয়ে আমাকে অধিক ভালবাসিবে, তা দূরে যা'ক, তুমি সকলের অপেক্ষা আমাকে হেয়জ্ঞান করিতেছ; আমি তোমার ভালবাসারই যদি অধিকারিণী না হইলাম, তবে আর বাঁচিব কেন? আমার মরাই ভাল। আমি নিশ্চয় মরিব।

দীননাথ সরকার মনে মনে ভাবিলেন—'বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিয়া কি কুকর্ম্মই করিয়াছি। যাহা করিয়াছি তার আর কি হইবে, কিন্তু আর ত সহ্য করিতে পারি না। ক্রমে ক্রমে স্ত্রীর দাস হইয়া মনুষ্যত্ব খোয়াইয়াছি আর কি করিব? এ কণ্টক থাকাতেও যে ফল, না থাকাতেও তাই। বলিলেন,—তোমার যাহা ইচ্ছা তাই কর, আমি কি করিব? এই কথা বলা হইতে না হইতে, দীননাথের স্ত্রী দ্রুতবেগে ছুটিয়া বাহিরে আসিলেন। দীননাথ সরকার তখনি দুইজন প্রহরীকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমরা দেখিও যেন আমার স্ত্রী গলায় দড়ি দিয়া না মরে।

প্রহরীদ্বয় যে আজ্ঞা মহারাজ, বলিয়া তাঁহার স্ত্রীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল দীননাথ সরকার গণককে ডাকিতে একজন লোক প্রেরণ করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বিনোদিনীর পত্র।

গণকঠাকুরের প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই পূর্ণবাবু দীননাথ সরকারের নিকট বিরাজমোহনের জননীর কথা বলিয়াছিলেন; দীননাথ সরকার বিরাজের

আহ্লাদের কথা শুনিয়া যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলেন, বলিলেন, গণক ঠাকুর আসিলে নিশ্চয় বিরাজের মাতাকে সমাজে আশ্রয় দিবার জন্য চেষ্টা করিব।

পরদিন বেলা দুই প্রহরের সময় গণকঠাকুর বিনোদিনীর নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি পূর্ব্বেই পূর্ণ বাবুর কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন, অদ্য পূর্ণ বাবুর নিকট কোন কথা বলিলেন না; পূর্ণ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, কেবল মাত্র বিনোদিনীর পত্র খানি তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন; তারপর দীননাথ সরকারের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য, তাঁহার বাড়ীতে গমন করিলেন।

বিনোদিনীর পত্র পূর্ণ বাবু খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন,—

প্রিয় পূর্ণ বাবু!

এ জীবনের মত নির্ব্বাসিতা হইয়াছি, জীবনের মত কারাগারে আবদ্ধা হইয়াছি; আমার কথা আপনি তখন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন, আজ দেখুন ত! আপনার কি? আপনার মন প্রশস্ত এবং উদার, আপনার হৃদয় ধর্ম্মভাবে উজ্জ্বল; আত্মা পবিত্র ও নির্ম্মল, আপনার জীবন জ্ঞানে ভূষিত, আপনার আর কষ্ট কি, দুঃখ কি? কিন্তু আমি ডুবিলাম,—এ জীবনের সুখের আশা বিসর্জ্জন দিলাম। সকল ত ছাড়িলাম, ছাড়িয়াও বাঁচিয়া রহিয়াছি, কই আজও ত মরিলাম না, আজও ত আপনার বিনো আবার পত্র লিখিতেছে। সকল ত ছাড়িলাম, কিন্তু ধর্ম্ম ছাড়িয়া কি প্রকারে থাকিব? আমার পুস্তক ছাড়িয়া কি প্রকারে থাকিব? আপনি বলিবেন, ঈশ্বর ত তোমার কাছেই আছেন, ধর্ম্ম ছাড়িবে কেন? ঈশ্বর কাছেই আছেন, তা ত সত্য, কিন্তু তাঁকে ভাবিব কখন, তাঁকে ভাবিবার অবসর কই পাই? আপনি এ দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের হীনাবস্থার বিষয় কি জানেন, কি বুঝেন? আপনাকে কি বলিব, বলিতে কি আর ইচ্ছা করে? কোথায় আজ আপনার বামপার্শ্বে বসিয়া মনের কথা বলিব, আর আপনার নিকট হইতে ধর্ম্মের কথা শুনিব, না আজ অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকদিগের তাড়না ও তিরস্কারে শরীর ও মন জ্বলিয়া যাইতেছে। আমার বিবাহ হইয়াছে তজ্জন্য ত আমি একটুও দুঃখিতা নহি; ঘটনার বিবাহ কি বিবাহ? তবে এ দেশীয়া স্ত্রীলোকদিগের অত্যাচার সহ্য হয় না। আমি কি করিব? এখানে একখানিও বই নাই, যে তাহা লইয়া চুপ করিয়া থাকিব। আর বই যে এখানে থাকিয়া পড়িতে পারিব না, তাহাও বুঝিয়াছি। তবে কি করিব, আপনি বলিতে পারেন?

আপনি ত স্ত্রীলোকদিগের কষ্ট দূর করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, আপনি কি আমার কষ্ট বুঝিতে পারিতেছেন? আপনি কি আমার কষ্ট দূর করিতে চেষ্টা করিবেন?

গণকঠাকুর মহাশয় আজ এখানে আসিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট আমার পরিচয় পাইয়া এখানকার সকলেই বিষম ভাবনার মধ্যে পড়িয়াছে। বাবার নামে এস্থানের সকল লোকই অস্থির। গণকঠাকুর আমাকে বলিলেন 'ইচ্ছা হয় ত আমার সহিত চল।' আমি অসম্মতা হইলাম, গোপনে যাইব কেন? যদি কখনও দিন পাই, তবে যাইব, আর সে দিনের মুখ যদি না দেখি, তবে না হয় মরিব, তবুও গোপনে একজনের আশ্রয় হইতে পলাইয়া যাইব না। অযথা জীবনে অপবাদের বোঝা বৃদ্ধি করিব কেন? না যাইয়া কি ভাল করি নাই? গোপনে গেলে পর নিশ্চয় মকদ্দমা হইত, সে মকদ্দমায় বোধ হয় আমাকে আবার এখানে আসিতে হইত, আমার ত এই বোধ হয়, কিন্তু আমি আইনের কি বুঝি, কি জানি? তবে যদি আমাকে আবার এখানে ফিরিয়াই আসিতে হইল, নিশ্চয় বুঝিলাম; তবে আর এক মুহূর্তের জন্য কষ্ট ভুলিব কেন? যাহা জীবনের সম্বল, তাহা এক ঘণ্টা পরিত্যাগ করিলে কি হইবে?

আমি যখন গোপনে যাইতে অস্বীকার করিলাম, তখন গণকঠাকুর বলিলেন,—যখন মকদ্দামা উপস্থিত হইবে তখন সাবধান থাকিও, তখন বলিও যে, আমাকে বলপূর্ব্বক আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।" আমি এ কথায় সম্মতা হইলাম, কারণ আমি ত আর ইচ্ছা পূর্ব্বক এখানে আসি নাই, যথার্থ কথা বলিব না কি জন্য? এ ত সুখের কথা, দুঃখে পড়িবার সময়েও মিথ্যা কথা বলিয়া দুঃখের হাত এড়াইতে পারি না; মিথ্যা কথা বলিব কেন? আপনি বলুন ত এই বিষয়ে সম্মত হইয়া ভাল কাজ করিয়াছি কি না?

আমাকে বলপূর্ব্বক যাহার সহিত বিবাহ দিয়াছে, তাহার নাম পীতাম্বর নাগ, লেখা পড়া কিছু জানে এমন বোধ হয় না। পীতাম্বর নাগ আমার সহিত ভয়ে কথাও বলে না, সেটা নিরেট বোকা। আর কত নিন্দা করিব? লোকে বলে স্বামীর নিন্দা করিতে নাই, আমার স্বামী কে? আপনি কি না জানেন? আপনি জানেন আমার মন, আপনি জানেন আমার ভালবাসা; সেই ভালবাসার মূল যে দিন ছিন্ন হইবে, সেই দিন এসংসার পরিত্যাগ করিব? আজও যে বাঁচিয়া আছি, সে কেবল সেই ভালবাসার স্মৃতিতে।

আমার স্বামী কে? তাহা আপনিই জানেন। নিরেট বোকা পশুর নিন্দা করিব, কার ভয়? আমার এই প্রকার অবস্থাতে দাদা যত অস্থির হয়েছেন, এত আর কে হইবে? দাদার কথা মনে হইলে আমার জ্ঞান লোপ হয়। আপনাকে না দেখি তাতে দুঃখ নাই, কিন্তু দাদাকে না দেখিলে থাকিতে পারি না। আপনি আমার দাদাকে কি সুস্থ করিতে পারিয়াছেন? দাদাকে বলিবেন যে 'তোমার বিনো এখনও জীবিতা আছে।

বৌঠাকুরুণের মূর্ত্তি সে দিন দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল, তিনি যে আমার জন্য কত কষ্ট সহ্য করেছেন, তা ভাবিলেও কত সুখ পাই। বৌঠাকুরুণকে আমার কথা বলিবেন।

আর বাবা? দেখুন ত আপনিই যত নষ্টের মূল। সে দিন যদি আমাদের বিবাহ হইয়া যাইত, তাহা হইলে ত আর কোন বিপদ ঘটিত না; ছাই এক বিবাহের জন্য কত বিপদই ঘটিল, আরও কত ঘটিবে, কে জানে? গণকঠাকুর আসিয়া স্বচক্ষে আমার কষ্ট দেখিয়া গিয়াছেন; তিনি,—এ সকলই বাবাকে বলিবেন; বাবা কি চুপ করিয়া থাকিবেন? পীতাম্বরের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইবে, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু যাহাই হউক না কেন, আমার জীবনে আর সুখ পাইব না, তাহাও এক প্রকার বুঝিয়াছি।

বিমাতা আমাকে বাহিরে ডাকিয়া লইয়া, মামার হাতে অর্পণ করিলেন, এ কথা মনেই রাখিব ঠিক করিয়াছিলাম, কিন্তু গণকঠাকুর আমার মনের এ কথাটীও বাহির করে লয়েছেন। মা আমাদের অনেক কষ্ট দিয়াছেন সত্য, কিন্তু তবুও তাঁহার কথা মনে হলে বড়ই কষ্ট পাই। এতদিন বাবা তাঁহাকে ভাল বাসিতেন, এক্ষণ তিনিও তাঁকে দেখিতে পারেন না। মা আমার প্রতি এই প্রকার ব্যবহার করিয়াছিলেন, এ কথা শুনিয়া কি বাবা চুপ করিয়া থাকিবেন? আমার ত বোধ হয় বিমাতার ভয়ানক দুরবস্থার সময় উপস্থিত। মার জন্য বড় দুঃখ হয়।

আমার দিদি, সমদুঃখিনী আমার দিদি, এবার চক্ষের জলে আমার বক্ষ ভিজিয়া গেল কেন? আর যে দেখিতে পারি না, আমার দিদি! দিদিকে বোধ হয় আর দেখিব না। আপনার মনেও অনেক আঘাত দিয়াছি, আমিও অনেক আঘাত পাইয়াছি, আজও পাইতেছি কমিবার উপায় দেখি না। বিমাতার কষ্ট, দিদির মলিন মুখ, দাদার দুরবস্থা, আর কতদিন দেখিব, কতদিন শুনিব? আমার অদৃষ্টে কতদিন সহ্য করিব? আর

আপনার হৃদয়ে কতদিন দাগ দেখিব? আর পারি না, আর ইচ্ছা করে না। আমি একদিন আপনাকে বিবাহ সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছিলাম, সে সকল মিথ্যা কথা, বিবাহ করা লোকের উচিত কার্য্য; আর কত ঢাকিয়া রাখিব—আমি ত বিবাহ করিয়াছি,—জীবনের সুখ ও দুঃখ পাইয়াছি; আপনি বিবাহ করুন, আমি দেখি; দেখিয়া দেখিয়া এই সংসার হইতে অবসর লই। একজনের উদ্দেশ্যে একজনের হৃদয়ের দাগ যতদিন না মুছিয়া গেল, ততদিন আমি মরিয়া থাকিব, আর মরিলেই বাঁচিব। আমি সব বুঝি, সব জানি; বিবাহ করিয়া লোক দুঃখী হয়, তাহাও এবার জানিলাম, আগে জানিলে কি আপনি আমার মন পাইতেন? এখন সব ভুলিয়া আবার বিবাহ করিয়া আমার ন্যায়—দুঃখী হউন। আর কত বলিব? আমার পত্রের উত্তর লিখিবেন ত? তবে আজ যাই।

আপনার—বিনো

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ণবাবুর উত্তর।

বিনোদিনীর পত্র পড়িয়াই পূর্ণবাবু পত্র লিখিলেন, এ পত্র কি প্রকারে বিনোদিনীর নিকট পৌঁছিল, তাহা পরে ব্যক্ত হইবে।

প্রাণের বিনো!

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম, তোমার পত্র পড়িয়া দুঃখিত হইলাম। তুমি অনেক কথা লিখিবার জন্য চেষ্টা পাইয়াছ, কিন্তু অনেক স্থানেই হৃদয়ের কথা টানিয়া গোপন করিয়াছ। আমি অনেক কষ্টে তোমার মনের কথা বুঝিতে পারিয়াছি বলিয়াই দুঃখিত হইয়াছি।

আমার জীবনের ব্রত অবলাদিগের কষ্ট দূর করা, এই কষ্ট দূর করিতে যাইয়া তোমাকে হারাইতে বসিয়াছি, এ বিপদকেও তুচ্ছ জ্ঞান করি। জীবনের ব্রত যতদিন বাঁচিব, ততদিন পালন করিব। সংসারের যত প্রকার বিপদ আছে, সকলই যদি এক সময়ে আসিয়া উপস্থিত হয়, তবুও আমার মন ফিরিবে না। যখন বুঝিব, তুমি যথার্থই কষ্ট পাইতেছ, তখনই তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু কষ্ট কি, তাহা না বুঝিয়া কি প্রকারে চেষ্টা

করিব? বিনো! সুখ, দুঃখ কি বল ত? সংসারের লোকেরা ধনে সুখ পান, তাঁহারা তাহাই উপভোগ করুন। যাঁহারা রিপু পরিচালনা করিয়া জীবনকে স্বার্থক মনে করেন তাঁহারাও সেই সুখের অধিকারী হউন। যাঁহারা ঈপ্সিত পদার্থ পাইয়া সুখী হইতে চান্ তাঁহারা তাহাই লাভ করুন। যাঁহারা বিদ্যার আস্বাদনে হৃদয়কে তৃপ্ত জ্ঞান করেন, তাঁহারা তাহারই অধিকারী হউন। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখ ত, এই সকল লোকের মধ্যে কতজন প্রকৃত সুখী কতজন যথার্থ সুখের অধিকারী? যাঁহারা ধনবান, তাঁহাদিগের ধনের অভাব হইলে কষ্ট; যাঁহারা রিপু পরিচালনা করিবার জন্য ভালবাসা চান, তাঁহাদের যৌবন গেলে কষ্ট; যাঁহারা বিদ্যা চান, তাঁহারা বিদ্যার শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারেন না বলিয়া অসুখী; কোথায় সুখ বল ত? সুখ আছে,—স্থির হও, শুন। যিনি সংসারের চিন্তা ও ভাবনার মধ্যে থাকিয়াও আপনাকে ঈশ্বরের অস্তিত্বে ডুবাইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত সুখী। প্রকৃত ঈশ্বর বিশ্বাসী, ধনী হইতে ইচ্ছা করেন না, নির্ধন থাকিতেও কামনা করেন না। তিনি সুখও চান না, দুঃখকেও আলিঙ্গন করেন না; তিনি প্রেমও চান না, অপ্রেমিক থাকিতেও ভালবাসেন না। তিনি সংসারও চান না, বৈরাগ্য ব্রতকেও তুচ্ছ জ্ঞান করেন। তিনি বন্ধুও চান না, বন্ধুবিহীন থাকিতেও ইচ্ছা করেন না। তিনি গৃহও চান না, অরণ্যও চান না; তিনি বিলাসের বস্তুও প্রার্থনা করেন না, তিনি মুক্তিকাকে সার জ্ঞান করিতেও সাধনা করেন না; তিনি চান একটী পদার্থ, কেবল সেই সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরকে। তিনি প্রার্থনা করেন একটী বিষয়ের জন্য কেবল 'ঈশ্বরের ইচ্ছা জীবনে পূর্ণ হউক।' বিপদে পড়িলেও তিনি বলেন—ঈশ্বর তোমারই ইচ্ছা, সম্পদে থাকিলেও বলেন, ঈশ্বর তোমারই ইচ্ছা।' বিনো! তোমার পত্রে দুঃখিত হইয়াছি কেন? বুঝিতে পারিয়াছ কি? আমি জানিতাম, আমার বিশ্বাস ছিল,—তুমি মঙ্গলময় ঈশ্বরকে সম্পদে ও বিপদে একই প্রকারে নিরীক্ষণ করিতে পারিবে।' অদ্য তোমার পত্রের ভাবে বুঝিলাম, তুমি সে পর্য্যন্ত আজও পৌঁছিতে পার নাই। এর অপেক্ষা আর দুঃখ কি? তুমি গণকঠাকুরের সহিত না আসিয়া ভালই করিয়াছ। ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত তোমাদের এই নব মিলনের মধ্যে নিরীক্ষণ কর, ইহাতেই তোমাদের সুখ। আসিবে কেন? আমরা বাঁচিয়া থাকিলে নিশ্চয় তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তোমার স্বামী লেখা পড়া জানেন না, তাতে কি? ভাল পাত্র পাইলে সক-

লেই উত্তম চাস করিতে পারে; জঙ্গলবিশিষ্ট স্থানে সুফল উৎপন্ন করাই কঠিন। তোমার বিদ্যাবিহীন স্বামীকে যদি সংশোধন করিতে পার, তবেই তোমার জীবন সার্থক হইবে। আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছিলাম, আজও বলি, বিবাহের অর্থ মনোমিলন; কিন্তু মনোমিলন কি একদিনে হয়? আমাদের বিবাহ সিদ্ধ কি না, তাহা আমি জানি না; ঈশ্বরই জানেন, তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবেই হইবে। যদি আমাদিগের যথার্থ বিবাহ হইয়া থাকে, তবে এ জগতে না হইলেও পরলোকে নিশ্চয় আবার দুজনে মিলিব। কিন্তু তাহা কেমন করিয়া বুঝিব? তুমি যে অন্যের হাতে পড়িয়াছ, আমি ইহার মধ্যেও ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত দেখিতেছি, তাই বলি, তুমি তোমার স্বামীকে তুচ্ছ জ্ঞান করিও না।

'মকদ্দমা উপস্থিত হইলে তুমি সকল কথা স্পষ্ট করিয়া স্বীকার করিবে।' আমার মত এই,—তুমি স্পষ্টত সকল কথা স্বীকার করিও না, কারণ সংসারের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল তোমার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত। স্বীকার করিলে তোমার স্বামীর মনে যে দারুণ শেল বিদ্ধ হইবে, তাহার বেগ কে নিবারণ করিবে? ঈশ্বর করুন, আর কোন বিপদ না ঘটে, এই প্রকার প্রণয়ে নৈরাশ হইয়া সংসারী লোকেরা অন্যকে হত্যা করিতে একটুও কুণ্ঠিত হয় না। তুমি বলিবে, মৃত্যুর ভয়ে কি মিথ্যা কথা বলিব? আমি জ্ঞানতঃ তোমাকে এ উপদেশ দিতে পারি না; কিন্তু আমি বলি তোমার স্বামীর হিতের জন্য তুমি অস্পষ্ট ভাবে কথা বলিও। এ কথা কি বিনো! অল্প কষ্টে লিখিলাম,—আমার ভয় হয়, আর তোমাকে দেখিতে পাইব না। যাহা হউক, এ সকল বিষয় পূর্ব্বে ঠিক করিয়া রাখিলে কি হইবে? মকদ্দমা উঠিলে, তারপর যা হয়, বলিও। কিন্তু আমি জানিতে পারিলে, প্রাণপণে চেষ্টা করিব, যাহাতে মকদ্দমা না হয়।

'আমিই যত নষ্টের মূল' বলিয়া গালি দিয়াছ, ভালই করিয়াছ। আমি ত বিবাহ হয় নাই বলিয়া একটুও কুণ্ঠিত হই নাই। বিবাহ যদি হইয়া থাকে, তবে আর চিন্তা কি, চিরকাল তোমার হৃদয় আমার হৃদয়ে অভিন্ন ভালবাসা শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিবে। রিপু চরিতার্থই যে বিবাহের উদ্দেশ্য, তাহা অন্যের সহিত হইলে কি হয়? রিপুচরিতার্থ যদি বিবাহের উদ্দেশ্য হয়, তবে আমি বলি সংসারে অনেকবার বিবাহ করিলেও দোষ নাই। তবে, আমি ও প্রকার বিবাহকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করি; তোমার সহিত আমার ও প্রকার সম্বন্ধ ঘটে নাই, ইহা ত পরম সুখের কথা। আমি তোমাকে চিরকাল একই ভাবে দেখিব।

তোমার বিমাতা তোমাকে এত যন্ত্রণা দিয়াছেন, তবুও যে তুমি তাঁহার জন্য এত আক্ষেপ করিয়াছ, ইহা অপেক্ষা আর উন্নত ভাব কি আছে? বিনো! ইচ্ছা হয় তোমাকে একবার হৃদয়ে আলিঙ্গন করি।

তোমার আক্ষেপ কি বিনো? আমার হৃদয়ে একটুও আঘাত পাই নাই; তুমিই বা আঘাত পাইবে কেন? আমি ত তোমারই আছি, তোমারই থাকিব। তোমার দাদাও তোমার, আমিও তোমার। রিপুর অস্তিত্ব বিস্মৃত হও, দেখ তোমার দাদা এবং আমি দুই এক আসনে বসিয়া, তোমার হৃদয়কে আমাদের হৃদয়ে কি প্রকার বাঁধিয়া রাখিয়াছি।

আর এক স্থানে তুমি আমাকে বিবাহ করিতে বলিয়াছ,—বিবাহ করিব কি জন্য? একদিন ত তোমার নিকট বলিয়াছি, আমি আর বিবাহ করিব না; আজও অত্যন্ত সুখের সহিত আবার সেই কথাই বলিতেছি,—এজীবনে আমি বিবাহের আবশ্যকতা যাহা বুঝি, তাহা সম্পন্ন করিয়াছি। রিপুচরিতার্থ করিবার জন্য আমি ব্যভিচারী হইতে পারি না; আমার জীবনে অনেক কার্য্য সম্পন্ন করিতে আছে, বিবাহ করিয়া পাশব রিপু চরিতার্থ করিতে কখনও ইচ্ছা করি নাই, কখনও করিব না। আত্মার বিবাহ যাহা, তাহা ত সম্পন্নই করিয়াছি।

আমার হৃদয়ে দাগ লাগিয়াছে, এই জন্য তুমি সংসার ছাড়িতে অভিলাষিণী হইয়াছ? তুমি বালিকা, তুমি আমার মন কি প্রকারে বুঝিবে? আমার হৃদয়ে যদি দাগ লাগিয়া থাকে, তবে তাহা কখনই মুছিবে না; তুমি অনেক কষ্টে, সে দাগ মুছিয়া ফেলিতে লিখিয়াছ, আমি তাহা পারি না, আমি তাহা জানি না। ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি, তুমি স্বামী সহবাসে সুখী হও, তোমার স্বামী তোমার নিকট নূতন জীবন লাভ করুন, আমি তোমাকে হৃদয়ে রাখিয়া জীবনের কার্য্য, ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া সংসার হইতে চলিয়া যাই।

তোমার জন্য কতকগুলি পুস্তক পাঠাইয়া দিলাম। যদি বাস্তবিকই মকদ্দমা উপস্থিত হয়, তবে সকল কথা স্পষ্ট করিয়া বলিও না, আজ এই পর্য্যন্ত। তোমার দাদা, দিদি, পিতা, মাতা সকলেই ভাল আছেন। তোমার দাদার গর্ভধারিণীর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাঁহার মুখ একটু প্রফুল্ল হইয়াছে।

তোমারই পূর্ণচন্দ্র।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

প্রকৃত সুখের আস্বাদন।

এক পক্ষ দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল, পূর্ণবাবু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। দীননাথ সরকারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গণক পূর্ণবাবুকে, বলিলেন, আর ৪ দিন পর বিরাজমোহনের জননীকে বাড়ীতে "আনয়ন করা" ঠিক হইয়াছে; আমি আজ আবার বিনোদিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব। পূর্ণবাবু বিনোদিনীর পত্রখানি তাঁহার নিকট দিয়া বলিলেন,—বিনোদিনীর সম্বন্ধে আপনারা কি ঠিক করিলেন, তাহা ত আমি কিছুই জানিতে পারিলাম না। যাহা হউক, আমার বিবেচনায় আর গোলমাল না করাই ভাল। গণক ঠাকুর বলিলেন,—গোলমাল না করাই ভাল কি মন্দ তাহা আপনি কি বুঝিবেন? এই কথা বলিয়া গণক চলিয়া গেলেন।

বিরাজমোহনের মন অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল হইয়াছে, এতকাল পর জননীর মুখদর্শনের সময় উপস্থিত হইয়াছে, এ আহ্লাদ বিরাজমোহনের হৃদয়ে ধরে না। বিনোদিনীর জন্য হৃদয়ের যে অংশ মলিন রহিয়াছে, তাহাও গণকের কথার আশ্বাসে প্রফুল্ল হইল। গণক বিরাজমোহনকে ডাকিয়া বলিলেন, বিরাজ! পূর্ণবাবুর নিকট কোন কথা বলিও না, বিনোদিনীর জন্য তোমার কাকা মকদ্দমা উপস্থিত করিতে যাইতেছেন। এতদিন পর বিরাজমোহনের মুখ প্রফুল্ল হইয়াছে, ইহা দেখিয়া কাহার হৃদয় অগ্রে আনন্দে ভাসিল? স্বামী অনুগতা সেই স্বর্ণলতার। রাহুগ্রস্থ চন্দ্র যেমন মুক্ত হইলে কোমল জ্যোতিঃ বিস্তার করে, বিরাজের মলিন রাহুর তিরোধানে স্বর্ণলতার হৃদয়ে জ্যোতিঃ বিস্তৃত হইল। নিরস ভূমির উত্তপ্ত এবং ঝলসিত ক্ষুদ্র বৃক্ষবৃন্দ যেমন জল সিঞ্চনে সজীব হইয়া উঠে, বিরাজমোহনের প্রফুল্ল বদনের সুশীতল, সুধা বর্ষণে সেই প্রকার স্বর্ণলতার নীরস মন আবার সজীব হইল। শুষ্ক কাষ্ঠফলককে জলে ডুবাইয়া রাখিলে যেমন ক্ষণকাল পরেই পূর্ব্বভাব ধারণ করে, স্বর্ণলতার স্বামীর মুখের হাসি আজ তাহার মলিন মুখকে পূর্ব্ব প্রশস্ত ভাবে পূর্ণ করিল। বিরাজমোহনের সহিত সাক্ষাৎ কালীন স্বর্ণলতার মুখে

আর কখনও বিচিত্র লীলাময়ী হাস্য ক্রীড়া নাই; কিন্তু আজ আর সে ভাব নাই।

একটী পদার্থ যতই সুন্দর হউক না কেন, আবৃত অবস্থায় কে তাহার সৌন্দর্য্যের গৌরব বুঝিতে পারে? এত দিন বিরাজমোহনের মুখ মলিনতা দ্বারা আবরিত ছিল, স্বর্ণলতা বিরাজমোহনের রূপ দেখিয়া মোহিতা হইবেন কি প্রকারে? আজ স্বর্ণলতা বুঝিতে পারিতেছেন, বিরাজমোহনের রূপের গৌরব কত।

বিরাজমোহন কি ভাবিতেছেন। পূর্ণবাবু সকল সময়েই বলিতেন, 'বিরাজ! তোমার ভার্য্যাকে সামান্য স্ত্রী মনে করিও না'! একথা অনবরত তাঁহার হৃদয়ে লাগিয়া রহিয়াছে, কিন্তু একদিনও একথার সারত্ব অনুভব করিতে পারেন নাই, একথার গভীর তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন নাই। আজ বুঝিতে পারিতেছেন, পূর্ণবাবু বাস্তবিকই রত্ন চিনিতে পারিয়াছিলেন, আজ বুঝিতে পারিতেছেন, স্বর্ণলতার প্রশস্ত হৃদয়ে উন্নতভাব। আর কি বুঝিতে পারিতেছেন?—আর বুঝিতে পারিতেছেন—উপযুক্ত গুণবতী ভার্য্যা এবং বন্ধুই সংসারের সুখের হেতু; বুঝিতে পারিতেছেন,—পূর্ণবাবুর কথা অগ্রাহ্য করিয়া আত্মহত্যা করিলে নিশ্চয় এ সকল সুখের অস্তিত্ব বুঝিতে পারিতাম না। বিরাজমোহন এবং স্বর্ণলতার সুখের মিলন আজ দেখিলেও কত সুখের ভাব হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়। সংসারের এই প্রকৃত সুখের মিলন দেখিয়া যাহাদের হৃদয় অহ্লাদে প্রফুল্ল না হয়, তাহাদের পক্ষে অরণ্যই শ্রেষ্ঠতর সুখ, এ সংসার বিড়ম্বনার আধার।

স্বর্ণলতা সুসজ্জিত পালঙ্গের উপর পা বিস্তার করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, বিরাজমোহন স্বর্ণলতার ক্রোড়ে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া, সেই শয্যায় শয়িত রহিয়াছেন; স্বর্ণলতার বামহস্ত দ্বারা স্বামীর প্রফুল্ল মুখ আপনার মুখের দিকে ফিরাইয়া রাখিয়াছেন, আর দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বায়ু সঞ্চলন করিতেছেন; বিরাজমোহন সুখে ভাসিতেছেন, স্বর্ণলতার সস্নেহ মুক্ত বাক্য সুধা তাঁহার হৃদয়ে অমৃত ঢালিয়া দিতেছে।

স্বর্ণলতা বলিতেছেন, স্বামি! আজ আমার জীবন সার্থক হইল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, যদি তোমার মলিন মুখ প্রফুল্ল করিতে না পারি, তাহা হইলে জীবন পরিত্যাগ করিব। এত দিন পর আমার প্রতিজ্ঞার সুফল পাইলাম; এত দিন পর আমার জীবন ধারণ সফল হইল। তোমার

মামার চক্রান্ত দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়া ছিলাম,—যদিও তোমার মামাকে একপ্রকার আমার হাতের ভিতরেই রাখিয়াছিলাম, কিন্তু তত্রাচ সময় সময় ভয় হইত, পাছে হাত ছাড়া হইয়া সর্ব্বনাশ করে।' এতদিন পর তোমার মামাকে হাতে বাঁধিয়াছি, 'এই দেখ সেই উইল,' এই বলিয়াই স্বর্ণলতা উইল খানি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন।

স্বর্ণলতা আবার বলিলেন, প্রাণের বিরাজ! এতদিন পর তোমার মামা বোধ হয় উপযুক্ত দণ্ড পাইতে চলিলেন, এতদিন পর তোমার বিষয় আবার তোমার হাতে আসিল। আজ তোমার কর ধরিয়া একটী কথা বলিতেছি, আমি শুনিয়াছি তোমার এই বিপুল ঐশ্বর্য্য একদিন পূর্ণবাবুর পিতার ছিল, তোমার জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের চক্রান্তে পূর্ণবাবু আজ এই বিষয় হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। পূর্ণবাবুর ন্যায় তোমার এ সংসারে আর বন্ধু আছে কিনা, আমি জানি না। পূর্ণবাবু তোমার দুঃখের সহায়, বিপদের সম্বল; আজ তোমার সুখের সময়, তাঁহাকে সুখের অধিকারিত্ব হইতে বঞ্চিত করিও না। হয় পূর্ণবাবুকে তোমার বিষয়ের অর্দ্ধেক ছাড়িয়া দেও, না হয়, পূর্ণবাবুকেই সমস্ত বিষয়ের কর্ত্তা করিয়া দেও। আমার একান্ত প্রার্থনা, তোমার ভার্য্যার এই কথাটী তুমি পালন কর; ইহাপেক্ষা আমি সুখকর পুরস্কার আর কিছুই চাই না।'

বিরাজমোহন বলিলেন, 'স্বর্ণ! তোমার মনের প্রশস্ত ভাব ও উদারতা আমার হৃদয়ে অমৃত ঢালিয়া দিল। বিষয় লইয়া আর যদি গোলযোগ উপস্থিত না হয়, তবে পূর্ণবাবুকে যে সমস্ত বিষয় ছাড়িয়া দিব, তাহা আমি কল্যই মনে মনে ঠিক করিয়াছি; তোমাকে বলি নাই, পাছে তুমি আমার এই সুখের বাধা জন্মাও। পূর্ণবাবু আমার হৃদয়ের বন্ধু, তাহা যে তুমি বুঝিতে পারিয়াছ? পূর্ণবাবুই আমার। এই বিষয় পূর্ণবাবুর পিতার ছিল, তাহা আমি এপর্য্যন্ত জানিতাম না, না জানিয়াও মনে করিয়াছিলাম, যদি আইসে, তাহা হইলে সমস্ত বিষয় পূর্ণবাবুকে অর্পণ করিব। পূর্ণবাবুকে আমি কি অন্য মনে করি? পূর্ণবাবুও যে, আমিও সে; দুইজনই এক। তোমার চিন্তা নাই পূর্ণবাবুকে আমার বিষয় অর্পণ করিব।

স্বর্ণলতা শুনিয়া মনের সহিত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন, তারপর আবার বলিলেন, স্বামি! সকল সুখের মধ্যে একটু বিষাদের কালিমা রহিল, বিনো

দিনী যদ্যপি পূর্ণবাবুর বামপার্শ্বে বসিত, তাহা হইলেই আমাদের সকল বাসনা পূর্ণ হইত।

বিরাজমোহন বলিলেন, বিনোদিনীকে উদ্ধার করিবার জন্য কাকা আজ নালিস করিতে গিয়াছেন। গণকঠাকুর বলিয়াছেন 'বিনোদিনীকে নিশ্চয় মকদ্দমায় পাওয়া যাইবে।' ঈশ্বরেচ্ছায় আমাদের এ অভাবও মোচন করা হইবে।

এই সকল সুখের কথাবার্তা হইতেছিল, এমন সময়ে একটী ভৃত্য আসিয়া বিরাজমোহনকে সংবাদ দিল, 'পূর্ণবাবু আসিয়াছেন।' বিরাজমোহন, সংবাদ পাইবামাত্রই, সেই সুখের চিত্র পরিহার পূর্ব্বক পূর্ণবাবুর নিকটে চলিয়া গেলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বিষয়ের সুশৃঙ্খলা।

পূর্ণচন্দ্রের নিকট বিরাজমোহন উপস্থিত হইলে পর, পূর্ণবাবু বলিলেন, বিরাজ! আজ কি শুনিতে পাইতেছি? তুমি কি কিছু জান? তোমার কাকা নাকি বিনোদিনীর জন্য মকদ্দমা তুলিতে গিয়াছেন? বিরাজমোহন একটু ভাবিয়া বলিলেন, আপনি কাহার নিকট শুনিলেন?

পূর্ণবাবু বলিলেন, আমি লোক পরম্পরায় শুনিলাম, তুমি কি ইহার কিছু জান?

বিরাজমোহন পূর্ণবাবুর মুখ দেখিয়াই গণকের নিষেধ বাক্য ভুলিয়া-গেলেন; বলিলেন, সত্যই কাকা নালিস করিতে গিয়াছেন, ভালই হয়েছে, বিনোদে নাকি নিশ্চয় পাওয়া যাইবে।

পূর্ণবাবু বলিলেন, তুমি পূর্ব্বেই জানিতে, তবে আমাকে বল নাই কেন? একাজটী ভাল হইল না। যাহা হউক অদ্যকার আর একটী সংবাদ পাইয়াছ কি? অদ্য হাইকোর্ট হইতে তোমার মামার মৃত্যুদণ্ডের আজ্ঞা বহাল হইয়া আসিয়াছে, আগামী কল্য তোমার মামার ফাঁসি হইবে।

বিরাজমোহনের প্রফুল্ল মুখ মলিন হইল, পূর্ণিমার চন্দ্র সহসা অস্থির মেঘে যেন আবরিত হইল, বিরাজমোহন মূর্ত্তিকার পানে তাকাইয়া রহিলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে অজ্ঞাতসারে জল পড়িয়া ভূমি স্পর্শ করিল।

পূর্ণবাবু বিরাজমোহনের হাত ধরিলেন, তারপর বলিলেন, বিরাজ! দুঃখিত হইও না, তুমি কি করিবে বল? স্বীয় কর্ম্মোচিত দণ্ডের ফলভোগী না হইয়া পাপী এ সংসারে কদিন বাঁচিতে পারে? তুমি কাতর হইও না।

বিরাজমোহন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, মামার দোষ অনেক ছিল, তার উপযুক্ত দণ্ড পাইলেন, কিন্তু আমি ত আর তাঁহাকে দেখিতে পাইব না? আপনি বলেন ত কল্য মামাকে একবার দেখিতে যাইব।

পূর্ণবাবু বলিলেন, আর একটী কথা তোমাকে বলিতে ফেলিয়াছি, স্বর্ণলতাকে তোমার মামা দেখিতে চাহিয়াছেন, আজ স্বর্ণলতাকে লইয়া যাইতে লোক আসিয়াছে, তোমার কি তাতে কোন আপত্তি আছে?

বিরাজমোহন।—স্বর্ণলতার ইচ্ছা হয়, যাইবে। আমার আপত্তি কি?

পূর্ণবাবু বলিলেন,—বিরাজ! তোমার বিষয়ের গোল ত মিটিয়া গেল, আর যাঁহার জন্য তুমি সংসার পরিত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলে, সেই পরম পূজনীয়া জননীর সংবাদও পাওয়া গিয়াছে, এক্ষণ মনকে সুস্থ করিয়া সংসারে শান্তি পাইবার চেষ্টা কর, সংসারে থাকিয়া সেই সত্যস্বরূপকে ধ্যান করা অপেক্ষা আর সুখ কি? তুমি বিষয়ের ভার তোমার কাকার প্রতি সমর্পণ কর, আর গণকঠাকুরকে তোমার সংসারের ম্যানেজার নিযুক্ত কর।

বিরাজমোহন বলিলেন, অন্য সময়ে আপনার আজ্ঞা এবং পরামর্শ অবহেলা করি নাই, কিন্তু এস্থলে স্বর্ণলতা এবং আমি যাহা ঠিক করিয়াছি, তাহা আপনাকে বলি, বোধ হয় এস্থলে আপনার কথা অমান্য করিলে একটুও দুঃখিত হইবেন না। আমি স্বর্ণলার নিকট শুনিয়াছি, আমি যে বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইয়াছি, সেই বিষয় আপনার পৈতৃক সম্পত্তি; আমার অনেক দিন হইতে মনে একটী বাসনা ছিল যে, যদি কখনও এই বিষয় আমার হাতে পাই, তাহা হইলে আপনাকে দান করিয়া জীবনকে সার্থক করিব। আজ আমার জীবনের সেই বাসনা পূর্ণ করিবার দিন উপস্থিত; স্বর্ণলতারও একান্ত ইচ্ছা, আপনার হাতে এই বিষয়ের ভার থাকে। আমার এই বাসনাটী পূর্ণ করিবার সময়ে আপনি আর কোন প্রকার বাধা দিবেন না। আমি ত আপনারই, আপনার হাতে বিষয় থাকিলেই আমার হইল; কি বলেন?

পূর্ণবাবু বিরাজমোহনের হৃদয়ের এই অলৌকিক উদার ভাব দেখিয়া অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলেন; মনে মনে ভাবিলেন, বিরাজমোহনের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা অন্যায়; আরও ভাবিলেন, তাহা হইলে বিরাজমোহন

অন্তরে বেদনা পাইবে। এই সকল ভাবিয়া বলিলেন, বিরাজ! আমি বিষয় লইয়া কি করিব? দেখ, আমি তোমার কাকার পুত্রের ন্যায়, তোমার কাকার হাতে বিষয় থাকিলেই আমার হইবে।

বিরাজমোহনের মুখ মলিন হইল, পূর্ণবাবু আর কথা বলিতে পারিলেন না; বিরাজমোহন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—তবে আমারই বা আর বিষয়ে কাজ কি? আপনি বিষয় লইয়া থাকিতে ভালবাসেন না, তবে আমার কি? আমি আজই বনে যাইব।

এক মুহূর্ত্তের মধ্যে বিরাজমোহন এতগুলি নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়া ফেলিলেন, ইহাতে পূর্ণবাবু বুঝিলেন, বিরাজমোহন হৃদয়ে আঘাত পাইয়াছেন; বলিলেন, থাক্, তবে আর ওসকল কথায় কাজ নাই, আইস আমরা সকলে একত্রে থাকি। তোমার কাকার হাতেই বিষয় থাকুক, আমরা সকলেই একত্রে থাকি।

বিরাজমোহন আবার বলিলেন, আমার বাসনা পূর্ণ করিবার সময়ে আপনি বিরোধী হইতেছেন কেন? কাকাও যখন আপনার, তখন আপনার হাতেই বিষয় থাকুক, তারপর আমরা সকলেই একসঙ্গে থাকিব। আর আপনি গণক-ঠাকুরকে ম্যানেজার নিযুক্ত করিতে বলিলেন, তাতে আমার আপত্তি নাই; কিন্তু বিষয় আপনি গ্রহণ করুন।

পূর্ণবাবু বলিলেন,—তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, কিন্তু তোমার কাকার নিকট একবার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিও।

বিরাজমোহন।—কাকা কখনও অসম্মত হইবেন না। আর যদি সম্মত না হন, তা হলেও আমার বাসনা মিটাইব? আপনি বাধা দিবেন না। আজ কাকা বাড়ী আসিলে, তাঁহার নিকট সকল কথা বলিব, তারপর কল্যই আমার বিষয় আপনার নামে রেজেষ্টারি করিব, আপনি এ সম্বন্ধে আর কোন কথা বলিবেন না। এই বলিয়াই বিরাজমোহন পূর্ণবাবুর মুখ টিপিয়া ধরিলেন, পূর্ণবাবু ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, না, তবে এ সম্বন্ধে আর কিছুই বলিব না, মুখ ছাড়িয়া দেও। বিরাজমোহন মুখ ছাড়িয়া দিলে, পূর্ণবাবু বলিলেন, বিরাজ! বল ত সংসারে সুখ আছে কি না? বল ত তোমার ভার্য্যা তোমার উপযোগিনী কি না? বিরাজমোহন মৃদুস্বরে বলিলেন, সংসার সুখের বস্তু তা বুঝিয়াছি, কিন্তু এই সময়ে যদি মাতা থাকিতেন, তাহা হইলে কত সুখ হইত। স্বর্ণলতা যে আমার জন্য এত সুখ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল, তা আমি এতদিন পরে বেশ বুঝেছি।

পূর্ণবাবু বলিলেন, বিরাজ! মাতার কথা বিস্মৃত হও, এতদিন পর তোমার গর্ভধারিণীকে পাইবে, আর কি? যাহা সময়ের গহ্বরে লুক্কায়িত হইয়াছে, তাহার বিষয় ভাবিয়া আর মানব কি করিবে? ঈশ্বরের ইচ্ছা এ জগতে নিশ্চয় পূর্ণ হইবে।

'ঈশ্বরের ইচ্ছা এ জগতে পূর্ণ হইবে' একথা বিরাজমোহন অনেক দিন, অনেকবার পূর্ণবাবুর মুখে শুনিয়াছিলেন, কিন্তু অদ্যকার ন্যায় আর কখনও অমৃতময় বোধ হয় নাই। বিরাজমোহন ক্ষণকাল স্তম্ভিত ভাবে থাকিয়া বলিলেন—ধন্য আপনার জীবন, কারণ সুখে, দুঃখে, সম্পদে ও বিপদে আপনার মন একই প্রকার শান্তিলাভ করে। আমি এতদিন পর্য্যন্ত আপনার সহিত রহিয়াছি, কিন্তু একদিনের তরেও আপনার মনে অশান্তির লক্ষণ দেখি নাই। ধন্য সেই মহাপুরুষ, যিনি আপনার মনকে এই প্রকার উন্নতভাবে পরিশোভিত করিয়াছেন। এই কথা বলা হইতে না হইতে গণকঠাকুর সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, এই নিন্ পূর্ণবাবু, বিনো আপনার পত্রের উত্তর দিয়াছে। পূর্ণবাবু আলোকের নিকট যাইয়া পত্র পড়িলেন।

প্রিয় পূর্ণবাবু! আপনি যে সকল কথা লিখিয়াছেন, আমি সে সকল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। আপনার প্রশস্ত হৃদয়ের অনন্ত ব্যাপ্তিকে ধন্যবাদ দিই, কিন্তু আমি আপনাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না।

শুনিলাম বাবা মকদ্দমা তুলিয়াছেন, আমি কখনই অস্পষ্টভাবে কথা বলিতে পারিব না। পীতাম্বর নাগ আমার কি করিবে?

আপনি যাহাকে স্বামী বলিয়া সম্বোধন করিতে এবং ভালবাসিতে বলিয়াছেন, তাঁহাকে যদি আপনি দেখিতেন, তাহা হইলে আর ঐ প্রকার বলিতে পারিতেন না। যাহা হউক, ঈশ্বরের ইচ্ছা এজগতে পূর্ণ হয়, এটী আমি বেশ বুঝেছি। আরো বুঝেছি, পীতাম্বর কখনই আমার স্বামীর উপযোগী হইবে না। আমি আপনারই আছি,—চিরদিন থাকিব, দেখুন মকদ্দমায় কি হয়।

আপনার দুঃখিনী—বিনো।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

সতীত্বের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

পরদিন অতি প্রত্যুষে বিরাজমোহন দীননাথ সরকারের নিকট বিষয় সম্বন্ধীয় সকল কথা ব্যক্ত করিলেন; দীননাথ সরকার বিরাজমোহনের কৃতজ্ঞভাবে মোহিত হইয়া বলিলেন, বিরাজ! বেশ কথা ঠিক করেছ; কল্য বিনোদিনীর জন্য নালিস করিয়া আসিয়াছি, বোধ হয় নিশ্চয় বিনোকে পাইব, তা হলেই পূর্ণ আমাদের হইল; পূর্ণকে বিষয় দান করিবে, এর অপেক্ষা আর সুখের বিষয় কি?

বিরাজমোহন।—তবে চলুন, অদ্যই দানপত্র রেজেষ্টারি করিতে যাই, যত ক্ষণ মনের বাসনা পূর্ণ না হইতেছে, ততক্ষণ আর আমার মন সুস্থ হইবে না।

দীননাথ সরকার বলিলেন, আর তিন দিবস পরে তোমার জননী আসিবেন, তাঁহার নিকট একবার জিজ্ঞাসা করিলে কি ভাল হয় না? আর তিন দিন পরে বোধ হয় বিনোদিনীকেও পাইব, একেবারে সেই সময়ে সকল প্রকার মনের বাসনা পূর্ণ হয়, সেই ত ভাল।

বিরাজমোহন।—জননীর নিকট আর কি জিজ্ঞাসা করিব? তিনি কি আমার কথা অগ্রাহ্য করিবেন? বোধ হয় না। আর তিন দিন বিলম্ব করিতে আমি ইচ্ছুক নহি, কারণ এই ত কতকাল পরে মনের বাসনা পূর্ণ করিবার সময় পাইয়াছি, আবার কোন্ বিপদ উপস্থিত হয়, কে জানে? আমি আজই বিষয় দান করিব।

দীননাথ সরকার বলিলেন, আর কে কি করিবে? আজ তোমার মামার ফাঁসি হইবে, তোমার শত্রু নিপাতে যাইবে, আর ভয় কি?

বিরাজমোহন মৃত্তিকার পানে তাকাইয়া বলিলেন, মামার মৃত্যুর সময় আপনি ঐ প্রকার নিষ্ঠুর কথা বলিবেন না, আমি মর্ম্মে পীড়া পাই। ভাবিয়াছিলাম আজ মামাকে একবার দেখিতে যাইব, কিন্তু যাইতে ইচ্ছা হয় না, কারণ একবার দেখিলে আরো দুঃখ বৃদ্ধি পাইবে। যাহা হউক, চলুন আমরা আজ কাছারিতে যাইয়া দানপত্র রেজেষ্টারি করি। দীননাথ সরকার সম্মত হইলে পর, বিরাজমোহন ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। গৃহে আসিয়া যাহা

দেখিলেন তাহা এই ;—স্বর্ণলতা বেশভূষা করিতেছেন পরিধেয় বস্ত্রখানি নিতান্ত জঘন্য ও মলিন, মস্তকের কেশগুচ্ছ এলাইয়া পড়িয়াছে ; স্বর্ণলতা কখনও অলঙ্কার পরিধান করিতেন না, কেবল দুহাতে দু গাছা স্বর্ণনির্ম্মিত বলয় থাকিত ; আজ তাহাকেও খুলিয়া রাখিয়াছেন। অধর রঞ্জিত নহে। কটী-দেশে কটিবন্ধনী দৃঢ়ভাবে রহিয়াছে। কপালে কোন প্রকার চিহ্ন নাই। বিরাজমোহন দেখিয়া বলিলেন, স্বর্ণ! আজ একি বেশ দেখিতেছি ? এদেশের বিধবাদিগকে দেখিলেও ত মনে এত কষ্ট হয় না, তোমার আজি এ বেশ কেন ?

স্বর্ণলতা বলিলেন, আজ তোমার মামার মৃত্যুর দিন," আজ তোমারি মামার সহিত জন্মেরমত শেষ দেখা করিতে চলিয়াছি।

বিরাজমোহন।—এবেশে যাইতেছ কেন ?

স্বর্ণলতা।—এই বেশে যাইতে ইচ্ছা হইল, তাই চলিয়াছি। তুমি তোমার মামাকে দেখিতে যাইবে কি ? আমার মতে না যাওয়াই ভাল, সে পামরের নিকট গেলে, নিশ্চয় তুমি ফিরিয়া আসিতে পারিবে না।

বিরাজমোহন বলিলেন, তবে তুমি যাইতেছ কেন ?

স্বর্ণলতা।—আমার কি করিবে ? আমার শরীর স্পর্শ করিতে পারে, তোমার মামার এমন ক্ষমতা নাই।

বিরাজমোহন।—মামাকে দেখিতে যাইতাম, কিন্তু বোধ হয় আমাকে দেখিলে মামার মনে আরো কষ্ট হইবে। আমি আজ পূর্ণবাবুর নামে বিষয় রেজিষ্টারি করিতে যাইব। আজ আমার জীবনের বাসনা পূর্ণ করিব। তুমিই মামাকে দেখিতে যাও।

স্বর্ণলতা বলিলেন, তুমি না বলিলেও তোমার মামার মনের কথা শুনিতে যাইতাম। একটী জীবনের প্রায় সকল কথাই জানি, আজ সেই জীবন কাহিনীপূর্ণ হইবে ; আমি এই চলিলাম। এই বলিয়া স্বর্ণলতা আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার জন্য চলিলেন ; সঙ্গে কেবল একটী পরিচারিকা, আর একজন পেয়াদা। এতদিন পর আজ স্বর্ণলতার সহিত একজন পরিচারিকা চলিল। পশ্চাৎ পশ্চাৎ একখানি পাল্কীও আজ প্রেরিত হইল।

গোবিন্দচন্দ্র যে ঘরে বন্দী রহিয়াছেন, সে ঘরের মধ্যে আর জনপ্রাণী নাই, গৃহের চতুষ্পার্শে শান্তিরক্ষক, বন্দুক হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। স্বর্ণলতার সঙ্গের পেয়াদা একজন শান্তিরক্ষককে গবর্ণমেণ্টের পাশ দেখাইলে

পর, প্রহরী তাহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দিল, কিন্তু তাহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিল, কোন প্রকার বিষম অস্ত্র স্বর্ণলতার নিকট আছে কি না।

গোবিন্দচন্দ্র বসিয়া ভাবিতেছিলেন, আর পাঁচ ঘণ্টা পর এ সংসার পরিত্যাগ করিতে হইবে। এতদিন বন্দী হইয়া ভাবিতে ভাবিতে শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছে, আর সে পূর্ব্বের জ্যোতি নাই; অনুতাপ, ভাবনা, গোবিন্দচন্দ্রকে একেবারে মৃতবৎ করিয়াছে, কেবল মাত্র আছে অস্থি চর্ম্ম,—আর আছে উহার মধ্যে ক্ষণস্থায়ী আত্মা। সেই আত্মা আর পাঁচ ঘণ্টা পর, গোবিন্দচন্দ্রের সাধের শরীরকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে। মৃত্যু কখন আলিঙ্গন করিতে আসিবে, তাহা কেহই জানে না, জানিলে সুখ সম্ভোগের সময় এত অহঙ্কার মানব মনে উদিত হইয়া, কখনও সৎপ্রবৃত্তির মূলচ্ছেদন করিতে পারিত না। মৃত্যু কল্পনায়ও শরীর বিকম্পিত হয়, পাপীর মন পাপ কর্ম্ম হইতে মুহূর্ত্তের জন্য বিরত হয়। যে নিশ্চিত মনে বুঝিতে পারে, সেই মৃত্যু আর পাঁচ ঘণ্টা পর আলিঙ্গন করিতে আসিবে, তাহার মন কিরূপ চিন্তায় আকুল, তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। ফাঁসি কাষ্ঠে মৃত্যুর ন্যায় নিশ্চিত মৃত্যু আর কি আছে? সেই নিশ্চিত মৃত্যু আজ গোবিন্দচন্দ্রকে বিভীষিকা দেখাইতেছে। গোবিন্দচন্দ্রের জীবন ঘোরতর পাপতাপে দগ্ধীভূত; ধর্ম্ম কি, সে চিন্তাকে গোবিন্দচন্দ্র একদিনও মনে স্থান দেন নাই; আজ তিনি বুঝিতেছেন, সংসারের লীলাখেলা,—আর মৃত্যুর কুঠোর ভাব। আজ তিনি বুঝিতে পারিতেছেন, নৈরাশ্যের পরাক্রম কত বিষাদযুক্ত। আজ বুঝিতে পারিতেছেন, সংসারের পাপের পুরস্কার; আর বুঝিতে পারিতেছেন, ধর্ম্মের উজ্জ্বল জ্যোতি। এতদিন ভাবিতেন, যাহারা ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া অস্থির, তাহারা একদিনও সংসারের বড় লোকের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। এত দিন ভাবিতেন, পূর্ণচন্দ্রের পিতা, ধর্ম্মের জন্য সংসারের সকল প্রকার বিষয় আশয় হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। এতদিন বুঝিতেন, পূর্ণচন্দ্র নিরেট বোকা অর্থের মোহিনী শক্তি এবং সংসারের মান সম্ভ্রমের বিষয় কিছুই জানিল না। আজ বুঝিতেছেন, সংসারে ধার্ম্মিকদিগের পুরস্কার না থাকিলেও, মৃত্যু সময়ে, তাহারা প্রকৃত শান্তির অধিকারী হয়। আজ তিনি বুঝিতে পারিতেছেন,—তাহার পাপের পুরস্কার কত বিষাদযুক্ত, ভীষণতর, আর বুঝিতেছেন, পূর্ণচন্দ্রের জীবন কত সুখ ও শান্তির আলয়। এখন মনে অনুতাপ হইতেছে,—কেন ধন-ঐশ্বর্য্যের বিনিময়ে ধর্ম্ম ধনকে জীবনের সম্বল বলিয়া

আর আশা নাই, আর সংসারের সুখ নাই; তাই গোবিন্দচন্দ্র ভাবিতেছেন, আজ যদি ধর্ম্মকে পাই, তবে তাহারই আশ্রয় লই। আরও ভাবিতেছেন, আজ যদি পাপের চিত্র দেখি, তবে বোধ হয় প্রলোভন হইতে আত্ম রক্ষা করিতে পারি। এই সকল বিষয় ভাবিতেছেন, এমন সময়ে নীরবে স্বর্ণলতা সেই মলিন বেশে প্রবেশ করিলেন। গোবিন্দ চন্দ্র স্বর্ণলতাকে দেখিলেন, দেখিয়াই যেন স্বপ্নবৎ এতক্ষণের কাল্পনিক কথা বিস্মৃত হইলেন; হৃদয়ে আবার কত লহরী নৃত্য করিয়া উঠিল, গোবিন্দচন্দ্র আহ্লাদে ডাকিলেন, "স্বর্ণ, এস, এতদিন পরে জীবনের সাধ পূর্ণ করি।"

স্বর্ণলতা।—গোবিন্দ বাবু! এখন বেলা কত, তা মনে নাই কি? জীবনের সাধ তোমার আজও আছে, ঐ দেখ সূর্য্য কি প্রকার নিষ্ঠুরের ন্যায় চলিয়া যাইতেছে। ঐ দেখ, তোমার জীবনের সাধ মিটাইবার সময় হইয়া আসিয়াছে। আজও কি তোমার সাধ মিটিল না?

গোবিন্দচন্দ্র।—যখন সাধ মিটাইবার পথ পরিষ্কার করিলাম, তখনই ত বন্দী হইলাম, কখন আর সাধ মিটিল?

স্বর্ণলতা।—পথ পরিষ্কার করিলে কি প্রকারে?

গোবিন্দচন্দ্র।—পথ পরিষ্কার করিলাম পাপীয়সী স্ত্রীর পাষাণ বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিয়া। সেই পাপীয়সীর জন্যই ত এতদিন সাধ পূর্ণ হয় নাই, যদি বা পথ পরিষ্কার করিলাম, তা সেই সর্ব্বনাশীই আমার কাল হইল।

স্বর্ণলতা।—কেন তোমার স্ত্রীর বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিলে? কেন তুমি সেই নির্দ্দোষী, পবিত্র পতি-প্রাণা সতীর বক্ষে আঘাত করিলে?

গোবিন্দচন্দ্রের মুখ রক্তবর্ণ হইল, বলিলেন, কেন সেই পাপীয়সীর বক্ষে আঘাত করিয়াছিলাম?—কেবল তোমার জন্য, তোমাকে বক্ষে রাখিয়া জীবনের সাধ মিটাইবার জন্য! যখন বুঝিলাম তোমাকে পাইবার পথে সেই পাপীয়সী কণ্টক হইয়া রহিয়াছে, তখনই তাহাকে হত্যা করিয়া পথ পরিষ্কার করিবার উপক্রম করিলাম। আবার বল, কেন আঘাত করিলাম?

স্বর্ণলতার হৃদয়ে আঘাত লাগিল, মনে মনে ভাবিলেন, আমিই কি অন্নপূর্ণার জীবনাশের কারণ! তাহা পূর্ব্বেই সতর্ক হইলাম না কেন? তা ত পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই; বলিতে বলিতে স্বর্ণলতার চক্ষু নিমীলিত হইল, সর্ব্ব শরীরের ঘর্ম্মস্রাব হইয়া ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল, আকাশের পানে চাহিয়া বলিলেন, ঈশ্বর! আমিই যদি অন্নপূর্ণার হত্যার কারণ হই, তবে আমার

অপরাধ ক্ষমা করিও। তারপর ভীষণ কটাক্ষে গোবিন্দচন্দ্রের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, নরাধম! আমার জন্য তুই সেই পতিপ্রাণা সতীর বক্ষে আঘাত করিয়াছিস্? তোর উপযুক্ত দণ্ড অবশ্যই পাইবি। আর যদি পতির প্রতি আমার মন থাকে, তবে তোর বিষনয়নের বক্র এবং কুটিল দৃষ্টির জন্য আমি কখনই অপরাধিনী নহি। আমি তোকে চিরদিনই হিংস্র পশুর ন্যায় ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি, চিরদিনই তোকে ঘৃণা করিয়াছি; কোন্ বুদ্ধিতে তুই মনে করিয়াছিলি, আমার দ্বারা তোর সাধ পূর্ণ হইবে?

গোবিন্দচন্দ্র কাতর স্বরে বলিলেন—"স্বর্ণ! আজ কেন এপ্রকার কথা বলিতেছ? আজ কেন ছলনা করিতেছ? আর যে সময় নাই, আর কতক্ষণ এসংসারে থাকিব? এস তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া জীবনকে সার্থক করি,—এতদিনের বাসনা পূর্ণ করি।

স্বর্ণলতা।—আমি ছলনা করিতেছি? ধিক তোকে, ধিক তোর রিপুর উত্তেজনাকে! সত্য বটে, আমি এতদিন তোর দুষ্ট অভিসন্ধির হাত হইতে পতিকে রক্ষা করিবার জন্য অনেক ছলনা করিয়াছি, তোর বুদ্ধির মুখে বাধা দিয়াছি, কিন্তু আজ ছলনা করিব কি জন্য? আর এক মুহূর্ত্ত পর তুই এ সংসার ছাড়িবি, তোর জন্য কে আত্মাকে কলঙ্কিত করিবে? তুই কেমন করে, আমাকে আলিঙ্গন করিতে চাহিলি? নির্ম্মল, পবিত্র পতিকে যে বক্ষে ধারণা করি, সেই বক্ষে পাপী, নরাধম পশু?—তুই কোন্ সাহসে, অমন কথা বলিলি? তোর মৃত্যুর সময় নিকটে আসিয়াছে, তাহা কি দেখিতেছিস্ না? এইবার একবার সেই সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বমঙ্গলময় পরমেশ্বরকে ডাকিয়া নে।"

গোবিন্দচন্দ্র।—স্বর্ণ! কাকে ডাকিব? তোমাকে ডাকিতেছি, তুমিই আমার তাপিত হৃদয়কে শীতল কর, আর কাকে ডাকিব। তোমার পতি কে? আমিই ত তোমার পতি, তুমিই আমার ভার্য্যা।

স্বর্ণলতার হৃদয় গর্জ্জিয়া উঠিল, সক্রোধে বলিলেন, তবে রে পাপি! এই বলিয়াই স্বীয় দক্ষিণ পা উত্তোলন করিয়া গোবিন্দচন্দ্রের বক্ষে সজোরে আঘাত করিয়া বলিলেন,—দ্যাখ্, তোকে কি প্রকার তুচ্ছ জ্ঞান করি, তোর মুখদর্শন করিলে সতীর জীবনে কলঙ্ক রেখা পড়ে। এতদিন পর স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছি, আজ তোর বক্ষে পদাঘাত করিয়া সতীর পরাক্রম দেখাই। আজ তোকে ভীষণ ভুজঙ্গ-দংশনের যন্ত্রণার মর্ম্ম বুঝাইব। তুই রিপুর অধীন, রিপুর দাস, তুই সতীর হৃদয়ের বল কি প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করবি? আজ তোকে বক্ষা-

ইব, আমি তোর জীবনের বিষ, আমি তোর যম সহচরী। এই বলিয়া উপর্য্যুপরি দুই তিনবার পদ দ্বারা আঘাত করিয়া, স্বর্ণলতা বিদ্যুদ্বৎ বাহিরে আসিলেন। গোবিন্দচন্দ্র সেই মৃত্যুর পূর্ব্ব সময়েও কুটিল রিপুর চরিতার্থ করিবার আশায় স্বর্ণলতার প্রতি, সঙ্গীত মুগ্ধ হরিণ শিশুর ন্যায় চাহিয়া রহিলেন, আর নয়নের কোণ হইতে অবিরল ধারায় জল পড়িতে লাগিল। স্বর্ণলতা পাল্কী আরোহণ করিয়া সুরম্যগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রার্থনার উপকারিতা কি ?

গোবিন্দচন্দ্রের ক্ষীণ শরীর উপযুক্ত সময়ে রূপান্তরিত হইয়া অন্য পরমাণুতে মিলাইল। তাঁহার মৃত্যুতে আক্ষেপ করিতে আর লোক নাই ;—কেবল একটী জীবের নয়ন হইতে মাতুলের জন্য একবার নয়নাশ্রু পতিত হইয়া ভূমি স্পর্শ করিয়াছিল ; সে জীব সেই সরল মতি, নির্ম্মল হৃদয়,—বিরাজমোহন। বিরাজমোহন এক চক্ষে মাতুলের জন্য অশ্রুপাত করিতেছেন, অন্য চক্ষে হাসিতেছেন ;—ইহার একমাত্র কারণ, আজ অনেক দিনের বাসনা পূর্ণ হইয়াছে, বিষয় আশয় সকলি পূর্ণবাবুর নামে রেজেষ্টারি হইয়াছে। স্বর্ণলতা এই সময়ে কি করিতেছেন ? আমরা এইবার দেখিব।

স্বর্ণলতাকে আমরা এই পর্য্যন্ত কোন প্রকার ধর্ম্মসাধন করিতে দেখি নাই ; তাহার কারণ কি ? স্বর্ণলতা এতদিন পর্য্যন্ত নানা প্রকার কার্য্যে এরূপ বিব্রত ছিলেন যে, উপাসনা ও প্রার্থনা করিবারও অবসর পাইতেন না। এক্ষণ অনেক পরিমাণে মন প্রফুল্ল হইয়াছে, কার্য্যের ভিড় অনেক পরিমাণে কমিয়াছে ; স্বর্ণলতা এইবার পূর্ণবাবু এবং বিরাজমোহনকে লইয়া ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ; আমরা এই স্থলে তাঁহাদিগের আলোচনার সারাংশ সাধারণ সমীপে অর্পণ করিলাম।

স্বর্ণলতা পূর্ণবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, পূর্ণবাবু ! একদিনও আপনাকে উপাসনা বা প্রার্থনা করিতে দেখি না, আপনি কি উপাসনা এবং প্রার্থনার উপকারিতা স্বীকার করেন না ?

পূর্ণবাবু।—যে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে, সেই প্রার্থনা করে ; আমি প্রার্থনার

উপকারিতা স্বীকার করি, কিন্তু আমি প্রার্থনা করি কি না করি, তাহা মনুষ্যে ... জানিবে? আপনিই বা কি প্রকারে জানিবেন ? মন যখন ঈশ্বরকে চায়, তখনই তাঁহাকে ডাকে, মন যখন সংসারে থাকিয়াও ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয়, তখন কেহই তাহা জানিতে পারে না, আপনি তাহা কি প্রকারে বুঝিবেন ?

স্বর্ণলতা।—প্রার্থনার অর্থ কি ? কোন পদার্থ না চাহিলেই যদি ঈশ্বর না দিবেন ত তিনি দয়াময় কি প্রকারে ? যে প্রার্থনা করে না, সে কি ঈশ্বরের কৃপার পাত্র নহে ?

পূর্ণবাবু।—আপনি প্রার্থনাকে অন্য অর্থে বুঝিবেন না, প্রার্থনা করা না করা, দুই সমান, যদি মানব আত্মা সেই ঈশ্বরের অস্তিত্বে সদাসর্ব্বদা নিমগ্ন থাকিতে পারে। মানব আত্মাকে সংসারের চিন্তা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ঈশ্বরে অনুরক্ত করিতে প্রার্থনা যেমন সহজ উপায়, এমন আর কিছুই না।

স্বর্ণলতা।—এমন ত অনেক লোক আছেন, যাঁহারা ঈশ্বরকে স্বীকার করেন, কিন্তু কোন সৎকার্য্য করিবার সময় তাঁহাকে স্মরণ করা কিম্বা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করার আবশ্যকতা স্বীকার করেন না, আপনি তাঁহাদিগকে কি মনে করেন ?

পূর্ণবাবু।—ঈশ্বরকে স্বীকার করা, আর বিশ্বাস করা দুই ভিন্ন পদার্থ। ঈশ্বর বিশ্বাসী লোকমাত্রেই প্রার্থনাপ্রিয়, তাঁহাদিগের প্রার্থনা লোকের নিকট অব্যক্ত থাকিতে পারে, হয় ত তাঁহারা নিজেরাও তাহা বুঝিতে না পারেন, কিন্তু অজ্ঞাতসারে মন সেই অবিনশ্বর মহাপুরুষের পানে ধাবিত হইবেই হইবে। তবে যাঁহারা কেবল ঈশ্বরকে স্বীকার করেন, তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন না ; তাঁহাদিগের মন ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত কঠোর ভাব ধারণ করে ; মনের বল ক্রমে ক্রমে চলিয়া যায় ; এমন কি, প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে হয় ত তাঁহাদিগের অটল মনও স্থানচ্যুত হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু প্রার্থনাশীল ঈশ্বর বিশ্বাসী লোকের মন কখনই পরিবর্ত্তিত হয় না।

স্বর্ণলতা। তবে কি আপনি বলেন, প্রার্থনা না করিলে লোক ভাল থাকিতে পারে না ?

পূর্ণচন্দ্র।—সে কথা বলি না, হয় ত এমন অনেক দার্শনিক বিজ্ঞ ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা ঈশ্বর-বিশ্বাসী না হইয়াও আপনাদিগকে কর্ত্তব্যের স্রোতে ভাসাইয়া, জীবনকে রক্ষা করিয়া যাইতে পারেন ; অনেক মহাত্মার দ্বারা পৃথিবীর অনেক উপকারও হইতে পারে। যদি এমন লোক থাকেন, তবে তাঁহা-

দিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিই। যাঁহারা কর্ত্তব্যের অনুরোধে, আত্মাকে পবিত্র রাখিয়া, সাধারণের উপকারের জন্য জীবন কাটাইতে পারেন, তাঁহারা বাস্তবিক প্রশংসার পাত্র। কিন্তু সে প্রকার লোকের সংখ্যা অতি অল্প। অনেকেই এই নিয়ম অনুসরণ করিয়া, কিয়ৎ দিবস পরে পদস্খলিত হইয়া অগম্য পথে উপনীত হইয়াছেন। ইউরোপ খণ্ডে দুই, চারি জন এ প্রকার লোক আছেন, কিন্তু আমাদিগের প্রদেশে একটীও নাই। আমি বুঝিয়াছি, আমাদিগের দেশে এক্ষণও সে দিন উপস্থিত হয় নাই। এক্ষণ যাঁহাদিগের দ্বারা সাধারণের উপকার সাধিত হইতেছে, তাঁহারা সকলেই ঈশ্বর-বিশ্বাসী। বাস্তবিক ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া, কর্ত্তব্য স্রোতে আত্মাকে ভাসাইলে নিশ্চয় আত্মা বাধা, বিপত্তি, তরঙ্গ ভেদ করিয়া উন্নতির স্রোতে পৌঁছিবে। এমন সহজ উপায় আর নাই; তবে কেন এ পথ ছাড়িয়া লোক অন্য পথে যায়, তাহা বুঝি না।

স্বর্ণলতা। আপনি অনেক সময়েই বলিয়া থাকেন, 'ঈশ্বর তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক'; ঈশ্বরের ইচ্ছাই যদি পূর্ণ হইবে, তবে আর আপনি কিম্বা আমি প্রার্থনা করিয়া কি করিতে পারি? ঈশ্বর যাহা করিবেন, তাহা ত করিবেনই।

পূর্ণচন্দ্র। 'ঈশ্বর তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক' উহাকেই ত আমি প্রার্থনা বলি, আমি অন্য প্রকার প্রার্থনা কিরূপ, জানি না। ঈশ্বর আমার মনে সর্ব্বদাই জাগরূক থাকিবেন, আর বলিব 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক' এই ত উৎকৃষ্ট প্রার্থনা। তবে আবশ্যক হইলে সন্তান পিতার নিকট সকল বস্তুই ভিক্ষা করিতে পারে, কিন্তু পিতা বুঝিতে পারেন, কোন্‌টী সন্তানের উপকারী, কোন্‌টী অপকারী; সন্তান সকলি চাহিতে পারে, পিতা যাহা উচিত বোধ করেন, তাহাই দিয়া থাকেন। সে সকল প্রার্থনা করা কোন সময়ের কথা? বালক যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তখন সে বুঝিতে পারে, পিতার নিকট কোন্ দ্রব্য প্রার্থনা করিলে পাওয়া যাইবে। যাঁহারা ধর্ম্ম পথে কেবল মাত্র প্রথম পদ-নিক্ষেপ করেন, তাঁহারা ভাল, মন্দ না জানিয়া সকলি পিতার নিকট চাহিতে পারেন, কিন্তু পিতা কি সকলই দেন? তাহা নহে, তিনি যাহা ভাল বুঝেন তাহাই করেন। তবে ঈশ্বরের অস্তিত্বে মন একবার ডুবিলে আর কিছুই বলিতে ইচ্ছা করে না, কিছুই চাহিতে সাধ যায় না, মন বলে,—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। বাস্তবিক আত্মাকে এই প্রকার অবস্থায় যাঁহারা উপনীত করিতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃত ধার্ম্মিক, তাঁহাদের প্রার্থনা কোন কথা নহে, সাধনা

যে ন আড়ম্বরে নহে। লোকে তাঁহাদিগের মনের কথা জানিতে পারে না। তবে প্রকার স্থানে উপনীত হইবার জন্য ঐরূপ বাক্যের প্রার্থনা, যদি কেহ করে, তবে তাহাতে কোন অপকার নাই, বরং যথেষ্ট উপকার আছে, কিন্তু তাহার মধ্যেও সরলতা চাই। আমি অনেক লোককে দেখিয়াছি, তাঁহারা প্রায়ই এমন স্থানে বসিয়া উপাসনা করেন না, যেখানে মনুষ্যের সমাগম নাই। তাঁহাদের উপাসনা মনুষ্যের শ্রবণের জন্য, ঈশ্বরের জন্য নহে। সে প্রকার উপাসনা বা প্রার্থনা মানবই শুনে, তাহাতে কোন উপকার হয় না; কেন হয় না, তাহার অনেক কারণ আছে। সে উপাসক ঈশ্বরকে অবহেলা করে, কেবল যশের জন্য আপনাকে ধর্ম্মের আচ্ছাদনে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য চক্রান্ত করে। ঐ প্রকার কপট ধার্ম্মিক না হইয়া স্বাধীন চিন্তাবলে লোক নাস্তিক হয়, সেও ভাল; আমি ঐ প্রকার উপাসনাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করি।

স্বর্ণলতা।—যাঁহারা লোকের সম্মুখে উপাসনা করেন, তাঁহারা বলেন, তাঁহাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া অন্য লোকের ধর্ম্মের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি হইবে।

পূর্ণচন্দ্র। মিথ্যা কথা, আপনি কখনও বিশ্বাস করিবেন না। ঐ প্রকার কপট উপাসনা শ্রবণে অন্য লোকের একেবারে সর্ব্বনাশ হয়; তাহাদের মন পরিবর্ত্তিত হওয়া দূরে থাকুক, তাহারা আরো উপহাসের বস্তু পায়। আপনি বলিবেন, অনেক উপাসক উপাসনা করিতে করিতে কাঁদিতে থাকেন। আমি বলি, যাঁহার মন কাঁদে, তাঁহার চক্ষের জল নির্গত না হইলেও তাঁহার ক্রন্দনে অন্যের মন আকৃষ্ট হয়। কিন্তু ঐ প্রকার কপট নীরস ক্রন্দনে পাপী, অধার্ম্মিকের মনে আরো সন্দেহ ঘনীভূত হয়। সরল মনের সরল প্রার্থনা, যদি লোকের কর্ণে নাও প্রবেশ করে, তাহা হইলেও তাঁহার জীবন দেখিয়া অনেক লোক তাঁহাতে অনুরক্ত হয়। যাঁহারা অন্যের মনে ধর্ম্ম ভাব উদ্দীপ্ত করিবার মানসে এই প্রকার কপট প্রার্থনা করেন, তাঁহারা ঘোরতর নাস্তিক, ধর্ম্ম পথের কণ্টক; তাঁহারা আপনারা চিরকালের মত সৎপথ হইতে দূরে সরিয়া যান, এবং তাহাদিগের কুদৃষ্টান্তে সংসারের ঘোরতর অনিষ্ট সাধন করিয়া যান। আমি উপাসনা বা প্রার্থনা করিলে, তাহা মানুষে কি প্রকারে জানিবে? মানব আত্মাকে কেহই দেখিতে পায় না; ঈশ্বরকেও কেহ দেখিতে পায় না, ইহাঁদিগের পরস্পরের যোগ বা কথাবার্ত্তা ম

প্রকারে শুনিবে, কি প্রকারে বুঝিবে? আত্মা যতই অবি.শ্বর ম.. পুরুষের বিশ্বাসে ডুবিয়া যায়, ততই আত্মায় আত্মা. পরস্পর সং.াব বিনিময় হইতে থাকে;—মানব আত্মার অতিরিক্ত সৎভাব .শ্বরে বলীন হইয়া যায়, আর ঈশ্বরের সৎভাব আনিয়া মানব আত্মাকে শো.ভত করে, ই..কই সাধকগণ, ঈশ্বরে মগ্ন হওয়া বলেন। তবে এ.ই স্থানে উ.নীত হইবার এ... মাত্র দ্বার আছে, সে দ্বার প্রার্থনা এবং উসাসনা। প্রার্থনা এবং উপা.না চিরকালের জন্য নয়, যখন মানবের সংসার আসক্তি চলিয়া যায়, তখনই বুঝিতে হইবে, প্রার্থনার ফল ফলিয়াছে, তখনই বাক্য বন্ধ হইয়া ঈশ্বরে নিমগ্ন ভাবের অর্থ উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকে; তখনই সাধক শোকে, দু.... জর্জ্জরিত হইয়াও, শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াও, মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বলেন, ঈশ্বর তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। কিন্তু আত্মাকে এই প্রকার অবস্থায় উপনীত করা অতি সহজ কথা নহে। অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতে হইবে। মন যখন যাহা ধারণ করিতে পারে, তাহার অতিরিক্ত দিলেও অমঙ্গল ঘটে। যেমন অতিরিক্ত আহার করিলে পাকস্থলী ছিন্ন হইয়া লোকের প্রাণ নাশের সম্ভাব হয়; সেই প্রকার আধ্যাত্মিক আহার আত্মাকে পরিমিতরূপে না যোগাইলেও বিপদ ঘটিতে পারে। শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলিষ্ঠ রাখিবার জন্য যেমন আহারের প্রয়োজন, সেই প্রকার মনের সৎপ্রবৃত্তি নিচয়কে উৎকৃষ্ট প্রণালীতে রাখিতে হইলেও নৈতিক আহারের প্রয়োজন,—সেই আহার উপাসনা এবং প্রার্থনা। আহার পাইলে যেমন লোকের শরীরের শোভা বৃদ্ধি পায়, সেই প্রকার প্রার্থনা বলে মানব আত্মা পরিশোভিত হইয়া সংসারে আশ্চর্য্য শোভা ধারণ করে; তাঁহার জীবনের প্রতি নিরীক্ষণ করিলে অপরের হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে; কিন্তু অপরিমিত উপাসনা এবং প্রার্থনাও অমঙ্গলের হেতু।

বিরাজমোহন।—পূর্ণবাবু! আপনার মন কি প্রকার উন্নত! ভাবিলেও আমার মন আহ্লাদে অবশ হইয়া পড়ে; বাস্তবিক যাঁহার মন অনবরত ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত ..... ন্যায় সুখী জীব আর নাই। আপন.. ন্যায় সুখী জীব আর কে

পূর্ণবাবু বলি.. আমাকে কেন ও প্রকার কথা বলিতেছ?

পূর্ণবাবু দীর্ঘনিঃশ্বা... .ন, বলিলেন, বিরাজ! আমার মন যদি ঈশ্বরের .ক্তি সকল সময়েই অ... রক্ত থাকিত, তাহা হইলে আমার আর ভাবনা ছিল .... .মার স্বর্ণলতা আমাপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ।

স্বর্ণলতা বলি   , স্বামি! পূর্ণবাবুকে তুমি কি আজও চিনিতে পা
? পূর্ণবাবু   রেত ঈশ্বরকে বিশ্বাস-নয়নে নিরীক্ষণ করেন; পূর্ণবাবু
ন্যায় সাধব আর ক? এই কথা বলিতে অজ্ঞাতসারে সকলের চক্ষু মুদি
হইয়া আসিল,—তারপর স্বর্ণলতা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ;—

—'অন্তরদর্শী পরমেশ্বর! তোমাকে বাক্যে কি বলিব, তুমি ত সকা জান; সুখে, দুঃখে, বিপদে, সম্পদে সকল সময়েই যেন তোমাকে হৃদ রাখিয়া বক্ষস্থল শীতল করিয়া বলিতে পারি,—'ঈশ্বর! তোমার ইচ্ছা এ জগ পূর্ণ হউক। সংসার আসক্তির মধ্যে যেন তোমাকে পাইয়া সকলই ভুলিয় যাই। তুমি ত সকল ভালবাসার আধার, সকলকে ভাল বাসিতে হয় বলিয় যেন তোমাকে ভুলিয়া না যাই। আত্মীয়, বান্ধব, স্বামী, পুত্র, সকলে ভালবাসা ভুলিয়াও যেন তোমাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসিতে পারি। প্রভু তুমি এ হৃদয় মন অধিকার করিয়া লও, এ রাজ্য তোমারই হউক; তোমার প্রিয়কার্য্য সম্পন্ন করিয়াই আত্মা দেহ ছাড়িয়া তোমার নিকটে যাউক।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

"ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক"

বিরাজমোহনের জননীর আগমনের দিবস যথা সময়ে আগমন করিল। সেই দিনেই বিনোদিনী সম্বন্ধীয় মকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবার কথা। দীননাথ সরকার প্রফুল্ল অন্তরে নবোদিত সূর্য্যকে প্রণাম করিলেন, এবং ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া যথা সময়ে কাছারীতে গমন করিলেন।

গণক বিচক্ষণ লোক, তাঁহার হৃদয়ের এক পার্শ্বে এই সুখের দিনে একটু একটু যেন সঙ্কিত হইল। তিনি বিরাজমোহনের জননীকে অদ্য সমা আশ্রয় দিতে পারিতেছেন, এজন্য একটু একটু হর্ষ বিদ্যুৎ সেই মে মধ্য হইতে শোভা পাইতেছিল, আজ তিনি কার্য্যেই ব্যস্ত রহিয়াছেন।

পূর্ণবাবুর মনে আজ একটুও আনন্দ হইল না। ইহার কারণ কি? এতদি পর্য্যন্ত যে দিনের প্রতীক্ষা করিয়া কত সুখ লাভ করিয়াছেন, আজ সে বাঞ্ছিত দিবস আগমন করিয়াছে, কিন্তু পূর্ণবাবুর মুখ মলিন; পূর্ণবাবু কেবল ভাবিতেছেন, আজ আমার আমোদ হয় না কেন? এত দিন প

বিরাজমোহনের জানীকে দেখিব, এতদিন পর [illegible] ঘর ও ফুল নিরীক্ষণ করিব, তবুও আজ আমার হৃদয় এত মলিন হইল কেন? সূর্য্য প্রত্যহ কত মধুর বোধ হয়, আজ যেন তাহার উজ্জ্বল কিরণ বিষ। যুক্ত বোধ হইতেছে। অন্য দিন যে বায়ু সঞ্চালনে হৃদয়ে অমৃত ঢালিয়া দেয়, আজ তাহা হইতে যেন বিষ বর্ষিত হইতেছে। আমি কি অন্যের সুখ দেখিতে পারি না? কে বলিবে, কেন আজ আমার এভাব হইল? বিনোদিনীর মকদ্দমা আজ নিষ্পত্তি হইবে। আমি কত চেষ্টা করিয়াও মকদ্দমা থামাইতে পারিলাম না, আজ মন যেন কত বিপদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। আজ যেন বোধ হইতেছে, বিনোকে আর দেখিতে পাইব না। না দেখি তাতে কি? বিনো যদি সুখে থাকে, সেই ত আমার সুখ, তবে আজ আমার মনে আহ্লাদ হয় না কেন?

বিরাজমোহনের হৃদয়ে আজ আর আহ্লাদ ধরে না। যে সূর্য্যের প্রখর কিরণ পূর্ণবাবুর নিকট কর্কশ বোধ হইতেছে, তাহাই বিরাজমোহনের নিকট কত প্রীতিকর বোধ হইতেছে। যে স্বরব সংযুক্ত পাখীর গানে পূর্ণবাবুর মন বিরক্ত হইতেছে, সেই গান আজ বিরাজমোহনের হৃদয়ে অমৃত ঢালিয়া দিতেছে। বিরাজমোহনের আজ কত সুখ, কত আমোদ; আজ সেই আনন্দ উচ্ছ্বাসে স্বর্ণলতার হৃদয় তরঙ্গায়িত হইয়া কত লীলা খেলিতেছে দেখিলেও চক্ষু সার্থক হয়।

সেই সূর্য্য ক্রমে ক্রমে ঘোরতর বিষাদের সময় আনয়ন করিল। দেখিতে দেখিতে দুই প্রহর অতীত হইল, দেখিতে দেখিতে দীননাথ সরকার মলিন বেশে আর দু ঘণ্টা পর ফিরিয়া আসিলেন, সঙ্গে এক খানী পাল্কী, সেই পাল্কীর মধ্যে বিনোদিনীর আহত শরীর!

দীননাথ সরকারকে দেখিয়া অনেকেই উৎফুল্ল চিত্তে মকদ্দমার সংবাদ শ্রবণ করিতে অগ্রসর হইল। বিরাজমোহন, পূর্ণবাবু এবং স্বর্ণলতা অগ্রে যাইয়া দেখিলেন,—পাল্কীর মধ্যে বিনোদিনী অচেতন অবস্থায় রহিয়াছে সমস্ত শরীর রক্তে সিক্ত, তথাপি একটু একটু নিঃশ্বাস বাহির হইতেছিল।

একটু পরেই ডাক্তার আসিল, তখন দীননাথ সরকারও অচেতন হইয়া পড়িয়াছেন, তিনি বাড়ীতে আসিয়া মূল বৃত্তান্ত ভিন্ন অধিক কোন কথা বলিতে পারেন নাই। বিনোদিনীর গলদেশে বিষম অস্ত্রাঘাত দেখিয়া পূর্ণবাবু বলিলেন, —'যাহা মনে করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিয়াছে।'

বিরাজমো   অস্থির হইয়া পড়িলেন, মুখে কোন কথা নাই, নয়ন হই অবিরল ধারা জল নির্গত হইতেছে। স্বর্ণলতা ডাক্তারকে বলিলেন, হাশয়! চ ইয়া কি দেখিতেছেন? যদি বিনোকে বাঁচাইতে পা তাহা হইলে অ পনাকে দশ হাজার টাকা দেব; দেখেন কি? বিনো রক্ষা করুন।"

ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াই নৈরাশ মনে ভ্রুকুঞ্চিত করিল।

চতুর্দ্দিকে গোলমাল হইতে লাগিল। হরকুমারীর উচ্চ ক্রন্দনের ধ্ব কোলাহল ভেদ করিয়া আকাশে উঠিল। সকলের নয়ন হইতেই জল নিগ হইতে লাগিল। তখনও বিনোদিনীর নিঃশ্বাস বহিতেছিল, পূর্ণবাবু অনিমে নয়নে বিনোদিনীর পানে চাহিয়া রহিলেন।

এই সময়ে দীননাথ সরকারের চৈতন্য হইল, দীননাথ উন্মত্তের ন্যায় (মৃত্যু-শয্যায় শয়ান বিনোকে ক্রোড়ে করিলে ন। বিরাজমোহন বাষ্পপূর্ণলোচনে একদৃষ্টে বিনোর সেই মলিন মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন। পূর্ণবাবু কাত ও নিস্তেজ হস্ত দ্বারা বিনোর দক্ষিণ কর ধরিলেন; ধরিতে ধরিতেই অভিন নূতন লীলাখেলা আরম্ভ হইল; তাহা দেখিয়া স্বর্ণলতা বুঝিলেন, আর বি নাই, তাঁহার চক্ষু অজ্ঞাতসারে মুদিত হইল। পূর্ণবাবু চাহিয়াই দেখিতে লাগি লেন, নয়ন হইতে অবিরল ধারায় জল পড়িতে লাগিল। দীননাথ সরক দু তিন বার উন্মত্তের ন্যায় ডাকিলেন, 'বিনো' 'বিনো'? দেখিতে দেখি বিনোদিনীর চক্ষু দ্বিগুণতর আয়তন প্রাপ্ত হইল, মুখ ব্যাপিয়া এক আশ্চর্য ভাব প্রকাশ পাইয়াই তাহা তিরোহিত হইল। বিরাজমোহন নির্ব্বাক হই রহিয়াছেন। পূর্ণবাবু বিনোদিনীর মুখ ধরিয়া এদিক ওদিক করিলেন, কিং বিনোদিনীর চক্ষুর পলক আর পড়িল না; পূর্ণবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলি লেন—'ঈশ্বর তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।'

এই অভিনয় শেষ হইতে না হইতেই গণকঠাকুর সৌদামিনীকে লই সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সেই দৃশ্য দেখিয়া গণকঠাকুরের হৃদয় বিদী হইতে লাগিল। ক্ষণকাল স্তম্ভিত ভাবে থাকিয়া বিরাজমোহনকে বলিলে বিরাজ! তোমার জননীকে দেখ, দেখিয়া কষ্ট নিবারণ কর। সহসা যে সেই স্থানে দৈববাণী হইল, বিরাজমোহনের শরীরে, প্রত্যেক গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে এক প্রকার ভাব প্রকাশ পাইল; স্বর্ণলতা, পূর্ণবাবু প্রভৃতি সকলেই চাহি দেখিলেন, দেখিতে দেখিতে বিরাজমোহন সহসা জননীর ক

নীর পানে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন, এত কালের য   স্রা। কলই
মব মধ্যে বিরাজমোহনের হৃদয় হইতে অবসর লইল। বিরাজমোহনে
র গণ্ডি ছিন্ন হইল, মনে ভাবিলেন, আমার কষ্ট যন্ত্রণা লিবার প্রকৃত
য় এই। জননীর মুখ দর্শন করিয়াই বিরাজমোহন মাতা পায়ের উপ
ক সংস্থাপন করিলেন, তারপর বলিলেন,—মা! মা! আ ার জীবন আজ
র্থক হইল, তোমাকে দেখিয়া আজ আমার সকল কষ্ট নিবারণ করিলাম।
ই কথা শুনিতে শুনিতে সৌদামিনীর নয়ন হইতে অবির া ধারায় জল পড়িতে
াগিল, একে একে সকল কথা তাঁহার মনে উদিত হইয়া কষ্ট দিতে লাগিল,
সৌদামিনীর ক্রন্দন উচ্ছ্বাস ক্রমে ক্রমে আরো বৃদ্ধি পাইল।

এদিকে স্বর্ণলতা স্বামীর মুখের সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন। বিরাজ-
মোহনের বাষ্পপূর্ণ প্রস্ফুটিত নয়নদ্বয় সহসা মুদিত হইল, বিরাজমোহন আর
কথা বলিতে পারিলেন না। স্বর্ণলতা সহসা স্বামীর এতাদৃশ ভাব নিরীক্ষণ
করিয়া মস্তকে জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। পূর্ণবাবুও অস্থির হইয়া
বিরাজমোহনের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। সৌদামিনী পুত্রকে ক্রোড়ে
করিলেন, পূর্ণবাবুর নয়নধারা সজোরে বহিতে লাগিল, একবার অতি কষ্টে
বলিলেন—'ঈশ্বর তোমার ইচ্ছা'—আর বাক্য ফুটিল না।

সেই বিরাজমোহন সময়ে আবার মাতৃক্রোড় হইতে উঠিলেন, কিন্তু
সেই বিনোদিনী আর পিতৃক্রোড় হইতে উঠিলেন না। বিধাতার গৃহ,
বিধাতাই ভাঙ্গিলেন। পূর্ণবাবুর সাধের বিপণি ভাঙ্গিয়া গেল। মানব
ক্রন্দন করিতে জানে, ক্রন্দন করিল, কিন্তু তাহাতে মৃত ব্যক্তির কি হইল?
মাটীর শরীর মাটীতে মিশিয়া গেল; আত্মা, পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত
হইতে কোথায় চলিয়া গেল, তাহা কেহই নিরূপণ করিতে পারিল না।

সেই পূর্ণবাবু আর সেই স্বর্ণলতা অদ্যাবধিও জীবিত রহিয়াছেন, সেই
বিরাজমোহন আবারও স্বর্ণলতার হৃদয় আলিঙ্গন করিলেন, কিন্তু সে বিনো-
দিনী আর একদিনের তরেও সংসারের ভস্মরাশি হইতে জাগরিত হইলেন
না। মানবের স্মৃতি মানবের সহিত অনন্ত সাগরে বিলীন হইয়া গেল।

বিনোদিনীর মৃত্যুর তিন দিবস পরে প্রকাশ পাইল, ঐ গণকের নামই
কালীনাথ চক্রবর্ত্তী, বিরাজমোহনের পিতা।

সমাপ্ত।